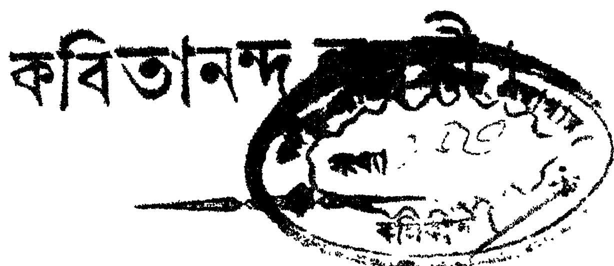
কবিতানন্দ



শ্লোকঃশ্লোকতাংযাতি বক্তরি শ্রোতরিস্থিতে।
স্থিরোবক্তা নচশ্রোতা নকারস্তত্র লুপ্যতে॥

প্রথম খণ্ড।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষজ মহোদয়ের প্রীত্যর্থ

শ্রী[illegible] তর্কনিধি কর্ত্তৃক সংগ্রহপূর্ব্বক [illegible]
দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

পাথুরিয়াঘাটা ৪৭ সংখ্যক ভবনস্থ
সাহিত্য যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৮৭ শাকাঃ।



বিজ্ঞাপন।

মনুষ্যমাত্রেরই বিশেষতঃ সাংসারিক ব্যক্তিদিগের শ্লেষ, প্রসাদ, শমতা, মাধুর্য্য, সুকুমারতাপ্রভৃতি কএকটী গুণের বিশেষ প্রয়োজন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, যেহেতু এতদভাবে মনুষ্য জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ ও আদরণীয় হইতে পারেন না। অধুনা যদিও, বিদ্যানুশীলনের যথেষ্ট উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি, কি আশ্চর্য্য ? পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যগণের যাঁহাদিগের এই সমস্ত গুণে বিভূষিত হওয়া কর্ত্তব্য তাহাদিগের মধ্যে ঈদৃক্ গুণসম্পন্ন অথবা গুণগ্রাহী ব্যক্তি অতি বিরল, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সর্ব্বদা ভিন্নদেশবাসিদিগের সহবাস, ভিন্ন ভাষার অনুশীলন এবং অপার জলধি সদৃশ সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রত্ন সংগ্রহের অক্ষমতা ব্যতিরেকে আর কিছুই বোধ হয় না, কিন্তু অস্মদের বিবেচনায় সংস্কৃত শাস্ত্রসাগর সমুদ্ভূত রত্নপ্রাপ্ত হইলে দিবাকরের উদয়ে যেরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের মন হইতে অপর প্রতিবন্ধক অনায়াসেই তিরোহিত হইবে।

আমি এই মহানগরীতে কথিতরূপ গুণবিশিষ্ট ও গুণ-গ্রাহী ব্যক্তির অনুসন্ধান করাতে পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি হিন্দুকুল চূড়ামণি শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার উদারস্বভাব, বদান্যতা, সুরসিকতা ও বাক্‌পটুতাপ্রভৃতি গুণদৃষ্টে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম তাহা বলিবার নহে এবং এবিষয়ে আমি বোধ করি উক্ত মহাত্মার সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই অত্যুক্তি বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। পরন্তু তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে২ তদভ্যাসিক সংস্কৃত শাস্ত্রের রত্নস্বরূপ অপূর্ব্ব২ কবিতা শ্রবণে আমি স্বয়ং সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যবসায়ী হইয়াও আশ্চর্য্য ও পরম প্রীত হইলাম, তৎপরে উক্ত রত্ন-স্বরূপ কবিতাগুলিন সংগ্রহ করিয়া আমি গদ্যে ও পদ্যাদি ছন্দে অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিলাম। ভরসা করি এতদ্বারা আর্য্যগণের রত্নসংগ্রহের অপারকতা হেতু যে সমস্ত গুণের অভাব দৃষ্ট হইতেছে তাহার কতক পরিহার হইতে পারে। এই কবিতারত্ন উক্ত মহাত্মার এত সংগ্রহ আছে যে, আমি একবারে সমস্ত প্রকাশে সক্ষম না হইয়া প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিলাম ইহাতে পরমার্থ বিষয়ক, বিষ্ণু বিষয়ক, শক্তি বিষয়ক, উদ্ভট ও আদিরসপ্রভৃতি কবিতা সমস্ত সন্নিবেশিত করা হইল।

শ্রীঅভয়াচরণ শর্ম্মা।

শুদ্ধিপত্র।

—()—

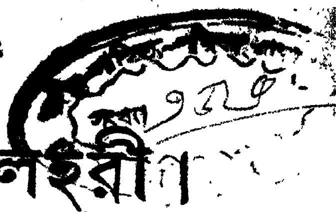
পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১৭	ভ্রূকুটি	ভ্রুকুটি
১৮	১২	মৌর্খ্যে	মৌখ্যে
২১	২	রণে	রণঃ
২৬	২	কেশবং	কেশবঃ
২৯	১০	চাপদাঃ	চাপদঃ
৩০	১৯	স্থানানিঃ	স্থানানি
৩৪	১৬	বিদিত	বিদিতো
"	১৮	বেহুনাপুণ্যে	বহুনাপুণ্যৈ
৩৫	১০	নঙ্গায়তে	নজ্জায়তে
৩৭	১০	ভ্রূয়	ভ্রূয়া
৩৯	১৬	যোগা	যোগঃ
৫২	২	মত্তীর	মত্তীব।
৬৮	১৬	ভুঞ্জতে	ভুঞ্জতে
৬৯	১২	পাঞ্চজায়া	পাঞ্চালজায়া
৭৪	১৬	পর্য্যুষিতং	পর্য্যুষিতং
৭৭	১৬	দুগ্ধ	দুগ্ধ
১০১	৬	মৌনংভদ্রকৃতং কো-কিলর্জৈনদাগমে।	মৌনং ভদ্রং কৃতংতেন কোকিলৈর্জলদাগমে॥
১০২	২	লপ্যতে	লুপ্যতে
১০২	১৬	যাচ্যমানং	যাচ্যমানং

পৃষ্ঠ	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৩	৩	সংত্যজেৎ	সংত্যজে
১১০	৪	ধ্রবাণি	ধ্রুবাণি
১১৬	২০	বিররয়ং	বিরক্তিরয়ং
১১৮	১১	কোহপি	কেহপি।
১৮	১২	দুঃখেন জীবন্তিতে	মাশ্চর্য্যরতাশ্বতে।
২	১৬	কিল্মিষ	কিল্বিষ
৭	১৫	যেনমাহয়ন সময়	যেনমহয় অসময়
১৪	৬	বিরাতে সাগরগর্জ্জিতং	ধিকতে সাগর গর্জ্জি:
১৫	২১	পূত্রাকনত্র	পুত্রাকলত্র
১৬	১০	সাধুরের	সাধুরেব
১৮	১০	শাল	শীল
২০	১৪	সুখি	সুখী
২৫	৫	যবয়ারক্তা	জবয়ারক্ত
ঐ	৫	মুক্তয়াযবা	মুক্তয়াজবা
ঐ	৭	যবাপুষ্প	জবাপুষ্প :
ঐ	৮	স্ববাকে	জবাকে
ঐ	৯	বিন্তযবা	কিন্তু জবা
০২	১০	স্বয়মেরহংসি	স্বয়মেবহংসি

শুদ্ধিপত্র সাপ্তঃ।

শ্রীহরিনারায়ণঃ

শরণং।



কবিতানন্দ লহরী।

শ্লোক সংগ্রহঃ।

মাতর্ম্মহেশ্বরশিরো বিলসত্তরঙ্গেহপাঙ্গে ক্ষণামৃতরস প্রণতার্ত্তি ভঙ্গে। তাপত্রয়াত্যয় বিধায়ক সৎপ্রসঙ্গে ত্বামাশ্রয়ে ভগবতী মভবায়গঙ্গে ॥ ১ ॥

শুন মা জহ্নু নন্দিনী, হরশিরো বিহারিণী,
তব মাত কৃপা নিরীক্ষণ।
প্রণত জনের আর্ত্তী, নাশকর মা পাপহর্ত্রী,
তাপত্রয় সদা বিনাশন।
গর্ভ যন্ত্রণাতে গঙ্গে, কষ্ট পেয়ে সদা অঙ্গে,
জন্ম রূপ যন্ত্রণা ভোগেতে।
ডাকি আমি সকাতরে, জন্ম যেন এসংসারে,
আর নাহি হয় দেহান্তেতে ॥ ১ ॥

যেত্বাং স্মরন্তি বিলপন্তি নমন্তিযান্তি তীরং তদীয়মথবানিশমাশ্রয়ন্তি। নীরং পিবন্তিতুহিনাদ্রিসুতেহর্চ্চয়ন্তি সদ্যস্ততে পুরোরিপোঃপুরমাবিশন্তি ॥ ২ ॥

যে জন তোমাকে স্মরণ, তব কথা আলাপন,
প্রণাম করি করে তীরাশ্রয়,

তব নীর করে ভক্ষণ, গিরিজে তব অর্চ্চন,
শিবলোকে তার গতি হয় ॥২॥

কঙ্কালমালকৃত বালমৃগাঙ্গভাল কালান্তকাল শিবতুল্য সমাহিতাঃ। তীরেতব ত্রিনয়নে ত্রিগুণেত্রিবর্ণে লোকোমুখ নিগদতীতি নরাদয়ন্তে ॥ ৩ ॥

অস্থির মালাধারণ, মৃগাঙ্গ ভালভূষণ,
কালান্তকাল শিবতুল্য হয়।
ভবতীরে ত্রিনয়নে গুণহীনে শুভ্রবর্ণে
নর যদি তবনাম কয় ॥ ৩ ॥

মুক্তোভবেত্ত্বদমলাম্বুকণাভিষিক্তো যুক্তোপি
পাপনিকরে সুকৃতেবিরক্তঃ। মাতঃ সুনিশ্চিতমত
স্তবযারি যত্র নাস্তীতি কিল্বিষচয়ঃ সবলোহি তত্র ॥৪॥

জলকনা অভিষিক্ত, করে জীব হয় মুক্ত,
মুক্ত যদি পাপচয়ে হয়।
যেখানেতে তব বারি, সেই স্থানে ক্ষেমঙ্করি,
নাহি থাকে কিল্বিষ প্রচয় ॥ ৪ ॥

পূর্ণং সুচূর্ণয় চিরাচরিতোগ্রপাপং তূর্ণংত্রিলোকজননি ত্রিবিধিঞ্চ তাপং সংসারসাগর সন্তরণোপযোগি শ্রীপাদপদ্মযুগলে বিমলে প্রসীদ ॥৫॥

চিরকালেতে সঞ্চিত, উগ্রপাপেতে পূরিত,
শুনমাত ত্রিলোক জননি।

ত্রিধা পাপে দেহ পূর্ণ, শীঘ্র করে কর চূর্ণ,
পাপিগণের পাপ সংহারিণি।
সংসার সাগর তরি, তবচরণ চিন্তাকরি,
অকিঞ্চনের এই মা প্রার্থনা।
যে সময় মম জীবন, দেহ তেজিয়া গমন,
তখন মা হবে সুপ্রসন্না ॥ ৫ ॥

ধ্যানং নবন্দনমথান্য চুপাসনম্বা ত্বৎকীর্ত্তনং তবপদাম্বুজ পূজনম্বা। জানে কদাচিদপি নৈবকৃপার্দ্রচিত্তেচিত্তে হ্যনিশং নিবসমেহস্তু বিশুদ্ধচিত্তে ॥ ৬ ॥

নাহি জানি তব ধ্যান, কিম্বা অন্য উপাসন,
পূজন বা নাম সংকীর্ত্তন ॥
শুন মা কৃপাদ্রচিত্তে, বাস কর মমচিত্তে।
নিরন্তর এই নিবেদন ॥ ৬ ॥

মিথ্যাপিতথ্য সদৃশীজগতীবিভাতিত্বয্যেবরজ্জুষু যথাহনিলভুক প্রতীতিঃ। আত্মা ত্বমেব পরমে সকলার্থদর্শী চিদ্রূপমাত্র মনিশং পরিচিন্তয়েত্বাং ॥ ৭ ॥

মিথ্যাকে মা সত্য জ্ঞানে, ভ্রমি আমি ত্রিভুবনে,
তোমাতে ভ্রম যেরূপ উদ্ভব।
যেরূপ রজ্জুতে ভ্রম, সত্য জ্ঞান ভুজঙ্গম,
সাকার রূপে করি পূজা স্তব ॥
তুমি আত্মা স্বরূপিণী, সকলার্থ প্রদায়িনী,
পরমা মা মহেশ রমণী।

নিত্যানন্দ স্বরূপিণী, নিত্য জ্ঞান প্রদায়িনী,
নিত্যরূপা ব্রহ্ম সনাতনী ॥ ৭ ॥

নাস্ত্যাকৃতি র্নচকৃতি র্নধৃতি র্নধাম গোত্রংনতে গিরিসুতে নজন্ম র্ননাম। স্বেষ্টার্থ সাধনকৃতে কিলসাধকানাং রূপং প্রকল্পিতবতী ভবতীবিচিত্রং ॥ ৮ ॥

নাই মা তব আকৃতি, ক্রিয়া আর ধৈর্য্য শক্তি,
গোত্র জন্ম নিবাস গিরিসুতে।
সাধকের সাধন জন্য, নানারূপে অবতীর্ণ,
বিচিত্র রূপ কল্পন জগতে ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং সর্ব্বপাপহরংপরং।
যঃ পঠেত প্রযতোনিত্যং তস্যগঙ্গা প্রসীদতি ॥ ৯॥

গঙ্গার এই স্তব অষ্ট পাঠে সর্ব্ব পাপ নষ্ট
পরম পবিত্র ভূমণ্ডলে।
শুদ্ধান্বিত হয়ে নর, পাঠকরে নিরন্তর,
প্রসন্না হন গঙ্গা পুণ্যফলে ॥ ৯ ॥

যোঽসৌ ঘোষকুলাগ্রণী ক্ষণজনি ধীরঃ সতাংসম্মতঃ।
শাস্ত্রাশাস্ত্র বিচারণৈকনিপুণঃ শ্রীদেবনারায়ণঃ ॥
তদ্বাক্যামৃতকৌতকী বিতনুতে গঙ্গাষ্টকং
যত্নতোধ্যাত্বা শৈল সুতাঙ্ঘ্রি সারসযুগং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজঃ ॥১০।

ঘোষ কুলের অগ্রগণ্য, ধীরগণে করে মান্য,
জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সম্মত।

শাস্ত্রাশাস্ত্র বিচরণ, অতিশয় সুনিপুণ,
দেবনারায়ণ নামে সুবিখ্যাত।
তাঁর বাক্য সুধাময়, হয়ে কৌতুক হৃদয়,
গঙ্গাষ্টক হইল বিস্তৃত॥
শ্রবণে পাপ নাশন, অন্তে স্থান নারায়ণ,
দেন তারে বৈকুণ্ঠে নিশ্চিত।
ধ্যান করি গঙ্গাচরণ, অতিশয় করি যতন,
প্রাণকৃষ্ণ দ্বিজ রচিকয়॥
আদেশ করি গ্রহণ, স্তবকরি সুরচন,
শ্রবণেতে পাপ নষ্ট হয়॥ ১০॥

দৈবনারায়ণী মাজ্ঞাং ধৃত্বাশীষে প্রকাশ্যতে।
স্তুতিরেষা নন্দনারা যণঘোষেণ সশ্রিয়া॥ ১১॥

দেবনারায়ণ আজ্ঞে, ধৃতকরি উত্তমাঙ্গে,
শ্রীসহিতা নন্দনারায়ণ॥
ঘোষবংশের শিরোমণি, গঙ্গার এই স্তুতি শুনি,
মহানন্দে করেন্ প্রকাশন॥ ১১॥

স্বয়ংকীলালত্বাদ্দহসি দুরিতানাঞ্চ নিচয়ং স্বয়ং নিম্নেজাতা নযসি পরমুচ্চৈস্তর পদং। হরেঃ পাদোদ্ভূতাকত্তিকতি হরিং সংরচয়সি কিমাশ্চর্য্যং মাতস্তবহিমমহিমা জহ্নুতনয়ে॥১২॥

কিমাশ্চর্য্য জহ্নুসুতা, তোমার কব কি বার্ত্তা,
কথনেতে কেশক্ত হইবে।

স্বয়ং জলরূপী হয়ে, দাহকর পাপচয়ে,
আশ্চর্য্য এই দেখিতেছে সর্ব্বে।
মাতা তোমার নিম্নাগতি, ভক্তে দাও মা উর্দ্ধগতি,
বিষ্ণু পাদোদ্ভবা মা আপনি।
অনন্ত বিষ্ণুর সৃষ্টি, কর কোরে কৃপাদৃষ্টি,
বিষ্ণুময় দেখি সুরধনী ॥ ১২ ॥

শাক্তঃশক্তিনিষেবনাৎ ত্রিপথগে শৈবঃশিবোপাসনাৎ।
বিষ্ণোঃ সেবনতোপি বৈষ্ণবমিতি খ্যাতিঃ পৃথিব্যাং প্রথা।
ভক্তাত্তু ভগীরথাৎ ত্বমসি যৎ খ্যাতাসি ভাগীরথী
নেত্থং সেবক বৎসল ত্বমভবৎ ভাবী বচিদ্বাভবেৎ ॥ ১৩ ॥

শক্তি ভজে হয় শাক্ত, শৈবনামে শিবভক্ত,
বৈষ্ণব খ্যাতি বিষ্ণু ভজনেতে।
ত্রিপথগে এই প্রণালী, আছে প্রথা সুপ্রণালী,
প্রচলিত এই অবনীতে ॥
কিন্তু মাতা ভাগীরথি, ভগীরথের নাম খ্যাতি,
ভক্ত নামে প্রকাশ ত্রিভুবনে।
এরূপ ভক্তবাৎ সল্য, লোকে নাহি তব তুল্য,
কদাচ না শুনি মা শ্রবণে ॥
ভুত ভাবী যত সৃষ্টি, বিশেষ করিয়া দৃষ্টি,
এত দয়া কোথায় না হেরি।
সর্ব্বদা পাপেতে রত, আমারে কর পবিত্র,
এই মাত্র প্রার্থনা মা করি ॥ ১৩ ॥

ইদং হিগাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং পুনর্নচাঙ্গং যদিবৈভিচাঙ্গং।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণাম্বুগাঙ্গং ॥১৪॥

পানকরি বারি গাঙ্গ, গঙ্গাতীরে ত্যজি অঙ্গ,
পুনর্ব্বার অঙ্গ নাহি হয়।
যদি তার হয় অঙ্গ, করে থাকে রথাঙ্গ,
ভুজঙ্গতার শয্যাসন হয়।
যান হয় তার বিহঙ্গ, চরণাম্বু হরগাঙ্গ,
বিষয় সঙ্গ প্রসঙ্গ থাকে না॥
সেই দেবী সনাতনী, পাপী নিস্তার কারিণী,
অন্তে স্থান দেন এই প্রার্থনা॥ ১৪॥

অচ্যুতচরণ তরঙ্গিনিগঙ্গে শশিশেখর মৌলিমালতীমালে।
ত্বয়িতনুবিতরণ সময়ে হরতা দেয়া নমে হরিতা॥ ১৫॥

অচ্যুত চরণোদ্ভবে, শুন মা শিব বল্লভে,
শশী শেখর শিরো বিহারিণী।
তোমাতে শরীর ক্ষয়, যেন মা হরন সময়,
এ সন্তানের রেখ একটী বাণী॥
আমারে দিও হরতা, শুন মা জহ্নু দুহিতা,
সযত্নে মা রাখিব শিরেতে।
পায়ে গঙ্গোদ্ভবা শক্তি, দিওনা মা আদ্যাশক্তি,
প্রার্থনা মা কার নাই বিষ্ণুত্বেতে॥ ১৬॥

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েৎ পুণ্যবন্তং সতরতি নিজ পুণ্যৈ
স্তত্র কিন্তে মহত্বং। যদিচ গতিবিহীনং তারয়েৎ পাপিনং
মাং তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং ॥ ১৬ ॥

শুন গো মা সুরধনি, অগো মা জহ্নুনন্দিনী,
পুণ্যবানে তুমি ত্রাণ কর।
সে তরে নিজ পুণ্যেতে, তোমার কি মহিমা তাতে,
নিজ পুণ্যও তাদের ত্রাণ কর॥
গতি হীন এই দুঃখি, ত্রাণ করে কর সুখী,
মুক্তি দাত্রী কৃপাময়ী নামে।
তবে মা তব মহত্ব, দেখিবে এই স্বর্গ মর্ত্য,
প্রভুত্ব মা রবে ত্রিভুবনে॥ ১৬ ॥

গঙ্গাতীর্থং পরিত্যজ্য যেহন্য তীর্থাভিলাসিনঃ।
ব্রহ্মহত্যাফলং তেষাং নিয়তং সংশয়াত্মনাং ॥ ১৭ ॥

গঙ্গাতীর্থ ত্যজ্যকরি, অন্য তীর্থ ইচ্ছাকারি,
তাহার ফল করহ শ্রবণ।
ব্রহ্মহত্যা ফল তার, হয় সেই সংশয়াত্মার,
মিথ্যা তীর্থ করে পর্য্যটন॥ ১৭॥

যাং স্মৃত্বাপি ক্ষিতৌলোকা লভন্তে কুশলং প্রভো।
ত্বৎসান্নিধ্যংময়াপ্রাপ্তং কুশলং কিমতঃ পরং ॥ ১৮॥

যে গঙ্গাস্মরণান্বিত, সদা হয় কুশল প্রাপ্ত,
ভূমধ্যেতে মহামান্য হয়।

সেই দেবী সন্নিধানে, থাকি আছে এই মনে,
উৎকৃষ্ট এই আমার নিশ্চয় ॥ ১৮ ॥

যোহিসৌ নিরঞ্জনোদেব শ্চিৎস্বরূপী নিরঞ্জনঃ।
সএবদ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্রসংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

নিত্যজ্ঞান নিত্যানন্দ, পূর্ণরূপ পূর্ণানন্দ,
দ্রবরূপী হয়ে নারায়ণ।
গঙ্গাম্ভো হইয়া খ্যাত, ক্ষিতিমধ্যে প্রকাশিত,
জলরূপে করেন বিহরণ ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিজে নত্বরুষা হৃদয়েন কিন্তু পীতাহি গর্ভকৃতি
দুঃখনিবেদয়ামি। ত্বং জহ্নুনা সুরতরঙ্গিনি চেন্নচৈবং
কিং জন্মিনাং জঠর দুঃখমপাকরোসি ॥২০॥

হে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিজে সুরতরঙ্গিনি মাতঃ।
তোমাকে রুষ্টভাবে পান করি না ॥
কেবল জঠরগত কষ্ট নিবেদন করিলাম।
তুমি জহ্নুমুনি কর্ত্তৃক পীত হইয়া জঠরগত দুঃখ অবগতানন্তর জন্তুগণের জঠর গত দুঃখ অপনোদন করিবে ॥২০॥

গঙ্গেত্যক্ষরযুগ্মং হি যদ্যপ্যত্যন্ত কোমলং।
মন্যেবজ্রং তথাপ্যেনো মহাভূধর ভেদনে ॥ ২১ ॥

গঙ্গা নামোচ্চারণ করিলেই অক্ষরদ্বয় অতি কোমল ভাবাপন্ন হইয়া শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হয় বটে। কিন্তু সর্ব্বভুকের ন্যায় পাপরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। এবং বৃহদাকার পর্ব্বতভেদক

বজ্রজ্ঞানে সৎকর্ম্মে দূষণ কুপ্রবৃত্তি সকল অপসারিত হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষুলোকেষু দুর্ল্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ গঙ্গা সাগর সঙ্গমে ॥ ২২ ॥

ধারা প্রবাহি তরঙ্গিনী গঙ্গা উভয়কুলে সুলভা হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রয়াগ সাগর সঙ্গমাদি দেশে দুর্ল্লভা হয়েন, যাহাকে পণ্ডিতেরা দ্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

দৈবযোগাম্মুনেস্তত্র যে, ত্যজন্তি কলেবরং।
মনুষ্য পশুকীটাদ্যা স্তেলভন্তে পদং হরেঃ ॥ ২৩ ॥

মনুষ্য পশু কীটাদি যে কোন জীব হউক না কেন প্রয়াগাদি সাগর সংগমাদিতে কোনরূপে প্রাণ ত্যাগ করিলে পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

রাধেত্বং পরিমুঞ্চ নীলবসনং চোত্থায় নাবং মম।
বাতোবারিদ সম্ভ্রমাদ্ যদিবহে মগ্নাভবে নৌরিয়ং ॥
সত্যংতদ্বসনান্তরং পরিদধাম্যাদৌ ত্বয়াসংবপুঃ।
শ্যামংশ্যাম নবীন নীরদবপু স্তক্রৈঃ সমাচ্ছাদ্যতাং ॥২৪॥

কৃষ্ণ কন পরিহাস করে রাধিকারে।
নীল বসন ত্যজি উঠ নৌকার উপরে ॥
বলি শুন শ্রীরাধিকা তাহার কারণ।
মেঘের উদয়ে হয় বায়ুর বহন ॥
নীলবস্ত্রে মেঘ ভ্রমে যদি বায়ুবহে।
ডুবিবে আমার তরি সরিত প্রবাহে॥

শুনহে পরম তত্ত্ব, যা বলিলে সব সত্য,
বস্ত্রান্তর পরিধান করি।
তাহলে বহনভয়, নষ্ট হবে দয়াময়,
সংশয় নাশ হইবে শ্রীহরি ॥
কিন্তু শ্যাম তব দেহ, মেঘ ভ্রমের নসন্দেহ,
রূপান্তর করা হয় উচিত।
এই বলি রাধা ধনি, তক্র লয়ে বিনোদিনী,
নীলবপু করেন্ আচ্ছাদিত ॥ ২৪ ॥

আতর লাঘবহেতো মুরহর তরণীস্তবাবলম্বে।
অপণং পণমিহ কুরুষে নাবিক পুরুষে নবিশ্বাসঃ ॥২৫॥

রাধে কন শুন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
তোমার নৌকাতে আরোহণের কারণ ॥
পারের পণ আমাদের অল্প হবে বলে।
মনে করি আরোহণ করিলাম সকলে ॥
অপণে তোমার দেখি পণের প্রয়াস।
এর পর নাবিকে আর নাহিক বিশ্বাস ॥ ২৫॥

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং তববিভোতীর্থেযু যাত্রা দিনা
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা খিলগুরো দূরীকৃতো যন্ময়া।
ক্ষন্তব্যো জগদীশমে বিগলিতং দোষত্রয়ং যৎকৃতং ॥২৬॥

রূপ হীন যে তোমার, ধ্যানেতে হে সর্ব্বাধার,
করি আমি রূপের কল্পন।

ব্যাপিত্বের বিনাশন, করি তীর্থ পর্য্যটন,
নষ্ট করি দেখে সর্ব্বজন ॥
বাক্যের অতীত তুমি, শুন ওহে অন্তর্যামী,
স্তবে করি মহত্বের হানি।
এই মম দোষত্রয়, ক্ষমাকর জগন্ময়,
প্রার্থনা সর্ব্বদা করি আমি ॥ ২৬ ॥

নৈষধে পদলালিত্বং ভার্গবে স্বর্থ গৌরবং।
উপমা কালিদাসস্থ মাঘেসন্তিত্রয়ো গুণাঃ ॥ ২৭ ॥

নৈষধে পদলালিত্ব, ভার্গবে অর্থ মহত্ব,
যেরূপ আছে জগতী মণ্ডলে।
কালিদাসের উপমা, মাঘে আছে অনুপমা,
গুণত্রয় আছে এক স্থলে ॥২৭

দূরেপি শ্রুত্বা ভবদীয় কীর্ত্তিং, কর্ণৌচ তৃপ্তৌ নচ চক্ষুষীমে।
তযোর্ব্বিবাদ পরিহর্ত্তুকামঃ, সমাগতোহং তবদর্শনায় ॥২৮॥

তোমার কীর্ত্তি শ্রবণ, করিয়া মম শ্রবণ,
তৃপ্তি যুক্ত হয়েছে সর্ব্বদা।
চক্ষু নাহি মানে কথা, কর্ণ তুমি কও বৃথা,
উভয়েতে বিবাদ সর্ব্বথা ॥
সেই বিবাদ ভঙ্গ জন্য, তোমার দর্শন ভিন্ন,
বিবাদ ভঙ্গ উভয়ের না হবে।
এলেম করিতে দর্শন, শুন মম নিবেদন,
দর্শনেতে বিবাদ ভঙ্গ হবে ॥২৮॥

বরমসিধারা তরুতলে বাস, বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপিঘোরে নরকে নিবাসো নচধনগর্ব্বিত বান্ধব শরণং ॥২৯॥

তীক্ষ্ণ অসি শয্যা, তরুতল বাস, ভিক্ষান্ন ভোজন, উপবাস, নিরয়ে নিবাস, এই সমুদায় অপকৃষ্ট কষ্ট সাধ্য কর্ম্মও ভাল, কখন ধনগর্ব্বিত বান্ধবের অনুগত ভাল নয় ॥২৯॥

বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্র সেবিতং, দ্রুমালয়াৎ
পত্রফলাদি ভোজনং, প্রবালশয্যা পরিধেয় বল্কলং।
ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবনং ॥ ৩০ ॥

শার্দ্দূল গজেন্দ্র সেবিত বন ভাল, বৃক্ষ হইতে পত্র ফলাদি ভিক্ষা করিয়া ভোজন ভাল, পত্রেতে শয়ন ও বল্কল পরিধান ভাল, বন্ধুমধ্যে ধনহীন জীবন ভাল নয় ॥৩০॥

কল্পবৃক্ষো দদাত্যেব জানাত্যেব বৃহস্পতিঃ।
অয়ঞ্চ পৃথিবীজানি র্জানাত্যপি দদাত্যপি ॥ ৩১॥

কল্পবৃক্ষ দাতা বৃহস্পতি জ্ঞানী এই উভয় গুণ উভয়ে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এক রাজাতে দাতৃত্বশক্তি ও জ্ঞান শক্তি উভয়বিদ্যমান আছে ॥৩১॥

দরিদ্রোপি স্বস্থো জনয়তি জনানামুপকৃতিং সশিদ্ধোবা কশ্চিৎ প্রকৃতি কুটিলো নৈবকুরুতে। যথাবত্রানীতং জলধিজলমাদায় জলদো জগৎ শিঞ্চত্যেবং ভ্রমতি নহি কিঞ্চিৎ জলনিধিঃ ॥ ৩২॥

স্বস্থ দরিদ্র হইলেও পরের উপকার জনক হয়। প্রকৃতি কুটিল সমৃদ্ধিমান্ পুরুষও জনের উপকার করিতে পারে না। এহার দৃষ্টান্ত মেঘগণ বারিধি হইতে বারি আকর্ষণ করিয়া জগৎকে অভিষিক্ত করেন। জলধি সেরূপ অভিষিক্তকরিতে পারেন না ॥ ৩২।

হে লোলোশিত কল্লোল ধিক্ তেসাগরগর্জ্জিতং।
যস্য তীরে তৃষাক্রান্তাঃ পান্থাঃ পশ্যন্তি বাপিকাং ॥ ৩৩॥

হে তরঙ্গলোশিত সমুদ্র, তোমার গর্জ্জনকে ধিক্। যে হেতু তোমার তীরস্থ পান্থগণকে বাপিকা অর্থাৎ সামান্য জলাশয় অন্বেষণ করিতে হয় ॥৩৩॥

সাধকে ক্ষোভমাপন্নে মমক্ষোভঃ প্রজায়তে।
তস্মাদাদৌ প্রকর্ত্তব্যং সম্বিদাসেবনং শিবে ॥ ৩৪ ॥

সাধকের ক্ষোভ হইলে আমাকে ক্ষুভিত হইতে হয়। ক্ষোভ নিবারণ জন্য অগ্রে সম্বিদা অর্থাৎ সিদ্ধি পান করিবে ॥ ৩৪ ॥

কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি নতৎ কবিঃ।
ভবানী ভ্রূকুটী ভঙ্গীং ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ ॥ ৩৫ ॥

কবিতার রসমধুরতা, যিনি কবিতা রচক, তিনি জানিতে পারেন না। অন্য কবিমাধুর্য্য জানিতে পারেন, যেরূপ ভবানী দেবীর ভ্রূরকুটিল সৌন্দর্য্যতা মহাদেব অবগত আছেন সেই দেবীর জনক গিরিরাজ অবগত হইতে পারেন না ॥৩৫॥

যদীচ্ছসিবশীকর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা।
উপস্যতাং কলৌকল্পলতা দেবী প্রতারণা ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপি মাত্র এক কর্ম্মদ্বারায় জগৎকে বশীভূত করণের ইচ্ছা থাকে, তবে কলিতে এক কল্পলতা রূপা প্রতারণাদেবীর উপাসনা কর॥৩৬॥

রাত্রি র্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং
ভাস্বন্ উদিষ্যতি হসিষ্যতি পঙ্কজ শ্রী
রিত্থং বিচারয়তি কোষ গতেদিরেফে,
হা হন্ত হন্তি নলিনীং গজ উজ্জহার ॥৩৭॥

কোন সময়ে ভ্রমর মধুপানে প্রমত্ত হইয়া পদ্মের কোষের অন্তরস্থ আছে এবং রাত্রিতে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, যে রাত্রি যাইবেন, সূর্য্য উদয় হইবেন, পদ্মের শ্রীশোভা উল্লাসিত হইবে, এমত সময়ে দুঃখের বিষয় এই, এক গজ আসিয়া নলিনীর মৃণালকে উন্মূলন করিল ॥ ৩৭ ॥

দোষা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তিতে নির্গুণান্প্রাপ্য ভবন্তিদোষাঃ।
সুস্বাদু তোয়াঃ প্রভবন্তি নদ্যাঃ সমুদ্রমাসাদ্য ভবন্ত্যপেয়াঃ॥৩৮

গুণজ্ঞ সন্নিধানে দোষ সমুদায় গুণবলিয়ামানিত হয়। নির্গুণী সন্নিধানে গুণ দোষ স্বরূপ হয়। যে রূপ, নদীর বারি সুস্বাদু হয় সেইবারি সমুদ্র প্রাপ্ত হইলে অপেয় লবণাম্বু হয় ॥ ৩৮ ॥

রে চিত্ত চিন্তয় চিরং শরণৌ মুরারেঃপারং গমিষ্যতি যতো
ভব সাগরস্য। পুত্রাঃ কলত্র মিতরে নহিতে সহায়াঃ সর্ব্বং
বিলোকয় সখে মৃগতৃষিকেব ॥ ৩৯ ॥

রে চিত্ত তুই মুরারির চরণ পদ্ম চিন্তাকর, যে পাদপদ্ম চিন্তা হইতে ভবসাগর পার হইবে। মিথ্যা পুত্র কলত্র প্রভৃতির উপাসনায় কি হইবে কেহ তোমার সহায় হইবে না॥ ৩৯ ॥

কালসর্পো যদাহন্তি তদারোদিষি মুণ্ডকি।
ধনুর্ষাপীড্যমানাস্বং কথং কিঞ্চিন্নভাষতে ॥ ৪০ ॥

হে মুণ্ডকি যে সময় তোমাকে কালসর্প দংশন করে, সে সময় অতিশয় রোদন কর কিন্তু ধনুর্দ্ধারা পীড্যমান হইয়া কি নিমিত্ত কোনকথা কহিতেছনা॥ ৪০ ॥

অসাধুশ্চযদাহন্তি সাধুস্ত্রাতা ভবিষ্যতি।
সাধুরের যদাহন্তি কোমেত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

অসাধু হনন করিলে সাধু ত্রাণ করেন। সেই সাধু যদি হনন করেন্ আর কে ত্রাণ করিবেন॥৪১॥

অন্যায়োপার্জ্জিতং দ্রব্যং দশবর্ষাণি তিষ্ঠতি।
প্রাপ্তেস্বেকাদশেবর্ষে সমূলং হিবিনশ্যতি ॥ ৪২ ॥

অন্যায় কর্ম্মেতে অর্থ হলে উপার্জ্জন।
দশবর্ষ থাকে মাত্র শাস্ত্রের লিখন।
একাদশবর্ষ প্রাপ্ত যে দিন হইবে।
সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত সেই দিনে হইবে॥৪২॥

সৎ সঙ্গাৎ ভবতিচ সাধুতা খলানাং সাধুনাং
নহি খল সঙ্গমাৎ খলত্বং। আমোদং কুসুমভবং
মৃদেব ধত্তে। মৃদ্ গন্ধং নহি কুসুমানি ধার্য্যং ॥ ৪৩ ॥

সতের সঙ্গেতে খলের হয় যে সাধুতা।
সাধুর খলের সঙ্গে না হয় খলতা ॥
মৃত্তিকা পুষ্পের গন্ধ করেন গ্রহণ।
মৃত্তিকার গন্ধপুষ্প, না করে স্পর্শন ॥ ৪৩ ॥

কবিতা কোমল বনিতা, রসয়তি রসিকং রসেন মিলিতা।
সা যদি দুর্জনহস্তে পতিতা প্রতিপদ ভগ্নাসংশয়মগ্না ॥ ৪৪ ॥

কোমল-বনিতা রূপা কবিতা সুন্দরী।
রসেতে মিলিতা সদা রসিকবেহারী ॥
সেই নারী যদি পড়ে দুর্জ্জন হস্তেতে।
প্রতি পদ ভগ্নকরে মগ্নসংশয়েতে ॥৪৪॥

জাতো ব্রহ্মকুলাগ্রজো ধনপতি র্যঃ কুম্ভকর্ণানুজঃ পুত্রঃ
শক্রজিতঃস্বয়ং দশশিরঃ পূর্ণাভুজা বিংশতিঃ। দৈত্যঃ
কামচরঃ বরোঽস্য বিজয়ী মধ্যং সমুদ্রং গৃহং সর্ব্বং
নিস্ফলিতং তথৈব বিধিনা দৈবে বলে দুর্ব্বলে ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মকুলাগ্র গন্য ধনপতি কুবের যার অগ্রজ, কুম্ভকর্ণ অনুজ, পুত্র ইন্দ্রজিত, স্বয়ং দশশির ও বিংশতিহস্ত যার দূত কামচর মারীচি এবং সর্ব্বত্রবিশিষ্ট জয় প্রাপ্তি হইবে এইবর যাহাকে ব্রহ্মা দিয়াছেন ওবাসস্থান সমুদ্র মধ্যস্থল, এমন রাবণের দৈববল দুর্ব্বল জন্য এই সম্পৎ সমুদায় নিস্ফল হইল ॥৪৫॥

গুণাঃ কুর্ব্বন্তি দূতত্বং দূরেপি বসতাং সতাং।
কেতকী গন্ধমাঘ্রায় স্বয়ং গচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ ॥ ৪৬ ॥

দূর দেশ বাসি সজ্জনের গুণগণ দূতস্বরূপ। যে রূপ কেতকী পুষ্পের গন্ধ গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ষট্‌পদগণ আগমন করেন ॥৪৬॥

অলিরেতি কমলং নহি দর্দ্দুরস্ত্বেকাবাসোপি।
গুণিণিগুণঙ্গোরমতে নাগুণশীলস্য গুণিণিপরিতোষঃ ॥৪৭

দেখ ভ্রমর বল পুর্ব্বক কমলে গমন করে। একত্র বাসি ভেক কখনও কমলের আঘ্রাণ গ্রহণে শক্ত হইতে পারে না। ইহার কারণ গুণজ্ঞ গুনেতেই রত হয় অগুণশীল, কখনও গুণবানের গুণ গ্রহণ করিতে পারেনা ॥ ৪৭ ॥

স্বহৃদয় হৃদয় বিয়োগ্যে খিদ্যতি কাব্যেন মৌর্খ্যেস্বে।
নিন্দতি কৌঞ্চুককারং প্রায়ঃস্বল্পস্তনানারী ॥৪৮॥

স্বীয় হৃদয় বিযোগ নিমিত্ত মূর্খের স্বীয়রচিত কাব্য দ্বারা খেদযুক্ত হয়। যেরূপ স্বল্পস্তনা নারী কাঁচলি কারকে নিন্দা করে ॥৪৮॥

জলপ্রমাণং কুমুদস্যলালং কুলপ্রমাণং পুরুষস্যশীলং,
কুলাভিজাতো নকরোতি পাপং কুলাঙ্কুশাএব নিরারয়ন্তি ॥৪৯

কুমুদের লালজলের পরিমেতা ও পুরুষের শীল কুলের পরিমেতা হয়। সৎকুলজাত পুরুষকে কুলরূপ অঙ্কুশ নিবারণ করে। এজন্য সৎকুলজ জনেরা কখন পাপ করেন না ॥৪৯॥

মাতাপ্যেকা পিতাপ্যেকো মম তস্যচ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ সচানীতো গবাশনৈঃ॥
অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি গবাশনানাং বচনং শৃণোতিসঃ
নতস্য দোষং নচমে গুণোবা সংসর্গজা দোষগুণাভবন্তি।৫০

আমার আর যে সেই পক্ষী উভয়ের মাতা এক পিতা এক আমি মুনিগণ কর্ত্তৃক আনীত আমার ভ্রাতা গবাশন কর্ত্তৃক আনীত। আমি সর্ব্বদা মুনি বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, আমার ভ্রাতা গবাশনের বচন শ্রবণ করিয়াছে। এবিষয়ে আমার গুণ নাই আমার ভ্রাতার কোন দোষ নাই কিবল সংসর্গ জন্য দোষ আর গুণ জন্মে॥৫০॥

আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়াসদৃশাগমঃ।
আগমঃ সদৃশারম্ভঃ প্রারম্ভঃসদৃশোদয়ঃ॥ ৫১॥

আকার সদৃশ জ্ঞান জন্মে জ্ঞানের সদৃশ ধনাগম হয়, ধনাগম সদৃশ কর্ম্মারম্ভ হয়, কর্ম্মারম্ভ সদৃশ মঙ্গল হয়॥৫১॥

মধ্যন্দিনে দিনকরস্য করাবতারৈর্বিস্তারিত প্রবলতাপতনো
র্গজস্য। ছায়াশ্রয়ান্ মরুভূমিদ্রুমবর্জিতায়াং গ্রীষ্মাগমেপি
শশকাঃ স্বসুখং স্বপন্তি।৫২

মধ্যদিবাতে মার্ত্তণ্ড কর বিতরণ দ্বারা প্রবল তাপযুক্ত গজের ছায়াকে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষাদি শূন্যস্থানে, অর্থাৎ মরুভূমিতে গ্রীষ্মকালে, শশকগণে সুখে নিদ্রা যাইতেছে॥৫॥

করাবিব শরীরস্য চক্ষুষোরিব পক্ষিণী।
অনিবেদ্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ তন্মিত্রং মিত্রমুচ্যতে॥ ৫৩॥

করদ্বয় যে রূপ শরীরকে রক্ষাকরে এবং পত্রদ্বয়, যে-রূপ চক্ষুকে রক্ষাকরে, সেইরূপ অনুজ্ঞাত না হইয়া যে প্রিয়কার্য্য করে সেই মিত্রতাই প্রশংসনীয় মিত্রতা॥৫৩॥

কিং ক্রমঃ শশিনো ভাগ্যং হরস্যশিরসিস্থিতিঃ।
অভাগ্যমপিকিংক্রম স্তত্রস্থিতাপ্য পূর্ণতা ॥ ৫৪ ॥

চন্দ্রের ভাগ্যের বিষয় কি বলিব যেহেতু মহাদেবের মস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন অভাগ্যের বিষয এই, যে। এমন উত্তম স্থানে থাকিয়াও পূর্ণ হইতে পারিলেন না ॥৫৫

জগতানন্দ সম্পন্নে ভগবত্যা মহৎসবে।
দুঃপঃ প্রাহ বদত্রাতঃক্ক গচ্ছামি সুনিশ্চিতং
ইতিপ্রশ্নোচিতে দুঃখে প্রত্যুবাচ শিবার্চ্চিতা,
প্রত্যব্দে নাত্রবত্রাব্দে তত্র তংস্থানমুত্তমং ॥৫৬

আনন্দময়ী দুর্গার ভগবতী মহোৎসবে পৃথিবীস্থ জীবগণ সুখি হয় দুঃখ কোন স্থানে অবস্থান করে! এই প্রশ্নের উত্তর প্রতিবৎসর যে পূজা করে, সময় ক্রমে পূজাকরণে, যে অশক্ত হয় সেই পুরুষ দুঃখের আশ্রয় হন ॥ ৫৬ ॥

কিরাতকৈবর্ত্ত বণিক্ জনানাং কাদানশক্তিঃ পরবঞ্চকানাং,
বৈদ্যোশিকিং দাস্যতি যাচকেভ্যো যোমর্ত্যকামাদর্থহর্ত্তৃ
কামঃ ॥৫৭॥

পর বঞ্চক কিরাত কৈবর্ত্ত বনিকজাতি এহাদের দান শক্তি কোথায় আর মরণশীল ব্যক্তির নিকট ধন আকাঙ্ক্ষা-করে এমন যে, বৈদ্য কি দান করিতে পারে ॥৫৮॥

নবীনদীনভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
বচোজীবনয়োরাসীৎ পুরোনিঃ সরণে রণে ॥ ৫৮ ॥

নূতন দরিদ্র এক বলে কবিবর।
যাচমান অথচ সে অতিমান্য বর ॥
অতিশয় যাচন কুকর্ম্ম মহীতলে।
জীবন বাক্যের রণ উভয়ে জন্মালে ॥
বাক্য বলে আমি অগ্রে যাই রণস্থলে।
জীবন বলে যেও তুমি আমি বাহির হলে ॥ ৫৮ ॥

শরদি গর্জ্জতি নবর্ষতি বর্ষাসু বর্ষতি নিঃস্বনো মেঘঃ।
নীচোবদতি নকুরুতে নবদতি কুরুতেহি সজ্জনঃ ॥ ৫৯ ॥

শরৎকালে মেঘগণ, কেবল করে গর্জন,
বর্ষণ না করে পরিমিত।
বর্ষাকালীন মেঘগণ, গর্জেনা করে বর্ষণ,
দৃষ্টান্ত এর দেখ মনোনীত ॥
নীচনর যাহা বলে, তাহা নাহি কর্ম্মে ফলে,
এইরূপ আছে পূর্ব্বাপর।
কর্ম্মকরে মহজ্জন, নাহি করে প্রকাশন,
মহতের গুণ এই মনোহর ॥৫৯॥

দন্তিদন্ত সমানংহি মহতাং নিঃসরেৎ বচঃ।
কূর্ম্ম তুণ্ডেব নীচানাং নিঃসরেৎ প্রবিশেৎ পুনঃ ॥ ৬০ ॥

হস্তির দন্ত সদৃশ, মহতের বাক্য প্রকাশ,
নিঃসরণে সদা সফল করে।

নীচের বাক্য অস্থির কুর্ম্ম তুণ্ড তুল্যধীর,
প্রবেশ নির্গম সদা করে ।।৬০।।

দেহীতি বচনং শ্রুত্বা দেহস্থঃ পঞ্চদেবতাঃ।
দেহং হীত্বা পলায়ন্তে হ্রীধী শ্রীকান্তি কীর্ত্তয়ঃ ।।৬১।।

দেহিবাক্য করি শ্রবণ, দেহের দেব পঞ্চজন,
হ্রীশ্রীধীকান্তি কীর্ত্তি ত্রাসে।
দেহকে করে ত্যজ্যতা, দেহস্থ পঞ্চ দেবতা,
পলায়ন করে দূর দেশে ॥ ৬১ ।।

রাজাবৃক্ষো মন্ত্রিণস্তস্যশাখা ভৃত্যঃ পর্ণোব্রাহ্মণস্তস্য মূলঃ।
তস্মাম্মূলো যত্নতো রক্ষণীয় শ্ছিন্নেমূলে নৈবশাখা ন পত্রং ॥৬২

রাজাবৃক্ষ সমজ্ঞান, মন্ত্রী শাখানিরূপণ,
ভৃত্যগণ পর্ণতুল্য হয়।
ব্রাহ্মণ রাজার মূল, দ্বিজে থাক অনুকূল,
প্রতিকূলে বিপদ নিশ্চয় ।।
মূলছিন্ন হলে পরে, শাখাপত্রে কি কায করে,
এইজন্য যত্ন সহকারে।
কদাচ নাহিংস তারে, বলি আমি যত্নকরে,
সযত্নেতে রক্ষা কর মূলে ॥৬২॥

অযোগ্যোহি ভবেদ্ যোগ্যঃ প্রভুনাস্থাপিতো যদি।
যথাতৃণময়ো বীরঃ কৃষি সংরক্ষণে ক্ষমঃ ॥৬৩ ॥

কার্য্যেতে যদ্যপি নর যোগ্য নাহি হয়।
প্রভুর কৃপায় মান্য হয় জগন্ময়।
[illegible]ময় নরাকৃতি কৃষিলোক করে।
শস্য রক্ষা ক্ষমতা তাহারে প্রদান করে ॥৬৩॥

মান্যা এবহিমান্যানাং মানং জানন্তি নেতরে।
শম্ভুর্দত্তে বিন্দুং মূর্দ্ধ্নি তমেবাত্তি বিধুন্তুদঃ ॥৬৪॥

মানির মান মানিগণ জানে নিরন্তর।
নাহি মান জানে মানির কদাচ ইতর ॥
ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সবিশেস।
চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করেন মহেশ ॥
সেই চন্দ্রে গ্রাসে দেখ দুষ্ট বিধুন্তুদ।
এইরূপ সাধুর পক্ষে ইতর কষ্টপ্রদঃ ॥৬৪॥

অহারিসীতা দশকন্ধরেণ বদ্ধঃপয়োধী রঘুনন্দনেন।
কুতো নপশ্যামি ইদং বিচিত্রং পরাপরাধেন পরাপমানং ॥৬৫॥

সীতাহরিল বারণ, সমুদ্রে সেতু বন্ধন,
করিলেন রামগুণ মণি।
অপরাধি একজন, দণ্ডপায় অপর জন,
এরূপ কোথায় নাহি শুনি।
বিচিত্র দেখি জগতে, একজনের অকার্যেতে,
একজন অপমান হয়।
মহতের এই কার্য্য হোল, কারে দোষ দিববল,
দেখি জীবের সর্ব্বদা সভয় ॥৬৫ ॥

সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি নভাষিতং।
বিপৎ সন্নিহিতাতস্য সনরঃ শত্রুনন্দনঃ ॥৬৬ ॥

হিতকারি সুহৃদের বাক্য নাহি শুনে।
মন যার থাকে নিত্য যথেষ্টাচরণে ॥
বিপৎ সন্নিহিত তার জানিহ নিশ্চয়।
সেই নরশত্রুর আনন্দ কর হয় ॥৬৬॥

সিংহব্যাঘ্র কুরঙ্গানা মন্যোযাং ক্রূরকর্ম্মণাং।
মনোরথা ন সিদ্ধ্যন্তি ততো জীবন্তিমানবাঃ ॥৬৭॥

সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভুজঙ্গ, আর যে আছে ক্রূরাঙ্গ,
সর্ব্বদা এই পৃথিবী মণ্ডলে।
তাদের বাঞ্ছা পূর্ণহলে, জীবশূন্য মহীতলে,
সৃষ্টি নাশ করে অবহেলে ॥৬৭॥

অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিশ্লেষ ভীরুণা।
না দৃষ্টেঽপি ন দৃষ্টেঽপি সজনাল্লভ্যতে শুভং ॥৬৮॥

অদর্শনে কষ্টহয়, দর্শনে বিচ্ছেদ ভয়,
উভয় পক্ষ মন্দ আমি দেখি।
অদর্শন দর্শন উভ, মম পক্ষে নহে শুভ,
কি আশ্রয়ে বল প্রাণ রাখি ॥ ৬৮ ॥

মতিপ্রদীপে সত্যর্কে সৎ সুতারা মনীন্দুষু।
বিনামে মৃগশাবাক্ষীং তমোভূতমিদং জগৎ ॥৬৯॥

দীপের প্রভাব আছে, আদিত্য উদয় হয়েচে,
তারা মণি ইন্দুর দীপ্তি আছে।
বিনা সেই মৃগ নয়না, পৃথিবী হয় অন্ধ সমা,
দিবা রাত্রি সমান হয়েছে ॥ ৬৯ ॥

মুক্তাহি যবয়ারক্তা নস্তুভ্রা মুক্তয়া যবা।
ভবেৎ পরগুণগ্রাহী মহীয়ানেব নাপরঃ ॥ ৭০॥

যবাপুষ্প সন্নিধানে যদি মুক্তা থাকে।
মুক্তারক্ত গুণ হয়ে সন্তোষে যবাকে ॥
কিন্তু যবা মুক্তার গুণ লভিতে না পারে।
মহৎ পরগুণ গ্রাহী না হয় অপরে ॥ ৭০॥

একোৎপত্তি প্রকৃতি ধবলৌ দ্বাবিমৌ শঙ্খচন্দ্রৌ
শম্ভুস্তাবদ্বিধুমতিশয়েনোত্তমাঙ্গেন ধত্তে শঙ্খস্তাবৎ
ক্রকর নিকরৈর্ভিদ্যতে শঙ্খকারৈঃ কোবা প্রায়ঃ
প্রকৃতিকুটিলো দুর্গতিং ন প্রয়াতি ॥ ৭১॥

এক জলনিধি হতে, শঙ্খ চন্দ্র উভয়েতে,
শুভ্রবর্ণ উদ্ভব হইল।
চন্দ্রে লয়ে শূলপাণি, মস্তকে রাখিল আনি,
উত্তমাঙ্গের ভূষণ করিল ॥
শঙ্খ লয়ে শঙ্খকারে, নানা অস্ত্রে ভেদ কোরে,
শঙ্খ আদি করে বিরচন।
যাহার বক্র প্রকৃতি, তার হয় এই গতি,
দুর্গতি তার কে করে খণ্ডন ॥৭১

উপাসনাচেম্মহতামুপাসনা যথা মনন্যাধিক মেতি মানবং।
রাজ্যার্থলাভায় ধ্রুবায় কেশবং স্বলোক মাখ্যাতি ত্রিপিষ্টপ
দর্শী ॥৭২॥

পৃথিবীতে যদি নিশ্চয় কর উপাসনা।
মহল্লোকের নিকটেতে করহ প্রার্থনা॥
প্রার্থনাতিরিক্ত দান মহৎ লোকে করে।
ইহার দৃষ্টান্ত কবি বলে সুবিচারে॥
রাজ্যপ্রাপ্তিজন্য ধ্রুব প্রার্থনা করিল।
স্বীয়লোক তারে হরি প্রদানকরিল॥ ৭২॥

আকারৈরীঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেনচ।
নেত্রবক্ত্র বিকারাভাং লক্ষ্যতে হন্তর্গতং মনঃ ॥৭৩

আকার ইঙ্গিত গতি চেষ্টা আর কথন।
নয়ন বিকার আস্যের বিকারকরণ॥
এই সর্ব্ব ব্যবহারে অন্তর্গত মর্ম্ম।
মন ইন্দ্রিয় দেখে অসতের কর্ম্ম॥ ৭৩॥

অধিগগণমনন্তা স্তারকাদীপ্তিভাজঃ।
প্রতিগৃহমপিদীপাদর্শয়ন্তি প্রভুত্বং।
দিশি দিশি বিলসন্তি ক্ষুদ্র ক্ষদ্যোতপোতাঃ।
সবিতরি পরিভূতেকিন্নুলোকে ব্যলোকি ॥৭৪॥

পদ্মকান্ত অস্তাচলে, দিবান্তে গমন করিলে,
হীনবলের দেখহ বৈভব।

গগণকে অধিকার করে, ভগণ প্রভা প্রদান করে,
আর এক দেখ অসম্ভব ॥
প্রদীপ স্বাধীন বলে, প্রতি গৃহে দীপ্তিদিলে,
লোক কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়।
খদ্যোত কীটের রঙ্গ, দিগ্বিদিকে কোরেসঙ্গ,
প্রভাদানে রত্নসম হয় ॥৭৪॥

খদ্যোতাঃ সলভেষু রত্নসদৃশাঃ কিন্তেসমাস্তারয়া।
তারাঃসন্তিসহস্রশঃ পুনরমূরিন্দোঃ সমানাঃকিমু।
ইন্দুশ্চন্দনবদ্দিনপতে রভ্যর্ণ্যআসাদিতো।
যাবন্নোত্তর দর্শনং ভবতিহি সর্ব্বং হি তাবন্মহৎ ॥ ৭৫॥

উত্তম অধম সৃষ্টি, যাবন্নাকরে দৃষ্টি,
তাবন্মহদ্দর্শন না হয়।
ইহার দৃষ্টান্ত গুণ, ক্রমে করি বিবরণ,
খদ্যোতগণ শোভে যেন রত্নময় ॥
প্রভা রত্ন তুল্য হলে, তারা সম নাহি বলে,
অপেক্ষাতে তারা দীপ্তি মতী।
সহস্র সহস্র তারা, প্রদীপ্ত হইলে তারা,
চন্দ্র সম না হয় প্রভাবতী ॥
যদ্যপি দীপ্তি সাগর, হয়ে আছেন শশধর,
সুবিখ্যাত এই ত্রিভুবনে।
চন্দ্রের প্রভাহনন, করেন সহস্রকিরণ,
চন্দন তুল্য সূর্য্য সন্নিধানে ॥ ৭৫॥

সৎপাত্রে সতিমধ্যস্থে দূরংযাতি বিরোধিতা।
স্থাল্যামন্তরবর্ত্তিন্যাং জলাগ্ন্যো বৈরিতা যথা॥ ৭৬॥

সজ্জন মধ্যস্থ হলে, বিরোধিতা দূরস্থলে,
গমন করে জানিহ নিশ্চয়।
ইহার দৃষ্টান্ত বলি, মধ্যস্থ হইয়া স্থালী,
জলাগ্নির বিরোধ করে ক্ষয়॥
অনল থাকি মহানসে, স্থালী স্থিতি মধ্যদেশে,
উপরিতে বারি স্থিতি করে।
সাধু মধ্যস্থ বিচারে, বৈরিভাব গেল দূরে,
প্রত্যক্ষেতে দেখে এসংসারে॥ ৭৬॥

অতিলঘুনিমধ্যস্থে গুণিন্যপি নাস্তি বিশ্বাসঃ।
বোধয়তি বেধকালং ভাবিত রণ্ডাবাড়িশিকং॥৭৭॥

মধ্যস্থ লঘু লইলে বিশেষ গুণজ্ঞ হলে,
বিশ্বাস না করে কদাচন।
ইহার দৃষ্টান্ত শুন, মৎসনরে বিলক্ষণ,
শত্রুভাব নিত্য আচরণ॥
মধ্যস্থ ইহাদের কাতা, গুণবান নির্ম্মলতা,
লঘুগুণে এই সে করিল।
বিচারেতে পক্ষপাতি, নাশিল মৎস সন্তুতি,
ত্রিলোক সে কলঙ্কে পূরিল॥ ৭৭

বহ্নে বৈরি সদা বারি ব্রহ্মণৈব বিনির্ম্মিতং।
তত্র সৎপাত্র মধ্যস্থো নানা ভোগায় কল্প্যতে॥৭৮॥

বারি সর্ব্বদা বহ্নির শত্রু এইটি ব্রহ্মা নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই শত্রুতাস্থলে একসং পাত্র মধ্যস্থ হইয়া নানা প্রকার উপভোগ দ্রব্য জন্মাইতেছেন ॥ ৭৮ ॥

দরিদ্রবৎ যশ্চিন্তুতে সদর্থান বদান্যবন্মুঞ্চতি সর্ব্বদাতান্।
নশ্যার্থ বন্ধায়তি বিস্মৃতার্থান্ সএব বিদ্যাং লভতে মনুষ্যঃ ॥৭৯

দরিদ্রের মত অর্থ সুচিন্তা করিবে।
দাতার মত সেই অর্থ বিতরণ করিবে ॥
বিস্মৃতও নষ্টার্থের সদা ত্যাজ্য কর।
বিদ্যালভে অনায়াসে সেই বংশধর ॥৭৯

যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবান্নায়ান্তি চাপদাঃ।
যাবন্নেন্দ্রিয় বৈকল্যং তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ৮০

যাবৎ পর্য্যন্ত দুঃখ না করে আশ্রয়।
যাবৎ পর্য্যন্ত আপদ না হয় নিশ্চয় ॥
যাবৎ পর্য্যন্ত বিকল না হয় ইন্দ্রিয়।
তাবৎ পর্য্যন্ত সমাচর সদাশ্রেয় ॥ ৮০

যদ্যপি বহুনাধীতং সংস্কারার্থং কিঞ্চিদধীয়ীত।
স্বগণঃ শ্বগণোমাভূৎং সকলং শকলং সকৃৎ শকৃৎ ॥৮১

যদ্যপি অধ্যয়ন বহু করিতে না পার।
কিঞ্চিৎ পড়িবে যাতে হইবে সংস্কার ॥
সংস্কার শূন্য নর অকর্ম্মণ্য হয়।
ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুনহ নিশ্চয় ॥

স্বজন লিপিতে আছে যে দন্ত সকার।
অজ্ঞানে যদি লেখে তালব্য শ তার ॥
স্বগণে কুকুরগণ হয় লিপি দোষে।
সমস্ত বাচক শব্দ দেখহ বিশেষে ॥
সকল তালব্যশয়ে কিঞ্চিদর্থ কয়।
সকৃৎ সবর্ণের দোষে পুরীষ নিশ্চয় ॥ ৮১ ॥

সহসা বিদধীত নক্রিয়া মবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।
বৃণুতেহি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেবসম্পদঃ ॥৮২॥

সহসা কিঞ্চিৎ কর্ম্ম না কর বিধান।
বিবেক শূন্য কর্ম্ম হন বিপত্তির স্থান ॥
বিবেচনা করি কর্ম্ম যেই নর করে।
স্বয়ং সম্পদ তারে ভজে সমাদরে ॥ ৮২ ॥

সাধুঃ সাধুময়ং পশ্যেৎ ক্রূরঃ ক্রূরময়ং জগৎ।
দর্পণেন যথোৎপন্নং স্বীয়মাকার মিচ্ছতি ॥ ৮৩

সাধুজন সাধুময় দেখে বিশ্বজনে।
ক্রূরজন ক্রূরময় দেখে দুনয়নে ॥
ইহার দৃষ্টান্ত দর্শে কর নিরীক্ষণ।
স্বভাব বিভাবান্বিত দেখহ আনন ॥৮৩॥

ত্রীণি স্থানানিঃ নিদ্রায়া স্বদারা পুস্তকং জপঃ।
ত্রীণি স্থানান্য নিদ্রায়া দুতোদ্বেগ পরস্ত্রিয়ঃ ॥৮৪॥

নিদ্রায় তৃতীয় স্থান বিধি নির্দ্দেশিত।
স্বদারা পুস্তক চিন্তা মন্ত্রে চিন্তাশক্ত ॥
নিদ্রা শূন্য তিন স্থান আছে ভয়ঙ্কর।
দূত পররমণী আর উদ্বেগ দুষ্কর ॥ ৮৪॥

আশ্রয়বশাদবশ্যং গুরুতা লঘুতাচ জায়তে জন্তোঃ।
বিন্ধে বিন্ধসমানাঃ করিণ স্তএব দর্পণে লঘবঃ ॥৮৫॥

আশ্রয় গুণেতে হয় গুরু লঘু জ্ঞান!
ইহার দৃষ্টান্ত এক শুনহ প্রমাণ ॥
বিন্ধ গিরি সন্নিধানে থাকে করিবর।
মহৎ বলিয়া গণ্য বিন্ধের দোসরঃ ॥
সেই হস্তিবরে দেখ দর্পণ ভিতরে।
করি সাবক তুল্য তারে আশ্রয়েতে করে ॥৮৫॥

আশ্রয়ামি যদি কল্প পাদপং, সোপিযাতি সহসাবকেশিতং।
মাদৃশাংনয়নকোণগোচরে নাগরোপি মরুভূমি সোদরঃ ॥ ৮৫॥

কল্পবৃক্ষ আমি যদি করি সমাশ্রয়।
অকর্ম্মণ্য হন তিনি জানিহ নিশ্চয় ॥
মম তুল্য মন্দ ভাগ্য যায় রত্নাকরে।
মরুভূমি তুল্য হয় অদৃষ্টেতে করে ॥৮৬॥

দন্তান্তঃ পরিলগ্নদুঃখদ কণানিঃ সার্য্যতে জিহ্বয়া।
তাংছেত্তু ভৃশমীহতেতু সরলাং দন্তাস্ত হন্তামুজাং ॥
আমুলা নিপতদন্তিনিবহা জিহ্বাচিরস্থায়িনী [illegible]নাঃ।
পতন্তি নিয়তং প্রায়ঃ প্রয়ান্তীদৃশীং ॥৮৬॥

যদ্যপি দুঃখদকণা দন্তে মগ্ন হয়।
নিঃসারণ জন্য জিহ্বা অতি চেষ্টা পায়॥
সরলা জিহ্বাকে যত্নে পেলে দন্ত পাতি।
অম্বুজ হইয়া জিহ্বা ছেদে দুষ্টমতি॥
এই দোষে দন্তগণের সমূলে পতন।
চিরস্থায়ী জিহ্বা সুখে করে কাল যাপন॥
অতএব মিত্রত্ব কঠিন যে হইবে।
দন্তের সমান গতি সে জন লভিবে॥৮৭॥

সর্ব্বস্বদং বলিমধো নয়সিচ্ছলেন প্রাণাধিকাং জনকজাং বিপিনে জহাসি। উৎপাদ্য যাদবকুলং স্বয়মেবহংসি কস্ত্বাং স্মরেৎ যদিকালভয়ং নচাস্তি॥৮৭॥

সর্ব্বস্বদ বলিকে পাঠালে রসাতলে।
সতীনারী সীতারে বনেতে পাঠালে।
আপনি যাদবকুল করিয়া উদ্ভব।
বিচ্ছেদ ঘটায়ে নষ্ট করিলে মাধব।
কালভয় ক্ষিতিমধ্যে যদিনা থাকিত।
কোন ভক্তজন নাহি তোমারে ভজিত॥৮৮॥

যশস্করে কর্ম্মণি মিত্রসংগ্রহে প্রিয়াসু নারীষু ধনেষু বন্ধুষু। কৃতোদ্বিবাহে ব্যসনে রিপৌক্ষয়ে ধনক্ষয়োৎস্টাষু নমন্য তেবুধৈঃ॥৮৯॥

যশোবৃদ্ধি কর্ম্মে আর সুমিত্র মিলনে।
প্রিয়নারী জন্য বৃত্তহীন বন্ধুজনে॥

ক্রিয়া কাণ্ডে দেখ আর বিবাহ কর্ম্মেতে।
ব্যসন রিপুক্ষয় এই নির্দ্দিষ্ট অষ্টেতে ॥
প্রচুর অর্থ নষ্ট হলেও নাহি নষ্টগণ্য।
বরঞ্চ সমাজেতে হন তিনি মহামান্য॥ ৮৮ ॥

জলবিন্দু নিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।
সহেতুঃ সর্ব্ব বিদ্যানাং ধর্ম্মস্যচ ধনস্যচ ॥৮৯ ॥

জল বিন্দুপাতে ঘটক্রমে পূর্ণ হয়।
সেই রূপ সর্ব্ববিদ্যা ক্রমেতে জন্মায় ॥
ধর্ম্ম ও ধনের বৃদ্ধি হয় যে ক্রমেতে।
এক কালে সর্ব্ব নাহি জন্মে কোনমতে ॥৮৯ ॥

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজল লবকণিকা পীতা।
সকৃদপিযস্য মুরারি সমর্চ্চা তস্য নকরোতিযমোপিচর্চ্চাং॥৯০॥

ভগবদ্গীতা পাঠন, গঙ্গাম্বু কণা ভক্ষণ,
এক বার যে পূজে নারায়ণে ॥
ভূতলাদি ত্রিভুবনে, সকলে তাহারে মানে,
যম তার না থাকে ভজনে ॥ ৯০ ॥

গীতা গঙ্গাচ গায়ত্রী তুলসী সাধুসংগতিঃ।।
অশ্বত্থ কপিলা গৌশ্চ সপ্ত নৌকাঃ কলৌযুগে ॥৯১ ॥

গীতা গঙ্গা আর গায়ত্রী, তুলসী সাধুসংগতি,
অশ্বত্থ আর কপিলা গোদান।

এই যে গণিত সপ্ত, কলি যুগে আছে ব্যক্ত,
ভক্তে করে চতুর্ব্বর্গ দান ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণোঽন্যোযদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতি ॥ ৯২ ॥

এক কৃষ্ণ হন বসুদেবের নন্দন।
আর এক কৃষ্ণ শ্রীনন্দের নন্দন ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন হন অংশের আকর।
বৃন্দাবন ত্যজি নাহি যান স্থানান্তর ॥ ৯২॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমেভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যোপহৃত মশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ ॥ ৯৩ ॥

পত্র পুষ্প ফলবারি, যে দান করে যত্ন করি,
ভক্তি করে এই ত্রিভুবনে।
উপ ভোগ করি সকল, তাহারে দিই মুক্তিফল,
অন্তে থাকে মম সন্নিধানে ॥ ৯৩ ॥

একঃ কোপি মহীধরোলঘূদরো দোর্ভ্যাং ধৃতোলীলয়া।
তেনত্বং দিবি ভূতলেচ বিদিত গোবর্দ্ধনো ধারকঃ।
ত্বাং ত্রৈলোক্যবহং বহামি কুচয়োরগ্রে সদাপুষ্পবৎ।
কিন্তে কেশব জল্পায়তে বেহুনা পুণ্যে র্যশোলভ্যতে ॥৯৪॥

রাধা বলে শুন হরি, তুমি হেনাথ বাহুকরি,
হেলাক্রমে গিরি ধারণ করে।
গোবর্দ্ধন ধারি নাম, লভিলেহে ঘনশ্যাম,

ভুবি দিবি রসাত্রিসংসারে ॥
ত্রৈলোক্যধারি যে তুমি, তোমাকে ধারণ আমি,
কুচাগ্রেতে করি পুষ্পমানে।
আমারে কৃষ্ণধারিণী, কেহ নাহি বলে শুনি,
এতে ক্ষুণ্ণ আছি মনে মনে ॥
কিবল তোমার পুণ্যফলে, অতি লঘু কর্ম্ম ফলে,
যশে পূর্ণ করিলে মেদিনী।
আমাদের নাই পুণ্যবল, সেই জন্য লোক সকল,
নাহি বলে শ্রীকৃষ্ণ ধারিণী ॥ ৯৪ ॥

সংতপ্তায়সি সংস্থিতস্য পয়সো নামাপি নঙ্গায়তে।
মুক্তাকারতয়া তদেব ললিনীপত্রে, স্থিতং রাজতে
প্রায়ে নাধম মধ্যমোত্তমগুণঃ সংসর্গতো লভ্যতে ॥ ৯৫ ॥

সম্যক্ তপ্ত যে অয়স, তাতে স্থিত যে পয়স,
নাম জ্ঞান তার নাহি হয়।
আমার দেখ সেই বারি, পদ্মপত্রে স্থিতি করি,
মুক্তাসম দৃশ্য সুনিশ্চয় ॥
এই রূপ অধম মধ্যম, ক্রমান্বয়েতে উত্তম,
সংসর্গ যার, হয় নিরন্তর।
সংসর্গের গুণগণ, তারে করে আক্রমণ,
হীনোত্তমের সংসর্গ আকর ॥ ৯৫ ॥

উৎকৃষ্ট মধ্যম জঘন্য জনেষু মৈত্রী।
যদ্বচ্ছিলাসু শিকতাসু জলেষু রেখা
বৈরং ক্রমাদধম মধ্যম সজ্জনেষু,
যদ্বাচ্ছলাসু শিকতাসু জনেষু রেখা ।। ৯৬ ॥

উত্তম মধ্যম আর জঘন্য জনেতে।
মৈত্রেতা বলি তার শুন দৃষ্টান্তেতে ॥
উত্তমের মিত্রতা হয় শিলাতে লিখন।
কদাচ সে মিত্রতার না হয় ভঞ্জন ॥
মধ্যম সহ মিত্রতা ভাব বালিতে লিখন।
সহজেতে সে বন্ধুতা হয় যে খণ্ডন ॥
যদ্যপি অধম সহ ঘটয়ে মিত্রতা।
জলেতে রেখার তুল্য সদা অস্থিরতা ॥
এই রূপ শত্রুতা জানিহ সুনিশ্চয়।
সাধু সহ শত্রুতা হয় জল রেখার ন্যায় ॥
মধ্যম জনের সহ হয় যে শত্রুতা।
বালির রেখার ন্যায় যেন অস্থিতা ॥
জঘন্য জনের সহ শত্রুতা দুষ্কর।
প্রস্তরেতে লিপি তুল্য থাকে নিরন্তর ॥ ৯৬ ॥

গুরুজন নয়নেষু দেহিনিদ্রাং ত্বরিতমিহান্ত মুপৈতিপদ্মবন্ধুঃ।
ইতি বদতি মনোভবাভিতপ্তা চিরসময়াদগত বল্লভা-
মৃগাক্ষী ॥ ৯৭ ॥

বহু দিন পরে নাথ, আসি গৃহে উপস্থিত:
কন্দর্পেতে কাতর হয়ে বলে।
শুন ওহে পদ্ম বন্ধু, এসেছেন্ অভাগীর বন্ধু,
শীঘ্র করি যাও অস্তাচলে ॥
গুরুজন আছেন যত, তাঁহাদের নয়ন গত,
নিদ্রা দেবী হয়মাউদ্ভব।
না হয় বিনা অপরাধে, আমায়্ দেখ প্রাণে বধে,
কুসুমশরে দুষ্ট মনোভব ॥ ৯৭ ॥

অয়ি বিধুং পরিপৃচ্ছ গুরোঃকুতঃ স্ফুটমশিক্ষ্যত।
দাহবদান্যত ক্লপিত শম্ভু গলাদ্গারলাত্ত্বয় কিমুদধৌ
জড়বা বাড়বানলং ॥ ৯৮ ॥

শশি কিরণে সংতপ্তা, হইয়া কুলবনিতা,
ক্রোধাশক্তে বলে স্ব সখিরে।
সখি জিজ্ঞাস বিধুকে, দাহ শক্তি আদ্যতাকে
শীক্ষাদান করিল তোমারে।
শম্ভু গলস্থ গরল, সেই গুরু কি শীক্ষাদিল,
কিম্বা সিন্ধু স্থিত বাড়বাগ্নি।
যে জন তোমায় শিক্ষা দাতা, প্রকাশ করি এই বার্তা,
বল শশি সবিশেষ শুনি ॥ ৯৮ ॥

যদাযদা দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং ধনুর্দ্ধরং মধ্যম পাণ্ডবং রণে।
গদাগ্র হস্তং ভ্রমিতং বৃকোদরং তদাতদা দাস্তসি সর্ব্ব-
মেদিনীং ॥ ৯৯ ॥

কপিধ্বজ সুবিমান; পার্থ করি আরোহণ;
রণস্থলে যখন দেখিবে।
গদাহস্ত বৃকোদর, বলে করিবে সমর,
লক্ষ লক্ষ বীরে সংহারিবে।
তখন দিবে মেদিনী, শুনহ আমার বাণী,
সত্যকরে বলিলাম তোমারে।
এখন অংশ দিবে কেন, এই কথা নারায়ণ,
বলি যান বিরাট নগরে ॥ ৯৯ ॥

অযোধ্যা মথুরামায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা,
পুরীদ্বার বতীচৈব সপ্তেতা মোক্ষ দায়িকাঃ ॥ ১০০ ॥

অযোধ্যা মথুরা স্থান, মায়াকাশী কাঞ্চীধাম:
অবন্তিকা দ্বারবতী পুরি।
অন্যযত আছেতীর্থ, পৃথিবী মধ্যে পবিত্র;
এই সপ্তমুক্তি প্রদান কারি ॥ ১০০ ॥

মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতি বাদিনং।
বৎসংগৌরিব গৌরীশো ধাবন্ত মনুধাবতি ॥১০১ ॥

মহাদেব মহাদেব মহাদেব বাণী।
যে জনের মুখেআমি সর্ব্বক্ষণ শুনি ॥
তারেরক্ষা মহাদেব করেন সর্ব্বকাল।
যায় গোবৎসের পশ্চাৎ যেমন গোসকল ॥ ১০১ ॥

শিবঃ কাশী শিবঃ কাশী কাশা কাশী শিবঃ শিবঃ
ইতি ব্যাহরতো নিত্যং কাশীবাস ফলংলভেৎ ॥১০২॥

শিবকাশী এই বাণী, যে জনের মুখে শুনি,
পুণ্য তার কি কহিব বল।
এই কথনের ফলে, বেদাগমে শাস্ত্রে বলে,
হয় তার কাশীবাস ফল ॥ ১০২ ॥

পরবৃত্ত জিহীর্ষয়াপ্রবর্ত্ত পিশুনস্তু স্বয়মেব নাশমেতি।
সুলভঃ শলভস্য কিন্নুদাহঃ পৃথুদীপ গ্রসনায় জিহ্বিতস্য ॥১০৩॥

পরের উৎকৃষ্টদেখে যেবা কাতরহয়।
সেই খলের নাশ শাস্ত্রে জানিহ নিশ্চয় ॥
এহার দৃষ্টান্ত এক করহ শ্রবণ।
শলফ দেখিয়া দীপের স্থূল সু কিরণ ॥
নষ্ট করিবারে যায় অতি দর্প করে।
নিজকর্ম্ম দোষে খল দগ্ধ হয়েমরে ॥ ১০৩ ॥

খলে খলে দৃঢ় প্রীতি র্ন প্রীতি সুজনে খলে।
শনি রিক্তা সিদ্ধি যোগাশনৌ পূর্ণাচ পাপদা ॥ ১০৪ ॥

খলে খলে প্রীতি হয় অতি মনোহর।
সুজনে খলেতে নাহি হয়প্রীতিকর ॥
এহার দৃষ্টান্ত দেখ যদি শনিবারে।
রিক্তাযোগে সিদ্ধিযোগ জ্যোতিষেতে বলে ॥১০৪॥

মৎসত্তক্ষ নিরাতঙ্কঃ কথং মজ্জসি সাগরে।
ইয়ংহি জাঠরীকাকু রাকুলী কুরুতেন কং॥ ১০৫॥

মৎ সরঙ্ক নিরাতঙ্ক হয়ে কিপ্রকারে।
মগ্ন হয় দেখি তোমায় সমুদ্র ভিতরে॥
উত্তরদিতেছে তাকে মৎসরঙ্ক পাখি।
জঠরাগ্নি ব্যাকুল না করে কারে দেখি ॥১০৫॥

ইয়ং স্বর্ণপুরীলঙ্কা নমে লক্ষ্মণরোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥১০৬॥

এইযে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী, নাহি হয় প্রীতিকারী,
শুন লক্ষ্মণ বলি ভাই তোমারে।
জননী আর জন্মভূমি, স্বর্গাপেক্ষ মান্য আমি'
মানি গুরুতুল্য এসংসারে ॥১০৬॥

নবিদ্যয়া নৈব কুলেন গৌরবং জনানুরাগো ধনিকেষু কেবলং। কপালিনা মৌলিধৃতাপি জাহ্নবী প্রয়াতি রত্নাকরমেব সাদরং ॥১০৭ ॥

বিদ্যাদ্বারা ধনদ্বারা, নাহি হয় মান্যবরা,
মান্য হয় মাত্র অর্থহতে!
এহার দৃষ্টান্ত শুন, গঙ্গা লয়ে ত্রিলোচন,
স্থানদিলেন মস্তক জটাতে॥
কুলেমানে সদাশিব, গুনের কথা কিবলিব,
অন্ত যার নাপান দেবগণ।

সেই শিবে ত্যাগকরে, সঙ্গত হন রত্নাকরে,
ত্রিলোক বাসি দেখে সর্ব্বজন ॥ ১০৭ ॥

গবাংসর্পিঃ শরীরস্থং নকরোত্যঙ্গ পোষণং,
নিঃ স্বতংকর্ম্ম সংযুক্তং পুনস্তাসাং মহৌষধং ॥১০৮॥

গাভিগণের দেহেতে যেরূপ দুগ্ধস্থিত।
অঙ্গপুষ্টি নাহি করে বিনা বিনিঃ স্বত ॥
ক্রিয়াযোগে নিঃস্বত হইয়া পুনর্দুগ্ধ।
ঘৃতরূপে গোসমূহের হয় মহৌষধ ॥১০৮ ॥

এবং সহি শরীরস্থঃ সর্পির্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনাচোপাশনাদেব নকরোতি হিতংনৃযু ॥ ১০৯॥

দুগ্ধের ন্যায় পরমেশ্বর সর্ব্ব দেহস্থিত।
উপাসনা ভিন্ন কভু নাহি করে হিত ॥
এই জন্য শুন নর একাগ্র মনেতে।
উপাসনা কর ফল পাবে প্রত্যক্ষেতে ॥ ১০৯ ॥

অধীত্য শাস্ত্রাণি ভবন্তিমূর্খা, যস্তুক্রিয়াবান্ পুরুষঃ সবিদ্বান্।
সুসেবিতং চৌষধমাতুরাণাং ননামমাত্রেণ করোত্যরোগং ॥১১০

বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন যদি করে নর।
ক্রিয়াহীন হলে নাহি হয় মান্যবর ॥
সেব্য বিনির্মুখ যে রূপ ঔষধ প্রচয়।
স্মরণ মাত্রেতে নাহি হয় রোগক্ষয় ॥ ১১০ ॥

অহোমহত্বং মহতামপূর্ব্বং বিপত্তিকালেপি পরোপকারং।
যথাস্যমধ্যে পতিতোপিরাহোঃ কলানিধিঃ পুণ্যচয়ংদদাতি॥১১১

মহতের কি মহত্ত্ব, জগতে আছে বিখ্যাত,
বিপদ্‌কালে পরের করে ভাল।
রাহু আস্যমধ্যগত, হয়ে দেখ সুধানাথ,
পুণ্যভূমি করেন ভূমণ্ডল॥ ১১১॥

অগ্নিপ্রদা মারুতনাশিনীচ শুক্র প্রদাশোনিত বর্দ্ধিনীচ।
ব্যায়ামহন্ত্রী কফ পিত্তহানি বার্ত্তাকুরেষা গুণসপ্তযুক্তা॥১১২

অগ্নিমন্দ বিনাশিনী, বায়ু রোগ সংহারিণী,
শুক্ররক্ত প্রবৃদ্ধি কারিণী।
ব্যায়াম হননকর্ত্রি, কফ পিত্ত সুসংহর্ত্রী,
গুণসপ্ত বার্ত্তাকু ধারিণী॥ ১১২॥

অনেক গুনবানপি পুংসাং দোষেণৈকেন নিন্দিতোভবতি।
সর্ব্বরসায়ন সহিতো গন্ধেনোগ্রেণ লশুন ইব॥ ১১৩

অনেক গুণ থাকিলে, একটী দোষের ফলে,
সর্ব্বগুণ হয় অন্তর্হিত।
এহার দৃষ্টান্ত শুন, রসপূর্ণ যে লশুন,
গন্ধ দোষে হইল রহিত॥ ১১৩॥

একোহিদোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোরিতি যোবভাষে,
এতন্নদৃষ্টং কবিনাপিতেন দারিদ্র্যমেকং গুণরাশি নাশি॥১১৪॥

বহুগুণ সন্নিধানে এক দোষ থাকে।

সেই দোষ মগ্নচন্দ্রে কবিগণ দেখে ॥
এই কথা যে পণ্ডিত বলে যত্নকরে।
দারিদ্র দোষ গুণনাশে নাহিক সে হেরে ॥ ১১৪ ॥

বেদং বেদ নকোপি ভূধরদরীলীনা মুনীনাং গিরঃ।
স্বচ্ছং ম্লেচ্ছমতং জনাস্তদনুগা কানাম ধর্ম্মক্রিয়া ॥
হৃদ্যং মদ্যমতীব বার বনিতা সেব্যা নগুর্ব্বাদয়ঃ কিং কার্য্যং।
পরিশিষ্টমস্তি ভবতো জানামি নাহংকলে ॥ ১১৫ ॥

শুনেনা বেদশ্রবণে, মুনিবাক্য নাহিমানে,
ম্লেচ্ছমত জানিবে সকলে।
লোক ম্লেচ্ছের অনুগত. অধর্ম্মেতে সদারত,
মদ্যপায়ী পুর্ণএভারতে।
বেশ্যাসেবা ইষ্টজ্ঞানে, গুরুগণে নাহিমানে,
অকর্ম্ম করণে সদামন।
এর পর আর কি পূর্ণ, আছে কলি তবকর্ম্ম,
বলদেখিশুনিব শ্রবণে ॥ ১১৫ ॥

দারুঃ কল্পতরুঃ সুমেরু রচলশ্চিন্তামণিঃ প্রস্তরঃ।
সূর্য্যস্তীক্ষ্ণকরোবলি দিতিসূনুঃ শক্রঃ পরস্ত্রীরতঃ
সর্ব্বে দোষ সমন্বিতা ভুবিসদা কেনোপমা দীয়তে ॥১১৬ ॥

কল্পবৃক্ষ কাষ্ঠময়, সুমেরু অচলহয়,
চিন্তামণি প্রস্তর ময়ে শক্র।
তীক্ষ্ণ করহন ভানু, বলিহন দিতিসুনু,

শক্র সদা পরস্ত্রীতে রত ॥
এই রূপ দোষগ্রস্ত, ত্রিলোক বাসি সমস্ত,
দোষ হীন নাহি ত্রিজগতে।
উপমা কাহায় দিব, সকলে দোষ উদ্ভব,
বিচার করি দেখ একচিত্তে ॥ ১১৬ ॥

বৃহদ্ব্যয় সহস্রাণি দ্বারি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা।
পিষঙ্গলাতু সুখংযাতু নিত্যমস্তু পিলিঃ পিলা ॥১১৭ ॥

দ্বারেতে সহস্র অশ্ব, তব বশীভূত বিশ্ব,
সর্ব্বাপদে শান্তি যুক্ত হয়।
লক্ষ্মীসদা স্থিরা থাকি, তোমায় কৃপা দৃষ্টি রাখি
সদা তোমার করুন সু সময় ॥১১৭ ॥

উদয়ে সবিতা তাম্রে তাম্রে বাস্ততমেপিচ।
সম্পত্ত্যস্মা দ্বিপত্ত্যস্মা স্মহত্তামেক রূপতঃ ॥১১৮ ॥

উদয়েতে তাম্রময়, অস্তে সেইরূপ নিশ্চয়,
সূর্য্য দেব দেখ প্রত্যক্ষেতে।
যে রূপ দেখ বিপদে, তদ্রূপ আছেন সম্পদে,
অবসন্ন নাহি মহত্বেতে ॥১১৮ ॥

মহত্তামাপদোনিত্যং মহতামেব সম্পদঃ।
ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে শ্চন্দ্রো নপুন স্তারকাদয়ঃ ॥১১৯ ॥

নিত্য মহতের আপদ, তদ্রূপ যেন সম্পদ,
দৃষ্টান্ত এর দেখ প্রত্যক্ষেতে।

শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষদ্বয়, চন্দ্রে বৃদ্ধি করে ক্ষয়,
নিরাপদ দেখ নক্ষত্রেতে ॥১১৯॥

কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ কালিকাস্যা দ্রাম মূর্ত্তিস্তু তারিণী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যা দ্বামনো ভুবনেশ্বরী।
জামদগ্ন্যঃ সুন্দরীস্যা ন্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ।
বগলা কূর্ম্ম মূর্ত্তিঃ স্যাৎ বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মী ভর্বেদ্বুদ্ধো দুর্গাস্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
তস্মাদ্ভেদো নকর্ত্তব্যো ভেদেচ নরকং ব্রজেৎ॥ ১২০॥

কালি শ্রীকৃষ্ণরূপিণী, রামমূর্ত্তি হনতারিণী,
ছিন্নমস্তা নৃসিংহাবতার।
ভুবনেশ্বরী বামন, সুন্দরী পরশুরাম,
ধূমাবতী মীন রূপধর॥
কূর্ম্মরূপ বগলা দেবী, বলভদ্র হন ভৈরবী,
মহালক্ষ্মীবুদ্ধেতে প্রকাশ।
কল্কিরূপে দুর্গাশক্তি, জীবগণে দেন মুক্তি,
কালি সাক্ষ্যাৎ ভগবতি হন॥
কৃষ্ণসাক্ষ্যাতি ঈশ্বর, প্রভেদ কথন ভয়ঙ্কর,
প্রকৃতি পুরুষে কদাচন।
যিনি দেবী তিনি দেব, নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্ব,
প্রভেদ ফলে নরকে গমন॥ ১২০॥

দুর্গাদুর্গেতি বাণীং প্রসরতি সহসা যস্য বক্ত্রে কদাপি.
কিংব্রুমস্তস্য ভাগ্যং প্রমথ গণপতিঃ সাবধানো যদর্থং।
কৃত্বাঙ্কে পাতিনিত্যং সুতমিব কমলা তঞ্চনারায়ণোপি
ব্রহ্মাশীর্ব্বাদমুচ্চৈ নিরবধি কুরুতে স্বস্তিবাক্যং যমোপি॥১২১॥

দুর্গা দুর্গা এই বাণি, প্রসরণ সহসা শুনি,
যে নরের আনন হইতে।
তারভাগ্য কি কহিব, তারে রক্ষাকরেন শিব,
সাবধানে সর্ব্বদা যত্নেতে॥
কমলা কমলাপতি, অঙ্কেলয়ে প্রজাপতি,
পুত্রতুল্য রক্ষাকরেন্ তারে।
আশীর্ব্বাদ অনুপম, প্রদানকরেন তারেযম,
মান্যহয় ধরণীভিতরে॥ ১২১॥

দুর্গে দৈত্যেমহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি
রোগেশোকেচ মরণে দুঃ শব্দোহন্তি বাচকঃ
এতান্বৈহন্ত যাদেবী সাদুর্গেত্যবিধীয়তে॥ ১২২॥

দুর্গম আর দৈত্যকুল মহাবিঘ্ন ভয়ে।
ভববন্ধ কুকর্ম্ম আর রোগান্বিত হয়ে॥
শোকে মরণেতে যেবা দুর্গানামবলে।
উক্তদোষ হন্ত্রীজন্য দুর্গাভুমণ্ডলে॥ ১২২॥

নসা সভায়ত্র নসন্তিবৃদ্ধা বৃদ্ধানতে যে-ন্ বদন্তি ধর্ম্মং
ধর্ম্মশ্চ নয়ত্র নসত্যমস্তি। সত্যংনতৎ যচ্ছল মভ্যুপৈতি॥১২৩

সত্যহীন সভা নহে সভামধ্যে গণ্য,
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বাদী বৃদ্ধ নহে মান্য।
সত্যহীন ধর্ম্ম নহে ধর্ম্ম মধ্যে গণি,
সত্যবলি তারে যাতে ছল নাহি শুনি। ১২৩ ॥

দুর্গাত্তারয়তে দুর্গে তেনদুর্গাস্মৃতাজনৈঃ
শরণং মেভবদুর্গে শরণাগত বৎসলে॥ ১২৪ ॥

দুর্গম হইতেত্রাণ কর গিরিসুতে।
এইহেতু দুর্গাতোমায় বলে ত্রিজগতে॥
নিয়ত আছিমা আমি হয়ে নিরাশ্রয়।
অকৃতি সন্তানে দুর্গে দেহি পদাশ্রয় ॥১২৪ ॥

তারিণী সুন্দরী কালী দুর্গাচ ভৈরবীতথা।
ভুবনেশী মহালক্ষ্মী স্তাসাং দুর্গেতিনামবৈ॥ ১২৫ ॥

আদ্যাশক্তির নামহয় তারিনী সুন্দরী।
ভৈরবী আর মহা লক্ষ্মী ভুবন ঈশ্বরী॥
সকলের নামদুর্গা প্রধান জানিবে।
যে নাম স্মরণ ফলে মুক্তিলাভ হবে॥ ১২৫ ॥

দুর্গেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং যস্য চেতসি বর্ত্ততে।
সমুক্তো দেবি সংসারাৎ সমনুষ্যঃ সুরৈরপি॥ ১২৬ ॥

দুর্গা এইদ্ব্যক্ষর মন্ত্রথাকে যারচিত্তে,
সেইনর মুক্তহয় সংসার হইতে,
সেই নর ধন্য হয় পৃথিবী মণ্ডলে।

প্রশংসা তাহার করে দেবতা সকলে ॥ ১২৬ ॥

সকিংপুমান্‌যোন গুণৈরলঙ্কৃতো নতেগুণা যে জনয়ন্তি নযশঃ
নতদ্‌যশো যত্ত্ব বুধৈর্নগীয়তে নতেবুধাঃ সংস্তুনযেযু রাগিণঃ ॥১২৭

সেই পুরুষ বৃথাহয় গুণহীন হলে।
গুণ বৃথা হয় যদি যশনা জন্মালে।
মিথ্যাযশ যেন যে যশ নাগায় পণ্ডিত।
পণ্ডিত না হয় যেজন সংযুক্তি রহিত ॥ ১২৭ ॥

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্রং পরমাঞ্জনং।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষ্যতে ॥ ১২৮ ॥

সম্পত্তি মদেতে মত্ত হয়ে অসজ্জন;
চক্ষুতে পরয়ে সদা দারিদ্র অঞ্জন।
ত্রিলোক নিবাসি যত আছে ধনবান্‌
সকলে দেখেন সদা আপন সমান ॥ ১২৮ ॥

অন্যদা ভুষণং পুংসঃ ক্ষমালজ্জেব যোষিতঃ।
পরাক্রমঃ পরিভবে বৈজাত্যং সুরতেষ্বিব ॥ ১২৯

ক্ষমা লজ্জা যোষিতের গুণ হয় যেমন।
পুরুষের এভিন্ন এক আছে অভরণ ॥
পরিভবে মহাসাহস প্রকাশ করিবে।
বৈজাত্য সুরত কর্ম্মে সর্ব্বদা বাঞ্ছিবে ॥ ১২৯ ॥

যস্য সাংসারিকাচিন্তা চিন্তাচিন্তামণেঃ কুতঃ।
স্তুযিবচঃ শিরঃ কম্পঃ স্বশিরো মণি ধারণং ॥ ১৩০ ॥

সংসার চিন্তাতে মগ্ন থাকে যে মনুষ্য।
চিন্তামণি কদাচ তার হয় না উপাস্য॥
যে নরের মস্তক সদা হয় বিকম্পন।
তার নাহি হয় শিরোমণির ধারণ॥ ১৩০॥

তাবন্মহত্তাং মহত্বং যাবৎ কমপি নযাচতে কিঞ্চিৎ।
বলি রেভিযাচন সময়ে শ্রীপতিরপি বামনতাং গতবান্॥১৩১॥

কোন ব্যক্তি সন্নিধানে যাচন করনা,
যাচঞা করিলে লোকের মহত্ব থাকেনা।
এহার দৃষ্টান্ত শুন মনোযোগ করি,
বলি সন্নিধানে যাচন করেন শ্রীহরি।
বামনরূপে অবতীর্ণ হয়ে গোলকপতি,
যাচঞা কারণ জন্য হন খর্ব্বাকৃতি॥ ১৩১॥

দৌর্জন্যং সহসাভিষেক সময়ে নিত্যং বিমাত্রাকৃতং
তাতাজ্ঞাপি রহোবিসৃজ্য নগরীং বাসঃ কৃতঃ কাননে
ভার্য্যা দুর্জয় রাবণেন বলিনা নীতাপিদূর স্থলে
নজানে লিখিতা বিদগ্ধ বিধিনা ভালে কিমন্যালিপিঃ॥১৩২॥

রাজ্যাভিষিক্ত সময়ে, বিমাতৃ বাক্য প্রচয়ে,
পিতৃ আজ্ঞা পালন কারণ।
অযোধ্যাতু ত্যাজ্যকরি, অরণ্যে গমন করি,
সদা বনে করি পর্য্যটন॥
বনে বিপদ্ ঘটিল, জানকী হরে রাবণ,

লইয়া রাখিল বহু ক্লেশে।
দুঃখে বলেন রঘুনিধি, অন্য আর কি আছে বিধি
ঘটাবেন মম ভাল দেশে ॥ ১৩২ ॥

ক্বচিদ্ভূমৌশয্যা কচিদপিচপর্য্যঙ্ক শয়নং ক্বচিচ্ছাকাহারী ক্বচিদপিচ শাল্যোদন রুচি;। ক্বচিৎ কান্থাধারী ক্বচিদপিচ দিব্যাম্বরধরো; মনস্বী কার্য্যার্থী গণয়তি নদুঃখং নচসুখং ॥১৩৩॥

সংসার প্রবাহদেখি, কদাচ না হয় দুঃখি,
সুখীহলে অস্থির নাহবে।
সংসারের গতিশুন, কখন ভূমিআসন,
কখনবা পালঙ্গে থাকিবে ॥
কখন শাক ভোজন করি, জাইবে দিবাশর্ব্বরী,
শাল্যোদন ভোজন করিবে।
কখন কান্থাধারণে, কভুবা দিব্যবসনে,
এই রূপে কালাতিপাৎ হবে ॥ ১৩৩ ॥

ক্বচিদ্বীণা বাদ্যং ক্বচিদপিচহাহেতি রুদিতং ক্বচিন্নার্য্যোরম্যাঃ ক্বচিদপি গলদ্ কুষ্ঠ বপুষ; ক্বচিদ্বিদ্বদেগাষ্ঠিঃ ক্বচিদপিচসুরামত্তকলহো নজানে সংসারং কিমমৃতময়ং- কিং বিষময়ং ॥ ১৩৪ ॥

সংসার প্রবাহ নানারূপে শোভাপায়;।
কোথায় বীণারধ্বনি রোদন কোথায় ॥
কোনস্থানে মনোহর কামিনী রয়েছে।

কোনস্থানে গলদকুষ্ঠে মনুষ্য পচিছে ॥
কোনস্থানে পণ্ডিতের মনোহর শোভা।
মদ্যপানে কালাতিপাৎ করিছে দুর্ভাগা ॥
এইজন্য বলিসবে করহশ্রবণঃ
বিষময় কি অমৃতময় নাহি হয় জ্ঞান ॥১৩৪ ॥

প্রাজাপত্যব্রতে যাদৃক্ তথাচান্দ্রায়ণব্রতে।
একাদশ্যাপবাসেন কোটিসংখ্যেনযৎ ফলং ॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশ্যাং কাশ্যাং শম্ভুপ্রপূজনাৎ।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা তীর্থেচ পুরুষোত্তমে ॥
কামরূপে মহামায়াং কামাখ্যাং যোনিমণ্ডলে।
পূজয়িত্বা ফলং যাদৃক্ দুর্গানাম ততোধিকং ॥ ১৩৫ ॥

প্রাজাপত্য ব্রতে যেরূপ ফলের উৎপত্তি।
চান্দ্রায়ণ ব্রতে যেরূপ হয় ফল প্রাপ্তি ॥
পুণ্য যেরূপ হয় একাদশী উপবাসে।
শিবচতুর্দ্দশীর ফল যেরূপ প্রকাশে ॥
কাশিতে যেরূপ ফল শিবপূজায় হয়।
রথারূঢ় বামন দৃষ্টির ফলোদয় ॥
কামরূপে মহামায়া দেবীকে পূজনে।
কামাখ্যাতে কামরূপায় সম্যক অর্চ্চনে ॥
যত ফলোদয় আছে শাস্ত্রের শাসনে।
ততোধিক ফল জন্মে এক দুর্গানামে ॥ ১৩৫ ॥

যামাসাদ্য বিধীয়ন্তে হরিহরব্রহ্মাদিভি দৈবতৈঃ স্বীয়ংস্বীয়-
মতীব দুষ্করতরং কর্ম্ম শ্লাঘালীলয়া। সাদুর্গা ভবভীতিভীতি
শমনীলোকত্রয়ত্রায়িণী, ভূয়াদ্বঃ প্রতিপক্ষ পক্ষদলনী বাঞ্ছা
ফলোল্লাসিনী ॥ ১৩৬ ॥

যে দুর্গাকে আরাধনাকরিয়া, হরি হর ব্রহ্মাদি দেব-
গণ কর্ত্তৃক অতিশয়, দুষ্করদৈবত কার্য্য, অবহেলাক্রমে
নির্ব্বাহিত হইতেছে। এবং ত্রিলোক ত্রাণকারিণী
যে দুর্গা, ভবভয় শ্রেণীকে উপশম করেন্ সেই
প্রসিদ্ধ দুর্গা, তোমার প্রতিপক্ষ পক্ষকে দলন
ও বাঞ্ছাফল প্রদান করুন্ ॥ ১৩৬ ॥

দুর্গেস্মৃতাহরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতি মতীব
শুভান্দদাসি। দারিদ্র দুঃখভয় কারিণি কাত্বদন্যা সর্ব্বোপকার
করণায় সদার্দ্র চিত্তা ॥১৩৭ ॥

হেদুর্গে মাতঃ তুমি দুর্গমে জনকর্ত্তৃক স্মৃতা হইলে
সমস্তজন্তুর, ভীতিকে হরনকর, এবং স্বীয়অবস্থাতে
স্থিতজনকর্ত্তৃক স্মৃতাহইলে অতিশয় শুভামতিকে
প্রদানকর,। হে দারিদ্র দুঃখভয় হারিণি তো-
মাভিন্ন, পরের উপকারকরণ নিমিত্ত দয়ার্দ্রচিত্ত
আর কার আছে অর্থাৎ কাহার নাই ॥ ১৩৭ ॥

করাবিব শরীরস্য চক্ষুষোঃ পক্ষ্মিণীযথা।
দুর্গেত্থ্যস্তাষিণাং নৃপাৎ দুর্গা দুর্গতয়ে তথা॥ ১৩৮ ॥

যেরূপ হস্তদ্বয় শরীরকে রক্ষাকরে ও চক্ষুরপত্রদ্বয় চক্ষুকে রক্ষাকরে। সেই রূপ, দুর্গা এই কথা যাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হয় সেই নরকে দুর্গা দেবী রক্ষা করেন ॥১৩৮ ॥

অবশ্যর পঠিতা বাণী গুণগণ রহিতাপি শোভতে পুং সাং।
রতিসময়ে রমণীনাং ভূষাহানিস্তু ভূষণং ভবতি ॥ ১৩৯ ॥

যদ্যপি নিয়ত লোক কটুবাক্য কয়।
সময় বিশেষে কটু অতিমিষ্ট হয় ॥
এহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সাধুজন।
নারীর সর্ব্বদা অঙ্গে শোভে যে ভূষণ ॥
রতিকালে যদি সেই ভূষণ মুক্তহয়।
পরম আনন্দ তাহে জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৩৯ ॥

নিরক্ষরান্বীক্ষ্য ধনাধিনাথান্ ত্যাজ্যানবিদ্যা খলু পণ্ডিতেন আবদ্ধ মুক্তাং গণিকাং বিলোক্য কুলাঙ্গনাঃ কিং কুলটা ভবন্তি ॥ ১৪০

অতিশয় মূর্খ যদি ধনেশ্বর হয়।
তাহা দেখে পণ্ডিতগণ বিদ্যানাত্যজয় ॥
এহার দৃষ্টান্ত বলি শুন মন দিয়া।
মুক্তাদি রত্নে ভূষিত বেশ্যাকে দেখিয়া ॥
সতীনারী পতি ভূষাত্যাগ কি করিয়া।
কুলটাহইবে কুলে জলাঞ্জলি দিয়া ॥ ১৪০

আগচ্ছ সখিমেকুঞ্জং কুন্দকুসুমমোহরং।
অমুনা কুন্দকুঞ্জেন সখিমে কিং প্রয়োজনং॥ ১৪১॥

ব্রজবাসি কোনসখি সখিকে বলিছে।
মনোহর কুন্দ পুষ্পে কুঞ্জশোভিতেছে॥
আগমন করিসখি কুঞ্জশোভাহের।
উত্তরদিতেছে সখিশুন মনোহর॥
মুভির কুন্দকুঞ্জ নাদেখি নয়নে।
মুকুন্দ থাকিলে বাস কার সেকাননে॥ ১৪১॥

দেয়াবিদ্যার্থিনেবিদ্যা ভীতেভ্যশ্চাভয়ং তথা।
রোগীণামৌষধং দেয়ং দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে॥ ১৪২॥

বিদ্যার্থীজনকে নিরন্তর দিবে বিদ্যা।
ভীতমনুষ্য অভয় প্রদান সর্ব্বদা॥
ঔষধদান রোগিগণে যেই জনকরে।
অন্নদান নিরন্তর করে ক্ষুধাতুরে॥
কর্ম্মভূমি ভারতে এই চারিকর্ম্মসার।
যেজন করিতে পারে জন্ম সফলতার॥ ১৪২॥

বিরলানিবসন্তিগুণা বিরলা নিবসন্তিনির্ধনে মৈত্রী।
বিরলা প্রবিশন্তিরণে পরেদুঃখেন দুঃখিতা বিরলা॥১৪৩॥

পৃথিবীতেগুণ থাকে অতি বিরলেতে।
বিরল নির্ধনে ধনির মৈত্রতা জগতে॥
সাহস করে রণস্থলে বিরলপ্রবেশে।

পরদুঃখে দুঃখিনর বিরল এই বিশ্বে ।। ১৪৩ ॥

নন্দনৈগমিক পন্নবীথিকা যালি যাম্মি বদ কিং তবানয়ে।
মনোরমংনীলমুজ্জ্বলং গুণং কেশবন্ধনং চানয়েঃ সখি ॥ ১৪৪ ॥

নন্দের নিকটে যথা বিকি কিনি হয়।
কিআনিতে হবে সখি বলহ নিশ্চয় ॥
গুরুজনভয়ে শ্লেষে বলে প্রিয়সখি।
নিশ্চয় জাইবে যদি তবে শুনসখি ।।
আমার নিমিত্ত তুমি কেশবন্ধন এণ।
শ্লেষে কেশবংধন নন্দনন্দন ॥ ১৪৪ ॥

সংপ্রীতি ভোজ্যান্যন্নানি আপদ্ভোজ্যানিবাপুনঃ।
নচসংপ্রতীয়োহস্মাকং নচৈবাপদ্গতাবয়ং ॥ ১৪৫ ॥

সম্প্রীতি থাকিলে অন্ন, পরস্পব করেভোজন,
আর ভোজন আপদ কালেতে।
জীবন যদি হয় নষ্ট, ভোজন করণে তুষ্ট,
এই কথা বলিছে শাস্ত্রেতে ।।
তোমার কাছেমান্য নাই, কেন ভোজন করি ভাই,
বিপদ্ বিশেষ নাহি হেরি।
এইরূপ চক্রপাণি, দুর্য্যোধনে বলে বাণী,
চলিলেন বিদুরের পুরি ।। ১৪৫ ॥

নভোভূষা পূষা নিশিনলিনী ভূষা মধুকরঃ সভাভূষাসভ্যা
বরযুবতীভূষা সুভগতা বচোভূষাসত্যং মধুসময় ভূষাপিককলঃ

মনোভূষাশান্তিঃ সকল গুণ ভূষা বিতরণং ॥ ১৪৬ ॥

নভেরভূষা পতঙ্গ, নলিণী ভূষণভৃঙ্গ,
পণ্ডিতগণ সভাশোভাকরে।
নবযুবতীর ভূষা, সুজনতা মনোলোভা,
বাক্যের ভূষা সত্যবলেযারে ॥
মধুসময়ের ভূষা, পুংস্কোকিলের ভাষা,
মনেরভূষাহয় নাস্তিগুণ।
সকলগুনের ভূষা, বিতরণ এইমিমাংসা,
পুরাণাদি শাস্ত্রমতেকয় ॥ ১৪৬ ॥

বসুবস্তুকা নবা নরেশ যদিকর্ণেমম ভারতীং শৃণোতি।
রতিমিচ্ছতি যা নবা নবোঢ়া যদি কেলিগেহা দ্দেহলী
মুপৈতি ॥১৪৭ ॥

দুঃখিত হইয়া কহে কোনসুধীজন।
অর্থদায় নাহিদায় শুনহ রাজন ॥
মমবাক্য যদিকর্ণে শুন নরপতি।
যথেষ্ট লাভহয় আমার হই সুখীঅতি ॥
তাহার দৃষ্টান্তশুন নূতন যুবতি।
রতিদানে অযোগ্যা হইলেই রসবতী ॥
ক্রীড়াগারে গমন করিলে সেই ধনি।
কেবা সুখী নাহয় ভুবন মধ্যে শুনি ॥ ১৪৭ ॥

কিংপৃচ্ছসি ভোরাজন আদরং কিং নপৃচ্ছসি।

ভোজনং গতজীর্ণানি আদরং অজরামরঃ ॥ ১৪৮ ॥

পাণ্ডবের সখাবলে, দুর্য্যোধন করছলে,
উপহাস করে শ্রীমাধবে।
আমার ভোজ্যত্যাগ করি, গেলেন বিদুরেরপুরি,
ভোজন ভাল অবশ্য হইবে ॥

শ্রীকৃষ্ণ করেন উত্তর, কিজিজ্ঞাস নরবর,
আদর নাহি জিজ্ঞাসাকরিলে।
ভুক্তবস্তু জীর্ণকর, আদর অজরামর,
জ্ঞানিগণ এই কথাবলে ॥ ১৪৮ ॥

উদ্বেজয়তি ভুতানি যস্য রাজ্ঞঃ কুশাসনং।
সিংহাসনবিমুক্তস্য ক্ষিপ্রং তস্য কুশাসনং ॥ ১৪৯ ॥

যে রাজার কুশাসনে, ভারত বাসিভুতগণে,
উদ্বিগ্ন হয় সর্ব্বদা মনেতে।
সেই রাজার সিংহাসন, অতিশীঘ্র বিমোচন,
কুশ্ আসন হয় অবনীতে ॥ ১৪৯ ॥

তৌ দ্বৌ শঙ্খকপাল ভূষিত করৌ মুক্তাস্থিমালাধরৌ দেবৌ দ্বারবতি শ্মশান নিলয়ৌ নাগারিগোবাহনৌ। দ্বিত্র্যক্ষৌ বলিদক্ষ যজ্ঞ মথনৌ শ্রীশৈলজা বল্লভৌ ॥ ক্ষেমন্বঃ কুরুতাং সদা হরিহরৌ শ্রীবৎসগঙ্গাধরৌ ॥ ১৫০ ॥

প্রসিদ্ধ দেবতা দ্বয়, হরি হর শাস্ত্রে কয়,
নৃকপাল আর শঙ্খ ধারি।

মুক্তামালা অভরণ, অস্থি মালা প্রজপন,
দুইদেব ভবের কাণ্ডারি ॥
এক দেব দ্বারকাবাসী, অপর দেব শ্মশান বাসী,
গড়ুড় বৃষ উভয়ের বাহন।
এক দেবের দ্বিনয়ন, অপরদেব ত্রিলোচন,
বলি দক্ষের মখ প্রভঞ্জন ॥
এক দেব হন শ্রীপতি, অপর দেব শৈলজা পতি,
অভেদ সেই দেবতা উভয়।
তোমাদের মঙ্গল কর, হন্ কৃষ্ণ গঙ্গাধর,
প্রার্থনা এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৫০ ॥

উমেশে রমেশে কৃতে ভেদ লেশে পরেতে পতেয়ুঃ পরেতেশ-
বাসে। অতো ভো ভবন্তো ভজন্ত্যেকভাবং দ্বয়োরন্যথাচেৎ
নভোভদ্রভাবঃ ॥ ১৫১ ॥

হর হরি প্রভেদ নয়; যে জন প্রভেদ কয়,
শিব লোকে যদি হয় গতি।
পরেতে হয় পতিত, নিশ্চয় বেদে কথিত,
আরকয় আগম প্রভৃতি ॥
এই হেতু শুন নর, এক রূপে সমাদর,
অন্য ভাব নাকর চিন্তন।
যদিভাব অন্য ভাব, কখন নাই ভদ্রভাব,
এক রূপে কর নিরূপণ ॥ ১৫১ ॥

উমায়াং রমায়াং শিবে চক্রপাণৌ নভেদস্তু প্রসঙ্গঃ কুত্রশ্চিদস্তু পুরাণে। তদায়েপ্রমত্তাঃ প্রকুর্ব্বন্তিভেদং তদাতে রমন্তে মহাঘোর লোকে ॥ ১৫২ ॥

ভগবতী মহেশ্বরী, আর যে হরিসুন্দরী,
হরি হর রূপে ত্রিজগতে।
উভয়ের অভেদ কথন, পুরাণ প্রমাণহন,
এই রূপ চল নিয়মেতে ॥
তবে যে প্রমত্ত নর, উভয়ের প্রভেদ কর,
নষ্ট হয় তার শুভ লোক।
ইহ লোকে কষ্টপেয়ে, পশ্চাৎ সে যায় নিরয়ে,
তার ভাগ্যে সর্ব্বদা নরক ॥ ১৫২ ॥

অনয়োঃ প্রকৃতিরেকা প্রত্যয় ভেদাৎ বিভিন্নতামেতি।
কলয়তি কশ্চিন্মূঢ়ো হরি হর ভেদং বিনাশাস্ত্রং ॥ ১৫৩ ॥

হরি হন হৃঞ ধাতু ই প্রত্যয় করে। '
হর হন অ এই প্রত্যয় আকারে ॥
উভয়ের প্রকৃতি এক জানিহ নিশ্চয়।
হরি হরে ভেদকোন শাস্ত্রে নাহিকয় ॥
যেই নর প্রভেদ করে মর্ম্ম নাহি জানে।
সেই নর বিনাশ হয় শাস্ত্র জ্ঞান বিনে ॥ ১৫৩ ॥

আপাণি গ্রহণাদতি প্রণয়িনী কণ্ঠেস্থিতাহং প্রভোঃ। সর্ব্বৈরেব হরিপ্রিয়েতি কমলা সোপ্যুচ্যতে মাধবঃ। সদ্গুণাস্মি ন তেন

কুং সুতগণাঃ পদ্মাসুত স্যাত্মুগাঃ। বাণ্যাত্মাধি নিবারণায়
সততং সং গীয়তে বীণয়া ॥ ১৫৪ ॥

সরস্বতী নারায়ণী, সর্ব্বদা যে বীণাপাণি,
কিরিয়া ভ্রমেন ভূমণ্ডলে।
ইহার কারণ শুন, কবিবর সুরচন,
সরস্বতী দুঃখ বলে ॥
পাণিগ্রহণ করে হরি, অতিশয় প্রণয় করি,
কণ্ঠে স্থান দিলেন আমারে।
কিন্তু লক্ষ্মী হরি প্রিয়া, হরিমাধব বলিয়া,
খ্যাত আছেন জগত ভিতরে ॥
তাতেও আমার হয়না দুঃখ, কমলা সুত যে মূর্খ,
মম সুত তার অনুগত।
তাদের অন্তরের ব্যথা, করিতে আমি অন্যথা,
বীণাবাদ্য করি অবিরত ॥ ১৫৪ ॥

হরি পরি সদি ইদমুদ্ধব শুদ্ধ ভাব মাবেদ্যং। ক্ষোণী বিলেখন
হেতো র্ব্বয়মপি কুব্জাঃ কিমোদাস্যং ॥ ১৫৫ ॥

গোপী গণ অতি কাতর, দেখিয়া উদ্ধববর,
বিনয় করে বলে গোপীগণে।
যাব কৃষ্ণ সন্নিধানে, কিবলিব সেই স্থানে,
প্রকাশ করে বল এ অধীনে ॥
শুনি গোপি গণ ক্ষণে, প্রেমেতে উদ্ধব স্থানে,

কৃষ্ণ বিচ্ছেদেতে দুখি লিখি।
সকলে কুজা হয়েছি, কুজা পাবে বাছি বাছি,
ভাল মন্দ বাতে হবে সুখী ॥ ১৫৫ ॥

ইদানীং সৌজন্যং গুরুজন সভায়াং বিতনুতে। ন জানীতে কিঞ্চিম্মৃদু মধুর হাসী মুরহরঃ॥ করেকৃত্বা বেণুং ব্রজতি যদি কুঞ্জং স্তবভসং তদৈবায়ং যামদ্বয় বিষম দস্যুর্ম্মগদৃশাং ॥১৫৬॥

ব্রজ বাসী কোন যুবতি, সম্বোধিয়া যশোমতি,
বলে মাত করহ শ্রবণ।
গুরু জন সভাস্থলে, সৌজন্যতা সুবিমলে,
মৃদু হাসি এই কৃষ্ণধন ॥
তোমার এই শান্ত কানু' যখন করে লয়ে বেণু,
মনোহর কুঞ্জেতে প্রবেশে।
যেন যাম দ্বয়েরদস্য, গোপীগণের মন ঔদাস্য,
আমাদের জীবন নাশে ত্রাসে ॥ ১৫৬ ॥

মাতস্তরনক রক্ষণায় যমুনাকচ্ছেন গচ্ছাম্যহং। মা মালিঙ্গ্য-পিনটিপীন কুচয়ো র্ভারেণ গোপীগণো ভ্রুভঙ্গ্যাপি নিবারি-তোপি সহসা জল্পন্ যশোদাগ্রতঃ গোপীভিঃকরপদ্ম মুদ্রিত মুখো দামোদরঃ পাতুবঃ ॥ ১৫৭ ॥

গোপীগণ সমাহারে, কৃষ্ণকন যশোদারে,
সর্ব্বজন দেখি দয়াময়।
শুন মাতা নিবেদন, গোচারণে যাইযখন,

গোপীগণের দৌরাত্ম্য নির্ণয়॥

এই যে পীনস্তনীরে, পীনস্তনে পিশে মারে,
লজ্জাহীন বলেন যজ্ঞেশ্বর।
গোপীরে লজ্জিত হয়ে, বারণ করে দয়াময়ে,
বারণ না শোনেন দামোদর॥
এবম্ভূত কৃষ্ণধন, করে কোরে চন্দ্রানন,
আচ্ছাদন গোপীগণে মিলে।
সেই গোকুল বাসী হরি, তোমাদের অশুভ হারি,
হয়ে থাকেন সর্ব্বদা কুশলে॥ ১৫৭॥

গুণানামজ্ঞাতা প্রচুরধনদাতাপি নমুদে মুদেবিদ্যাজ্ঞাতা
ভবতি মিতদাতাপি গুণিনাং। দৃশৌগ্রাম্যাদত্বা নপুনরিবধত্তে
মুতভুরে দৃশঃ কোণংদত্বা বশয়তি নিতান্তং কুলবধূঃ॥ ১৫৮॥

গুণজ্ঞান না করে করে প্রচুর অর্থদান।
তাহাতে গুণিগণের নাহয় সম্মান॥
বিদ্যাজ্ঞাত হয়ে যদি দেয় পরিমিত।
তাহাতে সন্তোষলাভ করে সুপণ্ডিত॥
ইহার দৃষ্টান্ত বলি করহ শ্রবণ॥
পথিমধ্যে দেখ যদি পরম স্ত্রীধন।
তুমি দেখ তোমায় দেখে সর্ব্বদা সে নারী॥
আনন্দ না হয় তাজ্যে বৃথা সে চাতুরি।
নয়ন কোণেতে মুনি কুল বধ হেরে॥

নিতান্ত রসিকজনে বশীভূত করে ॥ ১৫৮ ॥

সুজনঃ কুপ্যত্যুচ্চৈরনবসরজ্ঞেন যাচিতশ্চ নম্মদা ।
রতিসময়ে প্ররুদন্তং প্রিয়মপি পুত্রং স্বপত্যাজননী ॥ ১৫৯ ।

কোনসময় যদি রুষ্ট হন সাধুগণ ।
অবশরের অজ্ঞানতা তাহার কারণ ॥
সেই কোপ কোনক্রমে হৃদয়স্থ নহে ।
ইহার দৃষ্টান্ত কবি সুমধুর কহে ॥
যদ্যপি রতিসময়ে কান্দে পুত্রগণ ।
পতির সহিত হয় ক্রোধ উদ্দীপন ॥ ১৫৯ ॥

কান্তায়া নবসঙ্গমে নিপুণতা দৃষ্ট্বাপতিঃ শঙ্কিতঃ ।
পত্যুশ্চিত্তমবেক্ষ্য পঙ্কজমুখী তৎপার্শ্বে কুড্যেলিখৎ ।
একংতত্র মতঙ্গজং তদুপরিক্রোশাৎ পতন্তং শিশুঃ সিংহী
গর্ত্ত বিনিঃ স্বতার্দ্ধবপুষঃ দৃষ্ট্বৈব হৃষ্টঃ পতিঃ ॥ ১৬০ ॥

কান্তার নবসঙ্গমে কান্ত সুশঙ্কিত ।
দেখিয়া স্বামির ভাব কামিনী লজ্জিত ॥
পতির চিত্ত নিরীক্ষণ করে রসবতী ।
পার্শ্বে থাকি লেখে এক হস্তির আকৃতি ॥
সেই করিবরে হিংসা করে সিংহ শিশু ।
সিংহীর গর্ত্তনিঃস্বত অর্দ্ধমাত্র প্রসূঃ ॥
দেখিয়া পতির হইল আনন্দিত মন ।
অনন্তর সুখেকরে রতি সম্পাদন ॥ ১৬০ ॥

কুচদ্বয়ং পঙ্কজকোরকোপমং মৃগীদৃশী পশ্যতি সাদরং মুহুঃ। অতঃ তাসুমীয়ে প্রকাশশঙ্কয়া মুখং কলানাথ মিব প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৬১ ॥

পঙ্কজ কোরক তুল্য কুচ মনোহর।
মৃগাক্ষী দেখেন পুনঃ করিয়া আদর ॥
দর্শন কারণ কোরক ফোটে এই মনে।
চন্দ্র তুল্য আস্য সদা দেখায় যতনে ॥ ১৬১ ॥

অর্থাৎ কমল সূর্য্য দর্শনে প্রকাশ হন চন্দ্র দর্শনে প্রকাশ হইবেনা। এজন্য মুখচন্দ্র পুনঃ পুনঃ দর্শন ইতিভাব ॥

বিহায় শ্রীশৈলং ভুজগগণ সংসর্গমশুভ মলয়ে সদ্ভং বর-যুবতি পীনস্তনতটং। দিবাস্থস্তত্র নিশীথ কর পীড়াভ-ময়হো সতাং সঙ্গে শঙ্কা যদি ভবতি সা দৈব ঘটনা ॥ ১৬২ ॥

চন্দন কন দুঃখ করে, শ্রীশৈল ত্যাজ্য করে,
এলেম আমি সর্প সেব্য বলে।
যুবতীর স্তন তটে, রহিলাম অকপটে,
সুস্থ ভাবে থাকিব শীতলে ॥
দিবায় থাকি সুস্থ ভাবে, নিশীথ সময়ে সবে,
করাঘাতে আমায় কষ্ট দেয়।
বুঝিলাম সৎ প্রসঙ্গে, কষ্ট যদি হয় অঙ্গে,
দৈব ভিন্ন আর কে ঘটায় ॥ ॥ ১৬২ ॥

রাধাপুনর্মু কগণ চ্যুতমতচিন্তা সহান আকলয়তো পথি বিজ

পাত্রে। তস্যাঃ স্তন স্তবক চঞ্চলোমদৃষ্টি র্দেবোপি দোহন
ধিয়া বৃষভং নিরুন্ধন্ ॥ ১৬৩॥

শ্রীকৃষ্ণে মনোর্পন করি, কন্দর্পে পীড়িতাপ্যারি,
জ্ঞান শূন্যে বাহ্য নাহি হেরে।
থনি দধি শূন্যভাণ্ডে, মন্থনকরে মন্থন দণ্ডে,
কৃষ্ণক্রীড়া ভাবেন অন্তরে॥
অপর আশ্চর্য্য এক, রাধার স্তন স্তবক,
দেখে ভ্রম শ্রীকৃষ্ণের জন্মিল।
ছাঁদারজ্জু হস্তে করে, দোহন ইচ্ছায়বৃষধোরে,
মুগ্ধহয়ে বন্ধন করিল॥
সেই সর্ব্বেশ্বর হরি, তোমাদের শুভকারি,
রূপে থাকুন্ সর্ব্বদা আলয়ে।
অচ্যুতের প্রিয় নারী, রাধারূপে ব্রজেশ্বরি,
প্রার্থনা ত্রই থাকুন পাপক্ষয়ে॥ ॥ ১৬৩॥

যোহি মাংভজতে নিত্যং বিত্তং তস্য হরাম্যহং। করোমি
বন্ধুবিচ্ছেদং শতকষ্টেন জীবতি। ॥ ১৬৪॥

যে জন আমাকে নিত্য করিবে ভজন।
তাহার বৈভব আমি করিব হরণ॥
বন্ধুবিচ্ছেদ তার করিব বিশেষ।
সর্ব্বদা তায় দিব কষ্ট নাহি তার শেষ॥ ॥ ১৬৪॥

এষ কষ্টৈষু সংভগ্নো যদিমাংনপরিত্যজেৎ সুমাপ্তি পরমং

স্থানং। দেবানা মপি দুর্লভং। ॥১৬৫॥

যারপর নাই কষ্ট প্রাপ্তহয়ে নর।
আমাকেনা ত্যজি করে ভক্তি দৃঢ়তর॥
সেইনরের আমি প্রদান করি শুভগতি।
দেবের দুর্লভ ধন যারে বলে মুক্তি॥ ১৬৫॥

অখিল ভুবনবন্ধোর্বৈরমিন্দোঃ সরোজৈরনুচিত মিতিমত্বা যস্তপাদারবিন্দং। ঘটয়িতু মিবমায়ী যোজয়িত্বাননেন্দৌ বটদল পুটশায়ী মঙ্গলংবঃ কৃষীষ্ট। ॥ ১৬৬॥

অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, ইন্দুপদ্মে বৈরি অতি,
বৈরিভাব রাখা অনুচিত।
বৈরি মিলন করিবেন বলে, লইয়া পাদ কমলে,
মুখ চন্দ্রে করেন মিলিত॥
এবম্ভুত যিনি মায়ী, বটদল পুট শায়ী,
নিত্য রূপী ভক্তগণের ধন।
সর্ব্বদা তোমাদের শ্রেয়, করুন সেই দয়াময়,
এই আমার সর্ব্বদা প্রার্থন॥ ১৬৬॥

কল্যাণি পাণি কমলে মম লক্ষ্মণোঽয়ং কিংব্রূমো রামবিষয়ে পতিব্রতাসি। যাচে পুনস্ত্বয়ি বরংবনবাসিনীষু শ্বশ্রূরিয়ং জননি জীবতি নেতি বাচ্যং। ॥ ১৬৭॥

শুনহ মাজানকী, যতনে লক্ষ্মণে রাখি,
বনমধ্যে করিবে পালন।

সুমিত্রা এই কথাবলে, সীতার কর কমলে,
লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ ॥
বলেন পুন শুন মাতা, তুমিমা পতি দেবতা,
শ্রীরাম বিষয়ে কিবলিব।
দুঃখিনীর এই প্রার্থনা, বনেতে মুনি অঙ্গনা,
তোমায় যখন জিজ্ঞাসা করিবে।
তব শ্বশ্রূ কিজীবনে, আছে মা বলষতনে,
মরেছে মা এই কথা কবে ॥ ॥ ১৬৭ ॥

নেত্রস্পন্দহরঃ পয়োস্তরগত স্তুঙ্গাননঃ পুন্নখঃ শুক্রক্ষোভকরঃ প্রসূতি বিকৃতিঃ সীতাগমেহ তিপ্রিয়ঃ শ্যামাগ্রঃসমিতঃ ক্রিয়োপনিচয়ো ধর্ম্মার্থ সংহারকঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দশাবতারতুলনাং ধত্তে তরণ্যাস্তনঃ। ॥ ১৬৮ ॥

নেত্রের স্পন্দন হীন মৎস অবতারে।
নয়ের নিমিষ শূন্য যদি স্তন হেরে ॥
কূর্ম্মরূপে পয়োমধ্যে থাকেন গদাধর।
পক্ষান্তরে স্তনের নাম হয় পয়োধর ॥
বরাহাবতারে হরির তুঙ্গ আস্য হয়।
তরণীর স্তন মুখ ঊর্দ্ধ ভাবেরয় ॥
আদিদৈত্য বধকরেন হরি নখাঘাতে।
পুরুষের নখাঘাত যুবতির স্তনেতে ॥
বামনরূপে হরি হন শুক্রের ক্ষোভকর।

পীনস্তনী পুরুষে। শুক্র নষ্টকর॥
যামদগ্ন্য রাম করেন প্রসূতিবিকার।
প্রসব হইলে স্তনের হয় কি আকার॥
দাশরথী রাম সীতাগমে সুখীহন।
হেমন্তেতে সুখকর হনসদা স্তন॥
বলদেব দেখ শ্যামের অগ্রজ বিখ্যাত।
স্তনের অগ্রেতে শ্যাম ভুবন বিদিত॥
বৌদ্ধাবতারে ক্রিয়াসংহার করেন হরি।
মনোহর স্তন দেখে কে থাকেধৈর্য্যধরি॥
কল্কিরূপে হরি ধর্ম্ম অর্থ নষ্ট কর্ত্তা।
ধর্ম্মার্থ নাশিতে স্তনের বিশেষ যোগ্যতা॥
নির্ম্মল মনেতে ধ্যানে দেখ পণ্ডিত গণ।
দশাবতারের রূপ স্তনেতে বর্ণন ॥ ১৬৮ ॥

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতযোবাতাম্বুপর্ণাশনা স্তেপিস্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বাহি মোহংগতাঃ। শাল্যন্নং সুঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহোয়দি ভবেদ্বন্ধ স্তরেৎ সাগরং। ॥ ১৬৯ ॥

বিশ্বামিত্র পরাশর, প্রভৃতি যে মুনিবর,
বায়ু অম্বু পর্ণ ভোজনেতে।
এঁহারাও স্ত্রীচন্দ্রানন, যদি করেন নিরীক্ষণ,
মোহপ্রাপ্ত হন মনসেতে॥

দুগ্ধ ঘৃত শাল্যোদন যে নর করে ভোজন,
যদি তার ইন্দ্রিয় বশহবে।
তবেশীলা বদ্ধ গলে, উত্তীর্ণ সাগরের জলে,
এই আশ্চর্য্য সকলে দেখিবে। ॥ ১৬৯ ॥

অরসিক জন সম্ভাষণতো রসিক জনৈর্বাক্ কলহোপিশ্রেয়ঃ।
লম্বীকুচালিঙ্গনতো নিবিড়কুচা পাদ তাড়নমপিশ্রেয়ঃ ॥১৭০॥

যেব্যক্তি অরসিক, অর্থাৎ রসজ্ঞ নহে তাহার সহিত সম্ভাষণও ভাল নহে রসিক ব্যক্তির সহিত বাক্যের কলহও ভাল, ইহার দৃষ্টান্ত লম্বী স্তনীর সহিত আলিঙ্গনও ভালনহে, পীনস্তনীর পদাঘাতও ভাল। ॥১৭০॥

চিকীর্ষিতুং কর্ম্মণি চক্রপাণে র্নাপেক্ষ্যতে তত্র সহায় সম্পৎ
পাঞ্চজারাঃ পটসন্নিধানে মধ্যে সভায়ন্ন ভুরীনবেমা।। ১৭১।

ঈশ্বরের ইচ্ছাবলে, ত্রিজগতে ফল ফলে,
সহায় সম্পৎ অপেক্ষা নাকরে।
এহার দৃষ্টান্ত শুন, দ্রৌপদির বস্ত্র হরণ,
সভামধ্যে যত বস্ত্র হরে ॥
ঈশ্বর বস্ত্র যোগান যারে, বস্ত্রহীন কেকরে তারে,
রক্ষাকর্ত্তা যার সারাৎ সার।
বস্ত্রে বস্ত্রে সভা পূর্ণ, তথা নাকু তাঁত শূন্য,
সর্ব্বলোক দেখে চমৎকার ॥ ॥ ১৭১ ॥

চিত্রস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং সবিলাসং সবিভ্রমং। দৃষ্টাপি মুচ্যতে-

পাপৈ র্জন্মকোটিষু সঞ্চিতৈঃ। ॥ ১৭২ ॥

চিত্রন্থিত দামোদরে, বিলাসবিভ্রম হেরে,
কোটি জন্মার্জ্জিত যে দুষ্কৃতি।
নষ্ট হয়ে স্বর্গে গতি, সর্ব্বজনের এই সদ্ গতি,
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপে পায় অব্যাহতি ॥ ।১৭২।

ভিনত্তি সিংহঃ করিরাজকুম্ভং ভিনত্তিবেগঃ পবনাধিকঞ্চ করোতিবাসং গিরিগহ্বরেষু। তথাপি সিংহঃ পশুরেবনান্যঃ ।।১৭৩।।

সিংহ মাতঙ্গের কুম্ভবিদীর্ণকরে, এবং পবনের গতি অপেক্ষা বেগে গমন করে, ও পর্ব্বতের গুহায় নিবাস এই সমুদায় গুণ থাকিলেও সিংহ পশু অন্যনহে।১৭৩

কাকস্যচঞ্চু র্যদি স্বর্ণ মুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌচ তস্য। একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা তথাপি কাকো নচ রাজহংসঃ ॥১৭৪

কাকের চঞ্চু যদি স্বর্ণ যুক্ত কর, ও চরণ যদি মাণিক্য দ্বারা অলঙ্কৃত কর, এবং প্রতিপক্ষে যদি গজমুক্তা প্রদানকর, তথাপি কাক কখন রাজহংস হইতে-পারেনা ॥১৭৪ ॥

অকস্মাদেষ্টি যোভক্তং আজন্ম পরিসেবিতং। নবাগুনং যোচ
য়ন্তে স নরঃ শক্র নন্দনঃ ॥১৭৫॥

আজন্ম সেবায় রত, নিরন্তর রয় অনুগত,
এমন ভক্তে যেজন হিংসা করে।
নব্যপ্রিয় গুণধারি, লেস্পকে আকাঙ্খি,

বসতি করিবে শ্যামান্তরে ॥ ১৭৫ ॥

একবর্গ সমুদ্ভূত শ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ। অনুলোম বিলোমাভ্যাং
সএব নন্দ নন্দনঃ ॥১৭৬ ॥

একবর্গসমুদ্ভূত, যারে স্মরে সর্ব্বভূত,
সর্ব্বেশ্বর যিনি নারায়ণ।
ক্রম বিক্রম গণনে, তাহারে বলে ভুবনে,
দয়াময় শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ১৭৬ ॥

বিপদি বিধাতরি বিগুণে বন্ধুরপি বিগুণতাং বিতনুতে
স্থানাচ্চ্যুতা মপি নলিনীং মলিনী কুরুতে নলিনীবন্ধুঃ ॥১৭৭॥

বিধাতা বিগুণহলে বন্ধুবিগুণহয়।
ইহার দৃষ্টান্ত এক শুনহনিশ্চয় ॥
স্থানচ্যুত পদ্মিনী হইলে পরে দেখ।
পরম মৈত্র সূর্য্যতারে করে শুষ্ক ॥ ১৭৭ ॥

মাধুর্য্যং প্রমদাজনেষু ললিতং দাক্ষিণ্য মার্য্যেজনে শৌর্য্যং শত্রুষুনম্রতাগুরুজনে ধর্ম্মিষ্ঠতা সাধুষু। মর্ম্মজ্ঞেষু অর্জ্জবং বহুবিধং মানং জনে পণ্ডিতে শাঠ্যং পাপিজনে নরস্যকথিতা
পর্য্যা ইত্যেতেপুরুষাঃ ॥ ১৭৮ ॥

প্রমদা জনকেমিষ্টবাক্যদ্বারা শ্রেষ্ঠজনকে সারল্যতা দ্বারা শত্রুকে শৌর্য্যদ্বারা গুরুজনকে [illegible] সাধুরে [illegible]

দ্বারালোক বশীভূত কথিত হইয়াছে ॥ ১৭৮ ॥

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং স্বারাধিতোপি; নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ স্বাঙ্কেস্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া শাস্ত্রে নৃপে যুবতৌচ কুতোবশিত্বং ॥ ১৭৯ ॥

শাস্ত্রবিষয়ে নৈপুন্য থাকিলেও সর্ব্বদা শাস্ত্র চর্চ্চা-করিবে। রাজা নিতান্ত বশতাপন্ন থাকিলেও সর্ব্বদা শঙ্কা করিবে, বণিতা অঙ্কেস্থিতা হইলেও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে, যে, হেতু শাস্ত্র নৃপতি, যুবতি অতিশয়কষ্টে বশীভূতথাকে ॥ ১৭৯ ॥

ইতর তাপ শতানিযথেচ্ছয়া বিতরতানিসহে চতুরানন অরসিকে রসস্য নিবেদনং শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ ॥ ১৮০ ॥

হে চতুরানন বিধাতঃ ইচ্ছামতে পাপফল যতআছে, আমার ললাটে লিখ। অরসিককে রস নিবেদন করা আমার ভালদেশে কোনমতে লিখনা ২ লিখনা ॥১৮০॥

সাধ্বীস্ত্রীণাং দয়িত বিরহে মানিনাং মানভঙ্গে সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাং অন্যোদ্রেকে কুটিলমনসাং নির্গুণানাং বিদেশে ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাং ॥১৮১।

সাধ্বীস্ত্রীর পতির বিরহে মানিব্যক্তির মানভঙ্গে, উত্তম মনুষ্যের জনরবে কুটিল মনস্বির অন্যের প্রাচুর্য্যে নির্গুণ জনের বিদেশে মরণতুল্য হয় আর

সভ্রান্ত মনুষ্যের ভৃত্যা ভাবেতে মরণ তুল্য হয় ।১৮১।

বিদ্যানাম নরস্ত রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তংধনং বিদ্যাভোগকরী-যশঃশুভকরী বিদ্যাগুরূণাংগুরুঃ বিদ্যাবন্ধুর্জনো বিদেশগমনে বিদ্যাপরং দৈবতং বিদ্যারাজসু পূজ্যতে নহিধনং বিদ্যা-বিহীনঃ পশুঃ ॥ ॥ ১৮২ ॥

মনুষ্যেরবিদ্যা, অধিক রূপস্বরূপ, প্রচ্ছন্নগুপ্তধনতুল্য বিদ্যা, ভোগদাত্রী, যশোদাত্রী সৌভাগ্যদাত্রী, বিদ্যা গুরুর গুরু বিদেশগমনে বিদ্যাবন্ধু বিদ্যা পরমদেবতা রাজমণ্ডলীতে বিদ্যামান্য দাত্রী, এই রূপবিদ্যা বিহীন মনুষ্য, পশু তুল্য জানিবে ॥ ॥ ১৮২ ॥

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃপরেষাং পরিপীড়নায়।খলস্ত সাধোর্বিপরীতমেতৎ জ্ঞানায় দানায়চ রক্ষণায় ৷ ॥ ১৮৩ ॥

খলের বিদ্যাবিবাদ নিমিত্ত, খলের ধনমত্ততানিমিত্ত খলেরশক্তি পরপীড়ন নিমিত্ত হয় কিন্তু সাধুর বিদ্যা-জ্ঞান নিমিত্ত, সাধুর ধন দাননিমিত্ত, সাধুর শক্তি পর রক্ষণ নিমিত্ত এই বিপরীত হয় ॥ ॥ ১৮৩ ॥

জ্ঞাতিভি র্বণ্টনেনৈব চোরেণৈব ন নীয়তে। দানেনৈবক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং । ॥ ১৮৪ ॥

জ্ঞাতিগণ বণ্টনের দ্বারায় বিভাগকরিতে পারেননা চোর গণ অপহরণ করিতে পারেনা দানেদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না বিদ্যারত্ন এই জন্য মহাধন বলিয়া কথিত

হইয়াছে॥ ॥ ১৮৪ ॥

যারাকা শশি শোভনা গতঘণা সা যামিনীঽ যাসৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনীঽ যা গোবিন্দরসপ্রমোদমধুরা সা মাধুরীঽ। যা লোক দ্বয় সাধুনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী। ॥ ১৮৫ ॥

মেঘশূন্য পূর্ণচন্দ্রোদয় যে যামিনীতে হয় সেই যামিনী উত্তম, আর সৌন্দর্য্য গুণযুক্তা পতিপরায়ণা যে রমনী সেই রমণী মধ্যে প্রসংশনীয়া, গোবিন্দ রস মাধুর্য্য অনুভাবে যে, মনমগ্ন করে, সেই নরই মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছে। আর যে চাতুরীদ্বারা স্বর্গ মর্ত্য উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই চাতুরীইপ্রসংশনীয়া। ॥ ১৮৫ ॥

আরোগ্য মানৃণ্য মবিপ্রবাসঃ সংপ্রত্যয়া বৃত্তিরভীতিবাসঃ। সদ্ভির্মনুষ্যৈঃ সহসং প্রয়োগঃ ষড়্জীবলোকেষু সুখানি রাজন্। ॥১৮৬ ॥

রোগাভাব ঋণাভাব, প্রবাসাভাব, নির্ভয়ে স্থিতি ও স্থির চিত্ত, উত্তমলোকের সহবাস, এই ছয়টি মনুষ্য লোকে নিতান্ত সুখাবহ জানিবে॥ ॥ ১৮৬ ॥

বৃক্ষংক্ষীণফলংত্যজন্তি বিহগাঃশুষ্কংসরঃ সারসাঃ পুষ্পংপর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ নির্দ্রব্যং পুরুষংত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কোবল্লভঃ। ॥ ১৮৭ ॥

পক্ষিগণ ফলশূন্য বৃক্ষকে ত্যাগকরে সারসপক্ষী জল

শূন্য সরোবরকে ত্যাগকরে, মধুপ মধুশূন্য পুষ্পত্যাগ করে মৃগ দগ্ধবনকে ত্যাগকরে নিঃস্বপুরুষকে গণিকাগণ ত্যাগ করে মন্ত্রিগণ সম্পত্তিশূন্য নৃপতিকে ত্যাগকরে যদি এই রূপই হইল তবে স্বীয় কার্য্যজন্য লোক সমুদয় অপরের বশীভূত হয়।। ।। ১৮৭ ।।

শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিং বালেষু শোক শ্চপলেষু কোপঃ কান্তাসু কামো নিপুণেষু বিত্তং ধর্ম্মো দয়া বৎসু মহৎ সুধৈর্য্যং ।। ।। ১৮৮ ।।

শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, বালক জনের শোক বৃদ্ধিহয় কামিনী গণের কামবৃদ্ধিহয়, নিপুণ ব্যক্তির নিকটে ধনবৃদ্ধি হয়, মহতের নিকট ধৈর্য্যবৃদ্ধি হয়।। ১৮৮ ।।

লক্ষ্মীঃকচিৎ কচিদহো কচিদেব বাণী, নৈকত্র ধীর বসতো সততং বিরোধাৎ। চিত্রং পরং তদুভয় স্ত্বয়ি সন্নিবাসো মন্যে তবাস্তি হৃদয়ে ভগবান মুকুন্দঃ। ।। ১৮৯ ।।

লক্ষ্মী যে স্থলে থাকেন শরস্বতী সে স্থলে থাকেনা এবং সরস্বতী যে স্থলে থাকেন সেস্থলে লক্ষ্মীথাকেনা কিন্তু এক আশ্চর্য্য দেখিতেছি তোমার আলয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী উভয় বিরাজিত আছেন তাহার কারণতোমার হৃদয়ে ভগবান মুকুন্দ নিবাস করিয়াছেন।। ১৮৯ ।।

হতশ্রির্গণিকান্ বেত্তি হতায়ুশ্চ চিকিৎসকান্।
হতায়ুশ্চ হতশ্রিশ্চ ব্রাহ্মণান্ বেত্তি নারদ।। ১৯০ ।।

হত ঐশ্বর্য্য ময়, গণককে অর্থাৎ দৈবজ্ঞকে হিংসাকরে হতায়ুব্যক্তি চিকিৎসক গণকে হিংসাকরে, হতায়ু হতশ্রি ব্যক্তি ব্রাহ্মণ গণকে হিংসাকরে, এই বাক্য নারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন ॥ ১৯০ ॥

নবিপ্রপাদোদক কর্দ্দমানি নবা লবৎসাঃ প্রতিরোদিতানি।
স্বাহা স্বাধাস্বস্তিবিবর্জিতানি শ্মশানতুল্যানি গৃহাণি তানি ।১৯১

ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষলন উদকে যে ব্যক্তিরগৃহ কর্দ্দমাক্ত নাহয় এবং বালক বৎস যে গৃহেতে রোদন নাকরে ও স্বাহা আহুতি প্রদানমন্ত্র স্বধা পিতৃউদ্দেশেপিণ্ড প্রদান মন্ত্রও স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গলধাচকশব্দ বর্জিত যে গৃহ-সেইগৃহ শ্মশান ভূমিতুল্য হয় ॥ ১৯১ ॥

সুধাসেকৈরিন্দো র্জগদখিল মাপ্যাযবতঃ সরোজে বৈমুখ্যং যদিভবতি কিন্তেন ভবিতা। তথাপীদং বিষ্ণোঃকিমপি কর-ভূষা নিনপতে র্নবন্ধুঃ পদ্মায়া গ্রহমপি নধাতু র্নজনিভূঃ ॥১৯২

সুধাকর সুধাসেকদ্বারা অখিল জগৎকে আহ্লাদিত-করে সেই চন্দ্র পদ্মেতে বিরূপ হইলেন বলে পদ্মের কি ক্ষতি। পদ্মের প্রতিচন্দ্রবিরূপবলিয়া পদ্ম কি বিষ্ণুর করভূষা হইবেনা নাকি সূর্য্যের বন্ধু হইবে না কি পদ্মকমলা লক্ষ্মীর হস্তেশোভা পাইবেনা কি বিধাতা ব্রহ্মাকে কমলযোনি বলিবে না ॥ ১৯২ ॥

অধনা ধনমিচ্ছন্তি মানমিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ পিতরো বাক্য

মিচ্ছন্তি ভক্তিমিচ্ছন্তি দেবতাঃ ॥ ১৯৩ ॥

অধমি ধনকে ইচ্ছাকরে পণ্ডিতগণ মানকে ইচ্ছাকরে পিতৃগণ শ্রাদ্ধেরমন্ত্ররূপ বাক্যকে ইচ্ছাকরে দেবগণ ভক্তিকে ইচ্ছাকরে ॥ ১৯৩ ॥

মহত্তাং তাবন্মহত্বং যাবন্নযাচতে কমপি কিঞ্চিৎ বলিরেতি যাচন সময়ে শ্রীপতিরপি বামন মনুযাতঃ ॥ ১৯৪ ॥

যে পর্য্যন্ত কাহার নিকট কিঞ্চিদ্ যাচঞা না করাযায় তাবৎ পর্য্যন্ত মহত্ব থাকে ইহার দৃষ্টান্ত ভগবান্ শ্রীপতি সর্ব্বব্যাপি হইয়াও বলি সন্নিধানে যাচন সময়ে বামন হইয়াছিলেন ॥ ১৯৪ ॥

বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ প্রত্যয়ার্হজনেহপিচ। যেনাস্তে সর্ব্বনাশোভূৎ প্রত্যয়েহপি নরস্যচ। ॥ ১৯৫ ॥

প্রত্যয়ার্হ ব্যক্তিকে অতিশয় বিশ্বাস করিবেনা। যেহেতু অতিশয় বিশ্বাস হইতে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা হয় ॥ ১৯৫ ॥

সন্তিহ সাধবো লোকে দুর্মিত্র দুষ্করূপিণঃ তেষামুদ্দেশ্যযংকালো রোগপাতকিন্যায়িব ॥১৯৬॥

রূপস্বরূপ অসাধু ভারতে অনেক আছে। কাল,রাহাদিগকে উদ্দেশে করিয়া পাতকিরন্যায় শাসনকরেন্।১৯৬

জ্ঞানাগ্নি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়াহৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা. প্রবৃত্তোহস্মিতথাকরোমি ১৯৭

ধর্ম্মকে জানি আমার প্রবৃত্তিনাই অধর্ম্মকে জানি আমার নিবৃত্তি নাই। হৃদয় স্থিত তুমি হৃষীকেশ যেরূপ প্রবর্ত্তকরায় সেই রূপ প্রবর্ত্তহই। এই কথা এক ভক্ত বলিতেছে ॥ ১৯৭ ॥

তবাত্র পরিমৃগ্যতা কিমপি লক্ষ্মীসাক্ষাদিয়ং ময়াত্বমুপপাদিতা নিখিল লক্ষ্মীরপি। যথা জগতিচঞ্চতা কনকমুষ্টি সম্পত্তয়ে জনেন পতিতা পুরঃ কনকবৃষ্টিরাসদ্যতে ॥ ১৯৮ ॥

একদিন নারায়ণ, শ্রীরাধাকে অন্বেষণ,
রমাদেবী দেখি সম্মুখেতে।
বলেন তবঅন্বেষণ, করিয়াছি ত্রিভুবন,
প্রাপ্তহলাম সুকৃতি ফলেতে॥
যে হেতু ভুবন লক্ষ্মী, তোমারে চক্ষে নিরক্ষি,
যেরূপ হল আনন্দ উদয়।
যেমন চনক মুষ্টি, ইচ্ছাপেলে হবেতুষ্টি,
কনক বৃষ্টি সেই প্রাপ্ত হয়॥ ১৯৮॥

কিংপাদ্যং পদপঙ্কজে সমুচিতং যত্রোদ্ভবাজাহ্নবী কিম্বাঘং ফণিরাড়্দাস্মণিফণা ছত্রংশিরে যত্রতে। কিং পুষ্পংত্বয়ি শোভতে ব্রজপতে সৎ পারিজাতার্চ্চিতে কিংস্তোত্রংগুণ সাগরে হপরিমিতে কেনার্চ্চয়েত্বাং নরঃ ॥ ১৯৯ ॥

তবপাদ পদ্মে কোন পদ্মশোভাপাবে।
যাঁহার চরণ পদ্মে জাহ্নবী উদ্ভবে॥

যদি বল অর্ঘদান কর মমশিরে।
এমন কি অর্ঘ্যআছে তব শোভাকরে॥
যারশিরে সর্পরাজ মণির সহিত।
সহস্র ফণার ছত্র করে সুশোভিতঃ॥
যদিবল মম শিরে পুষ্পকর দান।
কি পুষ্পেতে তোমার প্রভুর হইবে সম্মান॥
দেবগণ পারিজাত কুসুম লইয়া।
আনন্দিত হইয়াছে তোমায় পূজিয়া॥
যদিবল একচিত্তে মম স্তব কর।
কি করি স্তব তুমি গুণের সাগর॥ ॥ ১৯৯॥

পত্যোকৃত পদঘাত শ্চুলকৃত তাতঃ সপত্নিকাসেবী।
ইতিদোষাদিব রোষাৎ মাধবযোষা দ্বিজাং স্ত্যজতি॥ ২০০॥

পায়ের আঘাতেস্বামী, তাড়িলেন ভৃগুমণি,
অগস্ত্যদেব গণ্ডুষকরিয়া।
পিতারে করেন পান, আবার মম অপমান,
করেন সদা সপত্নি সেবিয়া॥
এই সর্ব্ব দোষহতে, ব্রাহ্মণে হরি বোষিতে,
ক্রোধেনা করেন সমাদর।
নিজ নিজ কর্ম্মদোষে, কষ্টপ্রাপ্ত হয় শেষে,
কর্ম্ম সুখ দুঃখের আকার॥ ২০০॥

আকাশাদুৎ পততি খচ্ছতিমা দিগন্তং আম্ভোনিধিং বিশতি

তিষ্ঠতিবা যথেষ্টং। জন্মান্তরার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মনরানাং
ছায়েব নত্যজতি কর্ম্ম ফলানুবন্ধং ॥ ২০১ ॥

শূন্যমার্গেতে গমন, দিগন্তেতে পর্য্যটন,
অম্ভোনিধিযদি প্রবেশ করে।
কিম্বা যথেষ্টা চরণ, সর্ব্বদা করে ভ্রমণ,
শুভাশুভ ফলে জন্মান্তরে ॥
শুভ অশুভের ফল, কদাপি নাহি নিস্ফল,
ছায়াসম থাকে সঙ্গে সঙ্গে।
জন্মান্তর কর্ম্ম বন্ধ, জীবেকরে অনুবন্ধ,
ত্যাগনাহি করে সাধুসঙ্গে ॥ ২০১ ॥

বক্ষসি বহসি গিরীন্দ্রৌ ত্রিভুবন জয়িনী কটাক্ষেণ।
অবলাত্বং যদিসরলে কংবলবন্তং নজানীমঃ ॥ ২০২ ॥

গিরিদ্বয় বক্ষকরে, বহন করে অকাতরে,
কটাক্ষেতে ত্রিলোক জিনিলে।
শুনবলি হে সরলে, অবলা তোমারে বলে,
জানিনাক কারে বলি বলে ॥ ২০২ ॥

বিখ্যাতাঃকতিসন্তি ভূধরগণাঃ প্রায়োপিভূমিতলে। যাতাশ্চ-
ন্দনতাং যতোবিটপিনঃ সর্ব্বে তবৈবাশ্রিতাঃ কিন্ত্বেকং
মলয়ত্বদীয়মযশো লোকৈরিদং গীয়তে। যৎ শাকোট রসাল
শালবকুলে মাসীদ্বিশেষ গ্রহঃ ॥ ২০৩ ॥

বিখ্যাত বহুপর্ব্বত, আছে পূর্ণ ভারত,

তব তুল্য নাহিক জগতে।
বিখ্যাত মলয় নাম বহু তব গুণগ্রাম,
শুনি সব থাকে তবাশ্রিতে॥
কিন্তু তোমার এক অযশ, ভুবনে আছে প্রকাশ,
বলিশুন তার বিবরণ।
উত্তম অধম জনে, দয়াকর হে সমানে,
বায়ু দ্বারায় করহ চন্দন॥
শাকোট নিম্বাদি বৃক্ষ, শাল শরল প্রত্যক্ষ,
সবে তুমি চন্দন বৃক্ষ কর।
বিশেষ মান্য নাহি কর, সকলি হয় মান্যবর,
সব সাধুনাহিক ইতর॥ ২০৩

যজন্তে মাতস্ত্বাং দিবি দিবি সদো নিত্যমমৃতৈরপূর্ব্বাহারৌ
র্ঘৈর্জগতি জগদীশর্ব্যবনিপাঃ অতোযুক্তং তোয়ংফলকুসুমপত্রং
ভ্যজ নমে কিমাধত্তে বহ্নিঃ সঘৃতসমিধং প্রাপ্য নতৃণং ॥২০৪॥

দিব্যবেতে দিব তারা তব পূজাকরে।
পৃথিবীর নৃপগণে নানা উপচারে॥
এসকল দ্রব্য আমি নাদিতে পারিলে।
পুষ্পজল ফল মম যাবে কি বিফলে॥
বহ্নিযেমন ঘৃতপ্রাপ্তে গ্রহণ করেন তৃণ।
তদ্রূপ আমার দ্রব্য করহ গ্রহণ॥ ২০৪॥

ইয়ং ব্যাধায়তে বালা অয়দ্যাঃ কার্ম্মুকায়তে। কটাক্ষাশ্চ শরা-

য়ন্তে মনোমে হরণায়তে ॥ ২০৫ ॥

এইযে ব্যাধেরন্যায়বালা ভ্রু ধনুর ন্যায়আচরণ করিয়া কটাক্ষ শরের ন্যায় আচরণ করিয়া আমার মনরূপ মৃগকে হরণ করিতেছে ॥২০৫॥

অসং ভোগেন সামান্যং কৃপণস্য ধনং পরৈঃ। অস্যেদমিতিস-
ম্বন্ধোহানৌ দুঃখেচ গম্যতে ॥ ২০৬ ॥

কৃপণের ধন সম্ভোগ হয়না পর, উপভোগ করে, কৃপ-ণের মাত্র আমার বলিয়া সমন্ধমাত্র ও ধন হানিতে দুঃখ মাত্র অনুভব করে ॥ ২০৬ ॥

পিঙ্গলা পিঙ্গলাধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকাতথা। উল্কা সিদ্ধা সং-
কটাচ যোগিন্যষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২০৭ ॥

পিঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিবা উল্কা সিদ্ধা সংকটা এই অষ্টযোগিনী কীর্ত্তিতা হইয়াছে ॥ ২০৭ ॥

কেতকে পতিতে ভৃঙ্গে রেণুগর্ত্ত সকণ্টকে। যদক্ষত তনুর্যাতি
তদেব প্রচুরং মধু ॥ ২০৮ ॥

রেণু পূর্ণসকণ্টক কেতকী পুষ্পেপতিত হইয়া ভ্রমর যে অক্ষত শরীর আছে এই ভ্রমরের প্রচুর মধুলাভ হইয়াছে ॥ ২০৮ ॥

পদস্থিতেষু পদ্মেষু সখা সলিল ভাস্করৌ। পদচ্যুতেষু পদ্মেষু
ক্লেদ ক্লেশ করাবুভৌ ॥ ২০৯ ॥

স্বপদে স্থিত পদ্মের সখা সলিল ও সূর্য্য হইয়া থাকেন

পদ্ম পদচ্যুত হইলে পর, সেই সলিল, সূর্য্য, ক্লেদ ও ক্লেশ কর হন ॥ ২০৯ ॥

শ্রুত্বারামাভিষেকং নিয়তিশুভদং নিষ্ঠুর রাজকন্যা কৈকয়ীদুষ্টবুদ্ধিঃ দশরথমবদৎ নিষ্ঠুরংব্যক্যমেতৎ। রাজন্ রামাভিষেকং বিরমত মূঢ়ধে নিষ্কলঙ্ক কুলেঽস্মিন্ ভূপুত্রীযস্যপত্নী প্রভবতি সকথং ভূপতী রামচন্দ্রঃ ॥ ২১০॥

নিষ্ঠুরা রাজকন্যা কৈকয়ী রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক শ্রবণ করিয়া দশরথ রাজাকে বলিতেছেন হেমন্দবুদ্ধে রামাভিষেক কার্য্য হইতে বিরাম হয় তোমার নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যকুলেজন্ম হইয়াছে। তুমি এমন গর্হিত কার্য্যে প্রবর্ত্ত হয়োনা ভূকন্যা যে রামচন্দ্রের পত্নী হইয়াছেন সেই রামচন্দ্রকে তোমার ভূপতিকরণে ইচ্ছাহইল ॥ ২১০ ॥

ক্বচিন্নটতি কেরবী হসতি ঘোরচন্দ্রাবলী কনন্তি কুলপাঃ ক্বচিত্তপতিতাঙ্কতিং ভৈরবী। সুরাসুরপতেঃ স্বয়ং নমতি রৌতিসংস্তৌতিতাং প্রসীদগিরিবালিকে নিখিলপালিকেকালিকে ।২১১।

কেরবী নাম্নী ভৈরবী কোথায় নৃত্য করিতেছে
ঘোরচন্দ্রাবলী ভৈরবী কোনস্থানে হাসিতেছে ॥
কোনস্থানে রাক্ষসগণ নৃত্য করিতেছে।
কোনস্থানে ভৈরবী ভাঙ্গভজনা করিতেছে ॥
কোন স্থানে দেব দৈত্যাধিপতিগণ,

প্রণাম রোদন স্তব করিতেছে॥
সেই প্রসিদ্ধ অখিল লোকপালন,
কর্ত্রী গিরিবালিকা আমাদেরসম্বন্ধে প্রসন্নহৈন॥ ২১১॥

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ। ভূমিদারাপ হারীচ
ষড়েতে আততায়িনঃ॥ ২১২॥

অগ্নিদাতা বিষদাতা শস্ত্রহস্ত ধনাপহারক। ভূমি স্ত্রী অপহারী যে ব্যক্তি, এই ছয় জন আততায়ী বলিয়া জানিবেন॥ ২১২॥

তে শতানি বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ শতানিতে। পরেষু প্রতিপন্নেষু
পঞ্চোত্তরশতা বয়ং॥ ২১৩॥

যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিয়াছেন। উভয়পক্ষে বিরোধ সময়ে তাহারা শতভ্রাতা আমরা পঞ্চভ্রাতা কিন্তু পরের সহ যুদ্ধসময়ে, তাহাদেরসহ আমরা পঞ্চোত্তর শতভ্রাতা॥ ২১৩॥

তয়া কবিতয়া কিম্বা তয়া বনিতয়া বা কিং। পদবিন্যাসমাত্রেণ মনোন রমতে যযা॥ ২১৪॥

সেই কবিতা ও বনিতা দ্বারা কিহয় যে, কবিতা ও বনিতার পদবিন্যাসে মনের অভিরাম না জন্মে॥ ২১৪॥

মাতেব রক্ষতি পিতেবহিতেনিযুঙ্ক্তে কান্তেবচাভি রময়ত্যপনীয় খেদান্। কীর্ত্তিঞ্চ দিক্ষু বিতনোতি বিতনোতি লক্ষ্মীং
কিং কিং নসাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা॥ ২১৫॥

মাতার ন্যায় রক্ষাকারিণী পিতার ন্যায় হিতকারি ক্লেশনাশিনী কান্তার মনোহারিণী বিদ্যাদিকেং কীর্ত্তি বিস্তার কারিণী ও সম্পত্তি দায়িনী কল্পলতার স্বরূপ বিদ্যা সর্ব্ব অভীষ্ট প্রদায়িনী হন ॥ ২১৫ ॥

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূর তরং প্রযাতি যশ্চেতসা নগণিতং তদি হসমুপৈতি। প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটি.া তপস্বী ॥ ২১৬ ॥

রামচন্দ্র দুঃখ করিয়াবলিতেছেন। যে বিষয় চিন্তাক-রিলাম সে বিষয় অতিশয় দূরেগমন করিল। যে বিষয় কখন মনেকরিনা সে বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইল, কোথায় প্রাতঃকালে রাজাসম্রাট্ হইব সেই আমাকে জটাবল্কল ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষ বনগমন করিতে হইল ॥২১৬॥

পরস্ত্রী মাতেব কচিদপি নলোভঃ পরধনে নমর্য্যাদাভঙ্গঃক্ষ-ণমপি নীচেষভিরুচিঃ রিপৌশৌর্য্যং ধৈর্য্যং বিপদি বিনয়ঃ সম্পদিসতামিদংবত্ম ভ্রাতর্ভরত নিয়তং যাস্যসিপদং ॥২১৭॥

পরস্ত্রীকে মাতৃস্বরূপজ্ঞান করিবে কখন পরের ধনে অভিলাস করিবেনা কখন মনুষ্যেরমর্য্যাদাভঙ্গকরিবেনা নীচের সহিত কখন অভিরুচি করিবেনা শত্রুতে বীরভাব প্রকাশ বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে সম্পদেবিনয়ী হইবে এই সমস্ত সৎব্যক্তিগণের পথ

সর্ব্বদা অবলম্বন করিবে। এই উপদেশ রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছেন ॥ ২১৭ ॥

অৰ্দ্ধং দানব বৈরিণা গিরিজয়াপ্যর্দ্ধং শিবস্যাহৃতং দেবেত্থং জগতীতলে স্মরহরাভাবে সমুন্মীলতি গঙ্গাসাগর মম্বরং শশিকলা নাগাধিপাঃ ক্ষ্মাতলং সর্ব্বজ্ঞত্ব মধীশ্বরত্ব মগমৎ ত্বাং মাঞ্চ ভিক্ষাটনং ॥ ২১৮ ॥

একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এক মহোদয়ব্যক্তির সহিত দর্শন করিতে যাইয়াছিলেন ঐমহোদয় শিবার্চ্চনেরত আছেন দেখিয়া উক্তভিক্ষুক বলিতেছেন। শিব পূজাকরিতেছেন শিবদেবতা কোথায়। দানব বৈরি বিষ্ণু শিবের অৰ্দ্ধকায়া হরণ করিয়া হরিহর হইয়াছেন। দুর্গা অৰ্দ্ধেক হরণ করিয়া হরগৌরী হইয়াছেন। মহাদেবের সত্বগুণ জগতীতলে মিলিত হইয়াছেন। গঙ্গা সাগরে গমন করিয়াছেন। চন্দ্রকলা গগণে গমন করিয়াছেন, সর্প পাতালে গমন করিয়াছেন। মহাদেবের সর্ব্বজ্ঞত্ব অধীশ্বরত্ব মহাশয়কে প্রাপ্ত হইয়াছেন মহাদেবের ভিক্ষাগুণ আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ২১৮ ॥

দৃষ্টাতু হরতে পাপংস্পৃষ্টাতু ত্রিদিবং নয়েৎ প্রসঙ্গেনাপি-গঙ্গায়া মোক্ষদাহ্যবগাহিতা ॥ ২১৯ ॥

গঙ্গাকে দর্শনে পাপক্ষয় হয় স্পর্শনে স্বর্গগমন হয়

প্রসঙ্গ দ্বারা অবগাহিতা হইয়া গঙ্গাদেবী মোক্ষ প্রদাত্রী হন ॥ ২১৯ ॥

শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাত র্দেবি জাহ্নবি। অমৃতে নাম্বুনা-
দেবি ভাগীরথি পুনীহিমাং ॥ ২২০ ॥

হে ভক্তিসম্পন্নে জাহ্নবি দেবি তোমার অমৃতরূপ জলদ্বারা আমাকে পবিত্রকর, এই প্রার্থনা ॥ ২২০ ॥

শোকারাতি পরিত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনং। কেনরত্নমিদং-
সৃষ্টং মিত্র মিত্রাক্ষরদ্বয়ং ॥ ২২১ ॥

শোক ও শত্রু হইতে পরিত্রাণকরে, প্রণয় বিশ্বাস ভাজন মিত্র এই অক্ষর কে সৃষ্টিকরিল ॥ ২২১ ॥

যদাচ্যুত কথালাপ রসপীযূষবর্জ্জিতং। তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে
মেঘাচ্ছন্নে ন দুর্দ্দিনং ২২২ ॥

যে দিবস হরিকথারূপ অমৃত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট নাহয় সেইদিবস দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে ॥২২২॥

ত্বয়ি প্রসন্নে সতি কিং গুণেন ত্বয্য প্রসন্নে সতি গুণেন। রক্তে
বিরক্তেচ বরে বধূনাং নিরর্থকঃ কুঙ্কুমপত্রভঙ্গঃ ॥ ২২৩ ॥

তুমি প্রসন্ন হইলে গুণদ্বারা কি হয় তুমি অপ্রসন্ন হইলেই বা গুণদ্বারাকিহয়, অনুগত স্বামীঙ্গনা থাকিলে যে প্রকার কুঙ্কুম পত্রের গন্ধনিরর্থক হয় এবং অননুগতকেও কুঙ্কুম পত্রের গন্ধ নিরর্থক হয় ॥ ২২৩ ॥

রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণীচ পদ্মা কিংদেয় মস্তিভবতে জগদীশ-

রায়।আভীর বাম নয়না হৃদিসম্মিনায় দত্তং মনো যদুপতে যদি তদ্গৃহাণ॥ ২২৪॥

কোন ভক্তজন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন রত্নাকর তোমার গৃহ কমলা তোমার গৃহিণী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর যে তুমি তোমাকে আমি কি উপহার দিব, তবে আভীর, অর্থাৎ আহিরী গোপাঙ্গনার হৃদয় বিরাজিত যে তুমি তোমাকে মন অর্পণকরি যদি কৃপা করিয়া গ্রহণ করেন॥ ২২৪॥

কাসীতি প্রিয়পৃষ্টায়াঃ প্রিয়ায়াঃ কণ্ঠসংস্থয়োঃ। বচোজী বনয়োরাসীৎ পুরোনিঃসরণে রণঃ॥ ২২৫॥

কণ্ঠসংস্থা প্রিয় পৃষ্ঠা প্রিয়ার যাই এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জীবন, বাক্যের অগ্রযাইবার বিরোধরূপরণ হইয়াছিল, জীবন বলেন আমি অগ্রে মনবলেন্ আমি অগ্রে যাই॥ ২২৫॥

চত্বারো ধর্ম্মদায়াদা বহ্নিতস্কর পার্থিবাঃ। তেষাং জ্যেষ্ঠাপমানেন হরন্ত্যেতে ত্রয়োধনাঃ॥ ২২৬॥

ধর্ম্মদায়াদ চারিজন, চারির মধ্যে জ্যেষ্ঠধর্ম্মের অপমান হইলে, বহ্নি, তস্কর রাজা এই তিনজন ধন অপহরণ করেন॥ ২২৬॥

আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং। অন্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং নান্তঃ

র্বহি র্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।। ২২৭ ॥

যে তপস্যায় হরি পরিতুষ্ট হইয়াছেন তাহার আর তপস্যা প্রয়োজন কি। আর যে তপস্যায় হরি আরাধিত না হন তাহার তপস্যায় প্রয়োজন কি, যার অন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে হরি বিরাজিত আছেন তার তপস্যায় প্রয়োজন কি, আর যার হৃদয়ে ও বাহ্যে হরি বিরাজিত না হন, তার তপস্যা প্রয়োজন কি ॥২২৭ ॥

শত্রুণা সহ সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপিসন্ধিনা। উত্তপ্ত মপিপানীয়ংশময়ত্যেব পাবকং ॥২২৮ ॥

শত্রুরসহিত সুসম্বন্ধে সন্ধি করিলেপর, ফল প্রাপ্ত হওয়া জায়। যে প্রকার উত্তপ্তজলদ্বারা অগ্নির উপশমতা প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৮ ॥

গঙ্গাপাপং শশীতাপং দৈন্যং কল্পতরুস্তথা। পাপং তাপঞ্চ দৈন্যঞ্চ হন্তি সজ্জনদর্শনং ॥ ২২৯ ॥

পতিত পাবনীগঙ্গা পাপকে সংহার করেন, শীত কিরণ শশী উত্তাপকে সংহার করেন, কল্পতরু, দরিদ্রতাকে বিনাশ করেন। কিন্তু এক মাত্র সাধু সন্দর্শন, পাপ, তাপ, দৈন্যতা এই তিনকে সংহার করেন ॥ ২২৯ ॥

একামিব প্রভবমেব সহোদরাণাং মৃদ্‌জ্ভতে জগতি বৈরমিতি প্রসিদ্ধং। পৃথ্বী নিমিত্ত মভবৎ কুরুপাণ্ডবানাং তীব্রস্তথাপি

ভুবনক্ষয়কৃদ্বিরোধঃ ॥ ২৩০ ॥

এক আমিষ দ্রব্যজন্য সহোদরগণের পৃথিবীতে বৈরিতাজন্মে, যেরূপ এক পৃথিবীনিমিত্ত কুরুপাণ্ডব গণের ভুবনক্ষয় কারক বিরোধ জন্মিয়াছিল এই প্রমাণ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২৩০ ॥

গুণিনামাদরমুচিতং কলয়তি কেল কিবলংকুভূপঃ জীবনমপি যো দদাতি দণ্ডবৃদ্গৃহীতগুণ গৌরবং কুর্ব্বন্ ।। ২৩১ ।।

গুণিগণের সমাদর করা উচিত কেবল মন্দবুদ্ধি নৃপ, কলহ করিয়া গুণিগণের অপযশ করে দণ্ডীহইয়া যে নর স্বয়ং জীবন প্রদানে উদ্যত হয় কোনব্যক্তি সেই নরের সমাদর করে না ॥ ২৩১ ॥

মুখংপদ্মদলাকারং বাচাচন্দনশীতলং হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং ত্রিবিধং ধূর্ত্তলক্ষণং ॥ ২৩২ ॥

মুখ অর্থাৎবাক্য পদ্মদলের ন্যায় কোমল, বাক্যচন্দনের ন্যায়শীতল হৃদয় ক্ষুরেরন্যায় তীক্ষ এইতিন প্রকার ধুর্ত্তের লক্ষণ ॥ ২৩৩ ॥

অতিবিনয়ীস্মিতবিনয়ী বিনয়াবনতোনতগ্রীবঃ। অপিচরণধুলী নেতা পঞ্চৈতে বিষমাঃ ভ্রাতঃ ॥ ২৩৩ ॥

অতিশয় বিনয়কারি, অল্পং হাস্য করত বাক্যবিন্যাস কারি, বিনয় করতঃ নতহয়, গ্রীবাকে প্রণত করে, কথনং চরণধলি গ্রহণকরে এই পাঁচজন পৃথিবীমধ্যে

সহজ মনুষ্য নয় ॥২৩৩॥

যদীচ্ছেৎ শাশ্বতীং প্রীতিং ত্রীণি তত্র নকারয়েৎ। দ্যূত মর্থপ্রয়োগঞ্চ পরোক্ষে দারদর্শনং ॥ ২৩৪ ॥

যদ্যপি অবিচ্ছেদ প্রণয়কে ইচ্ছাকর, তবে তাহার সহদ্যূতক্রীড়াবর্জ্জন, অর্থসম্বন্ধ বর্জ্জন, অসমীক্ষে স্ত্রীদর্শন বর্জ্জন এই তিনকার্য্য সযত্নে রক্ষাকরিবে ॥২৩৪॥

মনস্বী ম্রিয়তেকামং কার্পণ্যং নতুগচ্ছতি। অপি নির্ব্বাণ মায়াতি নানলো যাতি শীততাং ॥ ২৩৫ ॥

মনুষ্য মরণকে ইচ্ছাকরে, দরিদ্রতা ইচ্ছাকরেনা। যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাণকে ইচ্ছাকরেন, কদাচ শীতলতাকে ইচ্ছাকরেন না ॥ ২৩৫ ॥

নসোঽস্তি পুরুষো লোকে যোন কাময়তে শ্রিয়ং। পরস্য যুবতীং রম্যাং সাকাঙ্ক্ষং বীক্ষতে নকঃ ॥ ২৩৬ ॥

সম্পত্তিকে ইচ্ছানাকরে সেরূপ পুরুষ পৃথিবীতে অতিশয় বিরল, যেরূপ মনোহারিণী পররমণীকে কে না দর্শনকরে ॥ ২৩৬ ॥

কেচিদ্রত্নশতং সহস্রমপরে লক্ষঞ্চ কেচিজ্জনা। মজ্জন্তঃ ক্ষণ মাত্রমেবজলধৌ কেচিন্মণিং লেভিরে। তদ্দৃষ্ট্বা দ্রুতমেব ভাগ্যরহিতঃ সম্মজ্জ্য রত্নাকরে ব্যালোড্যাম্বু চিরং সরন্ধ্রধবলং শম্বূকমেকংলভে ॥ ২৩৭ ॥

কোন দরিদ্র পুরুষ, সমুদ্রে মগ্নহইয়া কোনপুরুষ, শত-

মুদ্রা কোন নর; সহস্র মুদ্রা কোন নর লক্ষমুদ্রা লাভ করিতেছে, এই সমুদায় দর্শন করিয়া সমুদ্রে মগ্ন- হইল, মগ্ন হইয়া ভাগ্যরহিত সেই পুরুষ, বহুকাল জল আলোড়নকরিয়া সচ্ছিদ্র এক শম্বুক লাভ করিল ॥২৩৭॥

কল্পবৃক্ষোপিকালেন যদিস্যাৎ ফলদায়কঃ। কোবিশেষস্তদা
তস্য অন্যারণ্যমহীরুহৈঃ ॥ ২৩৮ ॥

কল্পবৃক্ষকামপ্রদ হইয়াও যদি যথাকালে ফলপ্রদ হইলেন তবে অন্য বৃক্ষেরসহ তাঁহার ভেদ কি রহিল ॥ ২৩৮ ॥

আস্তবিধুঃ পরমনির্বৃত এবমৌলৌ শম্ভোরিতি ত্রিজগতাং জনচিত্তবৃত্তিঃ। অন্তর্নিগূঢ়নয়নানলগুপ্তদাহং জানাতি কং
স্বয়ম্ তে বদ শীতরশ্মেঃ ॥ ২৩৯ ॥

শশী মহাদেবের ললাটে অতিশয়সুখে আছেন এইরূপ পৃথিবীস্থজনের হৃদয়বৃত্তি আছে। কিন্তু দেবাদিদেবের অন্তরে অবস্থিত যে নেত্রদাহ বিশি- ষ্টকাল কূটের দাহিকা শক্তিতে শীতকিরণের যন্ত্রণা যে রূপ উপভোগ হইতেছে সেকষ্ট চন্দ্রব্যতীত অন্যে পরিজ্ঞাত হইতে শক্ত হন্ না ॥ ২৩৯ ॥

বাসঃ হরস্য নেত্রহুতাশনেন হালাহলীভুজঙ্গ সমং তথাপি। কিং পৃচ্ছসি ত্বং বপুষঃ কৃশত্বং ভাগীরথি জানন মদনার্তি ॥ ২৪০ ॥

চন্দ্র দুঃখকরিয়া বলিতেছেন। মহাদেবের নেত্রহুতা- শনের ও আশীবিষ সর্পের সহিত আমার নিরন্তর বাস

হইতেছে। আমার দেহের কৃষতারবিষয় আর কি জিজ্ঞাসা কর। কেবল মাত্র হরশিরোবিহারিণী ভাগীরথির জলগ্রহণেতে জীবন ধারণ করিয়াছি ॥ ২৪০ ॥

পিতুর্ম্মমত্বং ভরতস্যভক্তিং কোদণ্ডশিক্ষা শিশুলক্ষ্মণস্য। সিতাসতীত্বং মমবাহুবীজং কৈকয়ি মাত স্তবপ্রসাদাৎ ২৪১

রামচন্দ্র কেকয়ীকে বলিতেছেন। হেকেকয়ি মাতঃ তোমার প্রসন্নতার অধীন, পিতার স্নেহত ভরতের ভক্তি, লক্ষ্মণের কোদণ্ড শিক্ষা ও সীতার সতীত্বও তোমার অধীন ॥ ২৪১ ॥

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপিস্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেবহিপাবকঃ ॥ ২৪১ ॥

হরি দুষ্টান্তঃ করণজন কর্ত্তৃক সংস্মৃত হইলেও পাপকে সংহারকরেন। যে রূপ ইচ্ছা বিহীনজন কর্ত্তৃক অগ্নিস্পৃষ্ট হইলেও অঙ্গাদি দাহকরে ॥ ২৪১ ॥

গোপনে জীবনগ্লানি র্মানগ্লানিরগোপনে। অনূঢ়ানঙ্গ পীড়েব মদীয়া মানসীব্যথা ॥ ২৪২ ॥

যে রূপ অবিবাহিতা কন্যার গর্ভ্ভধারণ গোপনে জীবন সংহার করে, প্রকাশে মানের গ্লানি হয় তদ্রূপ আমার মানসীব্যথা হইয়াছে ॥ ২৪৩ ॥

বাল্যং মেধাবয়োবুদ্ধি শ্চক্ষুস্ত্বক্ শ্রোত্রবিক্রমং। দশৈকেন নিবর্ত্তন্তে মনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ ॥ ২৪৪ ॥

বালকতা মেধা বয়স বুদ্ধি চক্ষুত্বক্ শ্রোত্র বিক্রম এই দশইন্দ্রিয় একমন হইতে নিবৃত্ত প্রাপ্তহয় ॥ ২৪৫

সর্ব্বাঃ সন্তুষ্টবস্তস্য সন্তুষ্টং যস্যমানসং। উপানদ্গূঢ় পাদস্য নম্নুচর্ম্মাবৃতে প্রভুঃ ॥ ২৪৬ ॥

যেজনের মন সর্ব্বদা তুষ্টথাকে তার সর্ব্ব বিষয় সন্তুষ্ট হয় যেরূপ চর্ম্মপাদুকাবৃত চরণের চর্ম্মাবৃতের কার্য্যকরে।২৪৬

বিদ্যয়া বিনয়োৎপত্তিঃ সাচেদবিনয়াবহা। কিং করোমি ক্বগচ্ছামি গরদায়াং স্বমাতরি॥ ২৪৭ ॥

যে বিদ্যাদ্বারা বিনয়ের উৎপত্তিহয়, সেই বিদ্যা যদি অবিনয়কে প্রদান করেন, তবে আমি কি করিব, কোনস্থানে যাইব, যে রূপ গর্ব্ভধারিণী মাতা যদি পুত্রকে গরল প্রদান করিলে সেই পুত্রের উপায় থাকেনা ॥ ২৪৭ ॥

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যম্বা স্তোভং হেলনমেবচ। বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ মশেষাঘহরংবিদুঃ ॥ ২৪৮ ॥

শঙ্কেত; পরিহাস, শোক, পরিহাস প্রভৃতিদ্বারা যদ্যপি বৈকুণ্ঠনাথ রমাপতির নাম গ্রহণকরে, তারসমস্ত পাপ নষ্টহয় ॥২৪৮ ॥

একোহিমৃৎপাত্র মনেকরূপং একোহিসর্ণোবহুভূষণাঢ্যং। বহু বর্ণধেনু গোক্ষীরমেকং শরীরভিন্নং পরমাত্মা একং ॥ ২৪৯ ॥

একমৃত্তিকা অনেকরূপ দ্রব্যজন্মায় একসর্ণ অনেক প্রকার

ভূষণজন্মায় নানাবর্ণ গো একবর্ণ দুগ্ধ জন্মায় যে রূপ, তদ্রূপ শরীর বিভিন্ন, পরমাত্মা এক রূপ জানিবে।। ২৪৯।

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষ্যাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং। দ্বয়ো র্ব্বিবাদে সংপ্রাপ্তে কিঙ্করঃ কিংকরিষ্যতি।। ২৫০।।

শঙ্করাচার্য্যসাক্ষ্যাৎ শঙ্কর ব্যাস সাক্ষ্যান্নারায়ণ ইহাদের উভয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে ভৃত্য আমি কিকরিব।। ২৫০।।

সুগ্রীবস্য শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণস্যচসেবয়া। বিভীষণস্য দোলেব মতিরায়াতি যাতিচ।। ২৫১।।

রাবণের পদাঘাতে বিভীষণ অতিশয় বিরক্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র সন্নিধানে গমন করিয়া বিভীষণের মন দোলার ন্যায় গমনা গমন করিয়াছিল, তাহার কারণ সুগ্রীবের সম্পত্তিদর্শন, ও লক্ষ্মণের সেবা দর্শনকরিয়া কি সুগ্রীবের মতকার্য্য করিব। নাকি লক্ষ্মণের মত জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিবো।। ২৫১।।

অজ্ঞান কলুষংজীবং জ্ঞানাভ্যাসা দ্বিনির্ম্মলং। অজ্ঞানন্তু স্বয়ং নশ্যেৎ জলংকরকরেণুবৎ।। ২৫৩।।

অজ্ঞানরূপ পাপেমগ্নযেজীব, জ্ঞান অভ্যাসদ্বারামুক্তহন পরেতে জ্ঞানও নষ্টহয় যেপ্রকার জলের দ্বারায় করকাদিগণ স্বয়ং উৎপন্ন ও মিলিত হয়।। ২৫৩।।

অধ্যাপকে নটে ধূর্ত্তে কুটিল্যাং বহুদর্শিনি। তত্রমায়া নকর্ত্তব্যা

যত্র মায়া প্রসূযতে ॥ ২৫৪ ॥

যে নর স্বভাবকে গোপনকরে, নটধূর্ত্তে আরদূতীস্ত্রী বহুদর্শিব্যক্তি ইহাদের প্রতি মায়া করিবে না যে-হেতু ইহারা মায়াকে প্রসব করে ॥ ২৫৪ ॥

স্থিতং পূর্ব্বং জলং যত্র পুনস্তত্রৈবগচ্ছতি। ইতিপর্য্যায়
মিচ্ছন্তি জীবানি ভরতর্ষভ ॥ ২৫৫ ॥

পূর্ব্বকালে জল যেস্থলেছিল আবার সেইস্থলে জাইবে জীবগণ এই পর্য্যায়কে ইচ্ছাকরে দেখিয়া আমি জীবিত আছি ॥ ২৫৫ ॥

আলস্যং স্থিরতামুপৈতি ভজতে চাঞ্চল্য মুদ্যোগিতাং মূকত্বং মৃদুতাং বিতনুতে বাচালতা প্রাজ্ঞতাং। কার্য্যাকার্য্য বিচারহিতা গচ্ছন্তিচাদর্য্যতাং মাতর্লক্ষ্মীস্তবৈব দৃষ্টিরাগতা
দোষাহিনস্যুর্গুণাঃ ॥ ২৫৬ ॥

হে লক্ষ্মীমাতঃ তোমার কৃপাবলোকনে মনুষ্যের দোষ সমুদায় গুণস্বরূপ হয় লক্ষ্মীর কৃপাবান আলস্যযুক্ত পুরুষকে লোকে স্থিরবুদ্ধিবলে এইরূপ চঞ্চল নরকে উদযোগিবলে মূর্খনরকে পরিমিত বক্তাবলে বাচাল ব্যক্তিকে প্রাজ্ঞবলে কার্য্য অকার্য্য বিবেক শূন্যনরকে সমাদরকরে এই সমস্ত লক্ষ্মীর কৃপাবলে জন্মে ॥২৫৬

শিবস্য নিন্দয়া জয়া তজ্জোষপুঃ স্বকীয়কং। তদঙ্ঘ্রি পঙ্ক-
জদ্বয়ে শবে শিবে কিমন্তু তং ॥ ২৫৭ ॥

হেজগজ্জননি মাতঃ তুমি যে শিবনিন্দাশ্রবণ করিয়া স্বীয়বপুত্যাগকরিয়াছিলে। সেই স্বামি শিবের বক্ষস্থলে পাদপদ্মদ্বয় প্রদান করিয়াছ এর পর আর অদ্ভুত কি আছে॥ ২৫৭॥

অলং গঙ্গয়ালং গয়াপিণ্ডদানৈ রলং কাশিকাবাস সন্ন্যাসধর্ম্মৈর্নবীনস্ফুরন্নীরদ শ্যামকায়া সমায়াতি চিত্তে যদীশানজায়া ২৫৮

আমার গঙ্গাতে অবগাহনের আবশ্যক নাই কিম্বা গয়াতে পিণ্ডদানের ও কাশীবাস সন্ন্যাস ধর্ম্মেতেও আবশ্যক নাই যদি নবীন নীরদ কায়া শ্যামা ভগবতী হৃদয়ে সমাগত হন, ॥ ২৫৮॥

অন্তর্গতা মদনবহ্নিশিখাবলীযা সাবাধ্যতে কিমিহ চন্দনপঙ্কলেপৈঃ। যৎকুম্ভকার পবনোপরি পঙ্কলেপৈ স্তাপায় কেবল মসৌ নচতাপশান্ত্যৈ॥ ২৫৯॥

কোন বিরহিণী বলিতেছে। আমার অন্তরে যে কন্দর্প বহ্নির উত্তাপ হইতেছে সেই উত্তাপ কি চন্দন লেপন দ্বারা শীতল হইতে পারে কখনও পারে না। যে রূপ কুম্ভকারের পয়নের উপরি পঙ্কলেপনের দ্বারা কিবল অগ্নিরউত্তাপ বৃদ্ধিহয় কদাচ তাপ শান্তি হয়না।২৫৯।

যা পাংশু পাণ্ডরবপুর্বিরসা পুরাসীৎ সৈবালকাঙ্কুরলতা মধুনা বিধত্তে। বক্রং প্রসর্পিততনোর্বিতনোতি ভঙ্গীং প্রায়ঃ পয়োধর সমুন্নতিরত্র হেতুঃ॥ ২৬০॥

পূর্ব্বসময়ে যে রূপ ধূলীধুষরিতছিল সেই দেহ যুবা অবস্থাতে সম্প্রতি অলকাঙ্কুর ধারণ ও বদনের প্রফুল্লতা জন্মিয়াছে। সে কিবল পয়োধরের বৃদ্ধি তাহার কারণ॥ ২৬১॥

অয়ি ধীবর পীবরস্তনি ত্যজ পন্থানমবধানতঃ। ইয়মেতি গিরীন্দ্রনন্দিনী মুঞ্জীররবৈর্নবুধ্যসে॥ ২৬২॥

হে সখি পীনস্তনি শীঘ্র সংযত হইয়া পথ ত্যাগকর, নূপুরদ্বারা রবকরতঃ গিরীন্দ্র নন্দিনী আসিতেছেন কি জাননা॥ ২৬২॥

না ব্রহ্মবর্দ্ধতে ক্ষত্রং নাক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে। ব্রহ্ম ক্ষত্র মিলিত্বৈব বর্দ্ধতে ক্ষীয়তেপিচ॥ ২৬৩॥

অব্রহ্মণ্য ক্ষত্রিয়ত্বকে বৃদ্ধিকরিতে পারেনা। অক্ষত্রিয়ত্ব ব্রহ্মণ্যকে বর্দ্ধন করিতে পারেনা। ব্রহ্মণ্য ক্ষত্রিয়ত্ব উভয় মিলিত হইয়া উভয়কে বৃদ্ধি করে॥ ২৬৩॥

উদ্ধব মাধব বিরহে পততি ন মনঃ কিমেভি রাশ্বাসৈঃ। জ্বলয়তি দ্বিগুণং জলাভিষেকা দহো স্নেহো সমুদ্ভবোবহ্নিঃ।২৬৪।

কোন গোপিকা বলিতেছেন হে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমাদের অন্তর্দ্দাহ হইতেছে তুমি আশ্বাসবাক্য দ্বারা আর বিরহ বৃদ্ধি করোনা। যে রূপ অগ্নিতেজলাভিষেকে বৃদ্ধি হয় সেই রূপ স্নেহ বাক্যদ্বারা মাত্র আমাদের বিচ্ছেদ অগ্নির বৃদ্ধি হয় হ্রাস হয়না। ২৬৪।

উদ্ধবমাবদ মাধববার্ত্তাং বয়মার্ত্তাঃ পুনরপিচ তৎ প্রসঙ্গাৎ। হুতবতি বৃসদানং স্বর্ণংনহি শীতলয়তি ফুৎ কারা। ২৬৫ ॥

উদ্ধব মাধবের কথাআমাকে আর বলোনা। সেই মাধবের বার্ত্তাতে আমার প্রজ্বলিত হুতাশনে ফুৎ কার প্রদানের মত মাত্র বিরহ বৃদ্ধি হয় ॥ ২৬৫ ॥

নবিপ্রপাদোদক কর্দ্দমানি-নবালবৎ সপ্রতিরোদিতানি। স্বাহা স্বধা স্বস্তিবিবর্জ্জিতানি শ্মশান তুল্যানি গৃহাণি তানি ॥২৬৬॥

ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালণের জলে যে গৃহেতে কর্দ্দম, না জন্মিল ও বালক বৎস যেগৃহে রোদন না করে এবং স্বাহা স্বধা স্বস্তি যে গৃহ নাহয় সেই গৃহ শ্মশান শমান ॥ ২৬৬ ॥

সর্ব্বংকালকৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ যদপ্রিয়ং। সকালোযদ্বশে লোকো বায়োরিব ঘণাবলিঃ ॥ ২৬৭ ॥

তোমার যে অপ্রিয় দর্শন হইতেছে সমুদায় কালকৃত মনে হইতেছে। যে রূপ বায়ুর অধীনে মেঘ সমুদায় অবস্থিতি করে তদ্রূপ সেই প্রসিদ্ধ কালের বশীভূত জগদ্বাসী সমুদায় জানিবে ॥ ২৬৭ ॥

খলং নজানন্তি বিপণ্ডিতা অপি ক্রিয়াং বিনাকারবশেন কেবলং। ক্লীবেতু লিঙ্গে বিহিতেপি নাম্নি স্বমোর্যথা জায়তে তুল্য রূপং ॥ ২৬৮ ॥

বিশিষ্ট রূপ পণ্ডিত হইলেও ক্রিয়া দর্শন ভিন্ন মাত্র

আকার দর্শনদ্বারা উত্তম বলিয়া জ্ঞাত হওয়া জায়না যে রূপ, ক্লীবলিঙ্গে বর্ত্তমান নামেতে বিহিত যে প্রথমার এক বচন ও দ্বিতীয়ার এক বচনে সমান রূপ হয় কিন্তু ক্রিয়ার সহিত যোগ হইয়া সকর্ম্মক কি অকর্ম্মক বলিয়া বোধ হয়॥ ২৬৮॥

আজন্ম বদ্ধমপি ভিদ্যত য়েবসখ্যং ভেদশ্চত জ্জনয়তি যদিচাত্র চক্রী। মন্থানদণ্ড পরিবর্ত্তন ঘূর্ননেন নীতং দ্বিধা দধিযথা নবনীত তক্রে।। ২৬৯॥

বহুলোক চক্রী হইলেও আজন্ম বদ্ধ যে সখ্যভাব, তাহাকেও বিচ্ছেদ করিয়া দাও। এহার দৃষ্টান্ত মন্থন দণ্ড চক্রেরন্যায় পরিবর্ত্ত হইয়া দধিও নবনীততে সমবেত রূপ সৌহৃদ্য নষ্টকরিয়া দ্বিধাকে নয়ন করে॥ ২৬৯॥

গুণোপি দোষাস্পদ মপ্রিযস্য প্রিয়স্য দোষোঽপি গুণৈকভূমিঃ সুধাপি চান্দ্রী বিষবর্দ্ধিষিণ্যাঃ সন্তাপহন্তা তপনাতপোঽপি ২৭০

অপ্রিয় ব্যক্তির গুণ দোষের আকর স্বরূপ হয় আর প্রিয় ব্যক্তির দোষ গুণের আস্পাদ তুল্য হয়। এহার দৃষ্টান্ত চন্দ্র সম্বন্ধিনী সুধা পদ্মিনীর নিকটে বিষবৎ হয়, পদ্মিনীর প্রিয়সূর্য্যের আতপ সন্তাপহরণ করেন॥ ২৭০॥

সদ্ভাব প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কাব্বিদগ্ধতা অঙ্কমারুহ্য সুপ্তা

মাংহত্বাকিং নামপৌরষং ॥ ২৭১ ॥

সদ্ভাব বিশিষ্ট অধীনব্যক্তিকে বঞ্চনায় কি প্রশংসা ভাজন হইবে। যে রূপ ক্রোড়দেশে নিদ্রিত ব্যক্তি যে আমি আমার জীবন হরণে কি পুরুষত্ব প্রকাশ হইবে ॥ ২৭১ ॥

মৌনংভদ্রংকৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জৈলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তার স্তত্রমৌনং হি শোভনং ॥ ২৭১ ॥

মেঘা গমনে পুংস্কোকিলগণ যে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন সে ভালই করিয়াছে কারণ যেস্থলে ভেকগণ বক্তা হয় সেই স্থলে মৌনাবলম্বন শোভাপায় ॥ ২৭১॥

ধিক্‌জীবিতং শাস্ত্রকলোজ্‌ঝিতস্য ধিক্‌জীবিতং ত্যক্তমনোরথস্য। ধিক্‌জীবিতং চোদ্যম বর্জ্জিতস্য ধিক্‌জীবিতং জ্ঞাতিপরাজিতস্য ॥ ২৭২ ॥

শাস্ত্রকল জ্ঞানরহিত ব্যক্তির জীবনকে ধিক। অভিলাস শূন্য ব্যক্তির জীবনকে ধিক। সর্ব্ববিষয়ে উৎ সাহশূন্য মনুষ্যের জীবনকে ধিক। জ্ঞাতি পরাজিত মনুষ্যের জীবনকে ধিক ॥ ২৭২ ॥

ন শোভতে রাজসভাং বিনা গুণী তমন্তরেণাপি ন শোভতেচসা যথা শশাঙ্কেন বিনা নিশীথিনী নিশীথিনীঞ্চাপি বিনা নিশাকরং ॥ ২৭৩ ॥

সভাভিন্ন গুণী শোভা পায়না গুণী ভিন্ন সভা শোভা

পায়না যে রূপ চন্দ্রভিন্ন রজনীর শোভা হয় না রজনী ভিন্ন চন্দ্রের শোভা পায় না ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকঃ শ্লোকতাংযাতি বক্তরি শ্রোতরিস্থিতে। হ্রিয়োষক্তান চশ্রোতা লকারস্তত্র ল প্যতে ॥ ২৭৪ ॥

উত্তম শ্রোতা সন্নিধানে শ্লোক, উত্তমকে প্রাপ্ত হয় শ্রোতা বিদ্যমান নাথিলে শ্লোক লকারশূন্য হয় ॥২৭৪।

সর্ব্বেষামেব পাত্রাণাং পরং পাত্রং মহেশ্বরঃ। পতন্তং ত্রায়তে যস্মাদতীবনরকার্ণবাৎ ॥ ২৭৫ ॥

সকল পাত্রের মধ্যে মহেশ্বর উত্তম। যেহেতু নরকার্ণবে পতিত নরকে ত্রাণ করেন ॥ ২৭৫ ॥

গুণবন্তো বিষীদন্তি নগুণগ্রাহকোযদি। সগুণ পূর্ণকুম্ভোঽপি যথাতোয়ে নিমজ্জতি ॥ ২৭৬ ॥

গুণগ্রাহক মনুষ্যর অভাবে গুণবান পুরুষ বিষন্নহয়। যে প্রকার গুণযুক্ত পূর্ণকলস্ গুণগ্রাহকের অভাবে কূপমধ্যে নিমগ্ন হয় ॥ ২৭৬ ॥

সুললিত মপিবাক্যং যাচকৈ র্বাচ্যমানং ধন বিতরণ ভীতা নাদ্রিয়ন্তে ধনাঢ্যাঃ। কৃতমোপি মশকানাং গুঞ্জ মুঞ্জন্ মুখানাং রুতমপি সহতে কো দংশনাশঙ্কচেতাঃ ॥২৭৭ ॥

যাচক ব্যক্তি সুমধুর নানাপ্রকার মনোহর বাক্য প্রয়োগ করিলে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ধনবিতরণ ভয়ে সহ্য হয়না, যে রূপ মশকগণ নানামধুর ধ্বনি শুনায় দংশনভয়ে

সেই রব সহ্য করিতে পারেনা ॥ ২৭৭ ॥

সাংসারিক সুখাশক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতিবাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং তংত্যজেৎ দণ্ডজং যথা ॥ ২৭৮ ॥

সংসার সুখে আশক্ত, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান প্রদাতা আমি, এই অভিমান যে ব্যক্তির অন্তরে বর্ত্তমান আছে। কর্ম্মোদ্ভব ব্রহ্ম, সেই ভ্রষ্টকে ত্যাগকরে। যে প্রকার দণ্ডজকে দণ্ডদাতা ত্যাগ করেন ॥ ২৭৮ ॥

দাতৃত্বং প্রিয়বক্তৃত্বং ধীরত্বং মুচিতাঙ্গতা। অভ্যাসেন ন লভ্যন্তে চত্বারঃ সহজাঃ গুণাঃ ॥ ২৭৯ ॥

দাতৃত্বগুণ প্রিয়বাদী ধীরতা উচিত বাক্যপ্রয়োগিতা এই চারিটী স্বভাবতঃ জন্মে অভ্যাসে জন্মে না ॥২৭৯ ॥

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং পশুর্দ্ঘ্রাণেনপশ্যতি বুদ্ধ্যা পশ্যন্তি বিদ্বাংসো ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ ॥ ২৮০ ॥

নৃপতি কর্ণদ্বারা দর্শন করেন, পশুগণ গন্ধদ্বারা দর্শন- পণ্ডিতগণ বুদ্ধিদ্বারা দর্শন করেন মূর্খগণ কর্ম্মসম্পন্নের পর দর্শন করে ॥ ২৮০ ॥

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশ স্তথৈব পরিরক্ষণে। নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ ॥ ২৮১ ॥

অর্থ উপার্জ্জনে ক্লেশ সেই প্রকার ক্লেশ অর্থরক্ষণে। অর্থনষ্টহলে দুঃখ ব্যয়ে কষ্টহয় এমন ক্লেশকারি অর্থকে ধিক্ ॥ ২৮১ ॥

পিতুর্গুণেন নচভাতিপুত্রঃ গুণান্বিতো যঃ সগুণেনভ্রাতি। অস্তংগতে ভাস্বতি নান্ধকারান্ শনিশ্চরোহন্তি বিধৌ বুধোন ॥ ২৮২ ॥

পিতারগুণেতে স্থ পুত্রগুণবান হয়না স্বীয় গণযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকে। এহার দৃষ্টান্ত, সূর্য্য ও চন্দ্র অস্তগত হইলে পর উভয়ের পুত্র শনি আর বুধ ইহারা অন্ধকারকে নষ্ট করিতে পারে না ॥ ২৮২॥

কবিতা কুজন সমক্ষং নোপতাপনীভুয়া। আনন্দয়তি কিমন্ধং মৃদুগতি রিন্দীবরাক্ষীণাং ॥ ২৮৩ ॥

কুজন সমীক্ষে কবিতার রস উপতাপজন্য হয়। যেরূপ পদ্মপলাশাক্ষী নারীগণের মৃদুগতি, অন্ধগণের আনন্দ জনক হয় না ॥ ২৮৩ ॥

যোযধ্রু বাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবং পরিসেবতে। ধ্রুবাণি পরিনশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবচ ॥ ২৮৪ ॥

যে নর, নিশ্চয়কে ত্যাগকরে অনিশ্চয়ের সেবাকরে তাহার নিশ্চয়, ও অনিশ্চয় উভয় নষ্ট হয় ॥ ২৮৪ ॥

পতিরতীবধনী স্থভগোযুবা, শিশুরলঙ্কুরুতে সদনং। সদা পর-বিলাস কলাস্থ পরাঙ্মুখ ইতি সাস্থদতী রোদিতি কথং ॥২৮৫

তোমারপতি অতিশয় ধনী ঐশ্বর্য্যশালী যুবা আমার গৃহকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। পরের সহ বিলাস ক্রীড়াদিতে পরাঙমুখ এই সমুদায়গুণ বিদ্যমান থাকি-

ত্তেও হে সুদতি কেন রোদন কর ॥ ২৮৫ ॥

বিষধরতো প্যাতিবিষমঃ খলইতি নমৃষা বদন্তি বিদ্বাংসঃ। যদয়ং নকুলদ্বেষী সকুলদ্বেষী পিশুনঃ ॥ ২৮৬ ॥

খলকে সর্পহইতেও মন্দ এইকথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন মিথ্যাবলেন না। যেহেতু সর্পকুলকে অর্থাৎবংশকে দ্বেষকরেনা। খলব্যক্তি বংশকে হিংসা করে ॥২৮৬॥

যদিযাস্যসিনিশ্চিতং ঘনান্ধকারে নীলাম্বরেণ তনুমাবৃণু মুগ্ধশীলে বিদ্যুল্লতাযদিপথি প্রতিবন্ধকীস্যা দপ্রাবৃতাসি কনকদ্যুতি গৌরিগচ্ছেঃ ॥ ২৮৭ ॥

শ্রীমতীকে বৃন্দে বলে মধুর বচনে।
নিশ্চয় যাইবে যদি কৃষ্ণসন্নিধানে ॥
মেঘান্ধকারে পূর্ণ হয়েছে রজনী।
নীলবসন পরি অঙ্গ ছাদ বিনদিনী ॥
মিষিবে কৃষ্ণেতে কৃষ্ণবসন যোগেতে।
বিঘ্নজাবার নাহি দেখি শঙ্কেত স্থানেতে ॥
পথে যদি বিঘ্নবতী হয় সৌদামিনী।
উপায় তাহার শুন কনকবরনি ॥
আবৃত সেই নীলবস্ত্র পরিত্যাগ করিবে।
বিদ্যুতে মিলিবে রূপ কেহ না দেখিবে ॥ ২৮৭ ॥

শীর্ণং গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং সম্পায় নস্পার্কতে মুকাঃ

কোকিল পঙক্তয়ঃ শিখিকুলং নব্যাকুলং নৃত্যতি। ইত্থংতাবি রহেণ কৃষ্ণভগবন্ সর্ব্বেপিদৈন্যাংগতাঃ কিন্তেকা যমুনা কুরঙ্গ নয়না নেত্রাম্বুভির্ব্বর্দ্ধতে ॥ ২৮৮ ॥

বিনয় করি উদ্ধব, বলে শুন শ্রীমাধব,
তবাভাবে ব্রজের দুর্দ্দশা।
ব্রজের সর্ব্ব সম্পদ, হয়েছে সর্ব্ব বিপদ,
পশুপক্ষির নাহি রক্ষা আশা ॥
গোগণ তৃণতেজেছে,পিকগণ মুকহয়েছে,
শিখিগণের নৃত্য নাহি হেরি।
এইরূপ তবাভাবে,দৈন্যরূপে আছে সবে,
আর এক শুনহ শ্রীহরি ॥
গোপিকানয়ন জলে, যমুনা প্রবাহ বলে,
বৃদ্ধি প্রাপ্ত অতিশয় হয়েছে।
তোমারবিহীনেসর্ব্ব,গোকুলেরশোভাখর্ব্ব,
মৃত্যুতুল্য সকলে রয়েছে ॥ ২৮৮ ॥

শীতলকর করদানাদ্দিনকরঃ পুষ্পাণ্যমুনি ধন্যানি। নবিনা-ভব করদানং বিদধতিমানং শতপত্রাণি ॥ ২৮৯ ॥

পদ্ম সুধাকরকে বলিতেছেন। হে শীতরশ্মে! সূর্য্যকর প্রদান দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করিতেছেন, কিন্তু তোমার করদান বিহীনে শতপত্রগণ মানপ্রাপ্ত হই-তেছেন না ॥ ২৮৯ ॥

অধিগতপরমার্থান পণ্ডিতান্ মাধিগমংস্থাঃ তৃণমিব লঘু-লক্ষ্মীর্নৈবতান্ সংরুণদ্ধি। অভিগতমদলেখা শ্যামগণ্ডস্থলীনাং ন ভবতিবিষতন্তু র্বারণং বারণানাং ॥ ২৯০ ॥

শাস্ত্রের পরমার্থকে অধিকার করেছেন, এরূপ পণ্ডিত-গণকে অবমান কর না। যেরূপ মত্ততাপ্রাপ্ত শ্যাম-গণ্ডস্থলী হস্তীকে পদ্মের মৃণাল মধ্যবর্ত্তি সূত্রদ্বারা বারণ করা যায় না সেই রূপ অধীত বিদ্য পণ্ডিত গণকে তৃণতুল্য লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পত্তি অবরুদ্ধ করিতে পারে না ॥ ২৯০ ॥

বিনাপ্যর্থৈর্ধীরঃস্পৃশতি বহুমানোন্নতিপদং। সমাযুক্তোপ্যর্থৈঃ পরিভব পদংযাতি কৃপণঃ। স্বভাবাদুদ্ভূতাং গুণসমুদায়াব্যাপ্তি বিষয়াংদ্যুতিং সৈংহীংকিংশ্বা ধতকনকমালোপি লভতে ॥ ২৯১

পণ্ডিতগণ অর্থবিহীন হইলেও বহুতর মান উন্নতি পদকে প্রাপ্ত হন। মূর্খজন প্রচুর অর্থ সমাযুক্ত হইলেও মান কি উন্নতিপদ লাভ করিতে পারে না। যেরূপ স্বভাবজ সিংহ যশ্বদ্ধিগুণকে কি কনকধৃত শুনীপুত্র গ্রহণ করিতে পারে কদাচ পারে না ॥২৯১॥

অত্যাসক্তি রনর্থায় দুরাসক্তিশ্চ নিষ্ফলা। সেব্যস্তে মধ্যভাবেন বহ্নিনৃপ গুরুস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৯২ ॥

অতিশয় আশক্ত অনর্থ নিমিত্ত হয়, বহু দিনান্তরও আশক্ত নিষ্ফল হয়। এ জন্য অগ্নিরাজা গুরু স্ত্রী

সহবাস মধ্যভাবেতে করিলে কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না ॥ ২৯২ ॥

উক্তির্নান্যাস্ফুরতি নিয়তং ধ্যানমন্যন্নচাস্তে পশ্যত্যন্যং ন খলু নয়নং ন শ্রুবোঽন্যং শৃণোতি। শ্যামঃদৃষ্ট্বাপথি স চকিতং রীতিরেতাদৃশীনো বৃন্দারণ্যে চিরপরিচিতাঃ কেনজীবন্ত্যো নার্য্যঃ ॥ ২৯৩ ॥

যে সময় কংসবধ জন্য শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করে সেই সময়ে মথুরাবাসিনী নারীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিতেছেন। যে শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিয়া আমাদিগের আর অন্য উক্তি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না অন্য ধ্যান নাই শ্রবণেন্দ্রিয় অন্য শ্রবণ করেন নাই, নয়ন অন্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না। কৃষ্ণকে পথি মধ্যে ক্ষণকাল দর্শন করিয়া আমাদিগের এতাদৃশী গতি হইল। বৃন্দাবনবাসিনী চিরপরিচয় করিয়াছে, যে নারীগণ তাহারা কি প্রকারে জীবিত আছে ॥ ২৯৩ ॥

কস্মাৎ যদ্যাহরিরসৌ কুরুতেঽবতারং প্রায়ঃ সমস্তমপিতত্ত্ব বিদোনসর্ব্বে। রামেঽপ্যনীশ্বরধিয়ো ভৃগুনন্দনাদ্যা কৃষ্ণে মহেন্দ্র পরমেষ্ঠিমুখাঃকিমন্যে ॥ ২৯৪ ॥

ভৃগুরাম প্রভৃতির শ্রীরামচন্দ্রেতে অনীশ্বর বুদ্ধি জন্মিয়াছিল এবং কৃষ্ণেতে ব্রহ্মাপ্রভৃতির ঈশ্বর ভেদের

জ্ঞান জন্মিয়াছিল, অন্য কথা আর কি বলিব। সেই হেতু এই নিশ্চয় হইল যে, যে সময় হরি অবতার কার্য্য করিবেন সেইসময় প্রায় সমস্তলোক তত্ত্বজ্ঞানী হইবে না ॥ ২৯৪ ॥

হৃষ্যন্তিভোজনেবিপ্রাঃ শিখিনোঘনগর্জ্জনে। সাধবঃ পর-কল্যাণে খলাঃপরবিপত্তিষু ॥ ২৯৫ ॥

বিপ্রগণ ভোজনে হর্ষ হয় ময়ূরগণ মেঘ গর্জ্জনে ও সাধুগণ পরমঙ্গলেতে হর্ষ হয় খলগণ পরের বিপত্তিতে হর্ষ হয় ॥ ২৯৫ ॥

স্বার্থং প্রবসতাংমিত্রং ভার্য্যামিত্রং গৃহেসতঃ। আতুরস্যভিষক্ মিত্রংদানং মিত্রংমরিষ্যতঃ ॥ ২৯৬ ॥

প্রবাসিগণের অর্থ সৎ ব্যক্তিগণের গৃহেতে ভার্য্যা পীড়িত ব্যক্তির বৈদ্য আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তির দান মিত্র স্বরূপ হয় ॥ ২৯৬ ॥

কাবানযাতি মথুরাং দধিবিক্রয়ায় কাবানযাতি যমুনাং জলমাপ্রহর্ত্তুং। কাবাভজেন্নহরেশ্চরণারবিন্দং হা ধিক্‌বিধেময়ি জনে কুলটাপবাদঃ ॥ ২৯৭ ॥

শ্রীমতি রাধার উক্তি। কোন নারী না মথুরায় দধি বিক্রয় করিতে যায় যমুনায় জল আহরণ করিতে বা কে না যায় হরির চরণ রূপ অরবিন্দের ভজনায় বা কোন নারী না করে, হা বিধাত! তোমাকে

ধিক্ কেবল আমাকে কুলটা বলিয়া জগতে প্রকাশ করিলে ॥ ২৯৭ ॥

কস্তূরীবরপত্রভঙ্গনিকরোভ্রষ্টো ন গণ্ডস্থলে ন লুণ্ঠং সখিচন্দনং স্তনতটেধৌতং ননেত্রাঞ্জনং। রাগোন স্খলিত স্তবাধরপুটে তাম্বুলসম্বর্দ্ধিতঃ কিংরুষ্টাসি গজেন্দ্র মন্দগমনে কিম্বা শিশুস্তে পতিঃ ॥ ২৯৮ ॥

কোন সখি প্রাতঃকালে প্রিয় সখিকে বলিতেছে। সখি! তোমার গণ্ডদেশে কস্তূরী অনুলেপন ভ্রষ্ট হয় না, নেত্রের অঞ্জন ধৌত হয় না তোমার অধরে পান্তের তাম্বুল রাগ বর্দ্ধিত রহিয়াছে। হে গজেন্দ্র সদৃশ মন্দগামিনি সখি; কি পতি সন্নিধানে রুষ্ট হইয়া যামিনী যাপন করেছ না তোমার পতি শিশু বলিয়া রতি ক্রিয়া জানে না আমাকে বিশেষ করিয়া বল ॥ ২৯৮ ॥

প্রত্যুক্তি।

সমায়াতেকান্তে কথমপিচকালেন বহুনা কথাভির্দ্দেশানাং সখি রজনীরর্দ্ধং গতবতী। ততোযাবল্লীলা কলহ কুপিতাস্মিপ্রিয় তমে সখিসপত্নীব প্রাচী দিগিয়মভত্তাবদরুণা ॥ ৩৯৯ ॥

উত্তর। হে সখি! বহুকালান্তর কান্ত সময়াত হইলে পর, স্বদেশের কথোপকথনে রজনী অর্দ্ধ গমন করিলেন। পরে প্রিয়তমে আমি লীলা কলহ করায়

কুপিত হইয়া কিয়ৎকাল অতি বাহিত করিলাম তৎ-পরেও স্বপত্নী সদৃশী প্রাচীদিক অরুণ কিরণগ্রস্তা হই-লেন আর কি বলিব ॥ ২৯৯ ॥

আকারেণ শশী গিরাপরভৃতঃ পারাবতশ্চুম্বনে যানেহংসবরো গুণে মনসিজোরত্যাং প্রমত্তোগজঃ ইত্থংভর্ত্তরিমে সমস্তযুবতি শ্লাঘে ধ্রুবংকিংব্রুবে মন্তাগ্যেন বিবাহিতঃ পতিরসৌ স্যান্নৈষ দোষোযদি ॥ ৩০০ ॥

আকারে চন্দ্র সদৃশ, বাক্যেতে কোকিল তুল্য, চুম্বনে পারাবত সদৃশ, গমনে উত্তম হংস তুল্য, গুণে কন্দর্প রতি বিষয়ে মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ এতাদৃশ যুবতিগণ কর্ত্তৃক প্রসংশীয় স্বামিতে . আক্ষেপের কথা আর কি বলিব এরূপ পতি সন্নিধানে থাকেন না এই দোষ ॥ ৩০০ ॥

লক্ষ্মীঃকচিৎ কচিদহো ক্বচিদেববাণী নৈকত্রধীরবসতঃ সততং বিরোধাৎ। চিত্রংপরং তদুভয়ন্ত্বয়ি সন্নিবাসো মন্যে তবাস্তি হৃদয়ে ভগবান মুকুন্দঃ ॥ ৩০১ ॥

হে ধীর, নিরন্তর সপত্নি বিরোধ জন্য কোন স্থানে লক্ষ্মী কোন স্থানে সরস্বতী বাস করেন। উভয়ে এক স্থলে কখন বাস করেন না কিন্তু এক বিচিত্র দর্শন করিতেছি সেই সপত্নি ভাবাপন্না উভয়ে তো-মাতে সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ নিরন্তর বাস করিতেছেন

ইহাতে আমি এই মনে করি, ভগবান মুকুন্দ তোমার হৃদয়পদ্মে বিরাজিত আছেন ॥ ৩০১ ॥

শ্রীমন্‌ধীরতবাননেচ ভবনে বাচা বিবাদারমা সাদৃশ্যাদরতঃ সুকীর্ত্তিদরতঃ পদ্মাতদন্তর্হিতা। তন্তীতাভবতোমুখে ভগবতী বাণী মুহুর্নৃত্যতি পদ্মাক্ষোঽপিযতোভবদ্ধৃদিসরোজাতে সদাতিষ্ঠতি ॥ ৩০২ ॥

হে শ্রীমন হে ধীর। তোমার আননে ও ভবনেতে সরস্বতির সহিত কমলা নিবাস করিতেছেন। তাহার কারণ উভকে তোমার সম্মান সমাদর আছে এবং তোমার সুকৃতির ভয়ে লক্ষ্মী তোমার অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন। তাহাকে দর্শন করিয়া ভগবতি বাণী তোমার আননে নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিবার কারণ তোমার অন্তঃপুরবাসিনী কমলাকে বঞ্চনা করিয়া তোমার হৃদয়ে নিবাস করিতেছেন যে ভগবান তাহাকে উপভোগ করিতেছেন ॥ ৩০২ ॥

পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়ং পরিসেব্যমানো ধীরোনমুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং। সংগীতবাদ্যলয়সাম্য বশংগতাপি মৌলিস্থ কুম্ভপরিরক্ষতিযন্নটীব ॥ ৩০৩ ॥

পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ রূপে সর্ব্বদা বিষয়ে অনুরক্ত থাকিলেও মোক্ষদাতা ভগবান মুকুন্দের সেবা কখনও ত্যাগ করে না। যে রূপ সংগীত বাদ্য

লয় সমপ্রদ যে নট মস্তকস্থিত কলসকে বিস্মরণ হয় না॥ ৩০৩ ॥

নৃত্যগীততানে লয়কৃন্নটো মৌলিস্থিতং কলসং নবিস্মরেৎ। এবমেব কুরুকর্ম্মসর্ব্বদা সর্ব্বভূতসুহৃদমাবিস্মর ॥ ৩০৪ ॥

নৃত্যগীত তান লয় প্রদানকারক নট, যেরূপ মস্তকস্থিত কলসকে বিস্মরণ হয় না তদ্রূপ সমুদায় প্রাণিগণে সৌহৃদ্য ভাব কখনও বিস্মরণ হয় না ॥ ৩০৪ ॥

ধূর্ত্তস্যবচনে কাস্থা কচিৎসত্যং কচিন্মৃষা। কচিদ্রৌদ্রংকচিদ্বৃষ্টিঃ শ্রাবণস্থদিনেযথা ॥ ৩০৫ ॥

ধূর্ত্তের অর্থাৎ শঠের বাক্যে নির্ভর করিবে না যেহেতু কথন সত্য বাক্য কয় কথন মিথ্যা বাক্য কয়, যে প্রকার শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি সর্ব্বত্র সমান হয় না ॥৩০৫

উপকারিণি বিশ্বস্তে শুদ্ধমতৌ যঃ সমাচরতিপাপং। তং জনম সত্য সন্ধং ভগবত্তিবসুধে কথং বহসি ॥ ৩০৬ ॥

যে ব্যক্তি উপকারি বিশ্বাসি শুদ্ধমতি ব্যক্তিতে পাপাচরণ সম্যকরূপে করে, হে বসুধেমাতঃ! তুমি কি প্রকারে সেই পাপাত্মাকে বহন কর ॥ ৩০৬ ॥

কলের্দ্দশসহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মেদিনীং। তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতাঃ ॥ ৩০৭ ॥

কলির দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণু পৃথিবীতে থাকিবেন তাহার অর্দ্ধকাল গঙ্গা জল ক্ষিতিতে থাকিবেন

তার অর্দ্ধকাল গ্রাম্য দেবতাগণ পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন ॥ ৩০৭ ॥

স্বল্পোপি বহুতাভাতি মহতা যদ্বিদীয়তে। শম্ভুদত্তং যথাতোয়ং গঙ্গাকভুবিবিস্তৃতং ॥ ৩০৮ ॥

মহৎ ব্যক্তি স্বল্প দান করিলেও বহু হইয়া বিরাজিত হয়। যে প্রকারে দেবাদিদেব মহাদেব কর্তৃক পৃথিবীতে দত্ত যে গঙ্গোদক ব্যাপকরূপে দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ৩০৮ ॥

কবিনাচ বিভূর্বিভুনাচ কবিঃ কবিনাবিভুনা প্রভিভাতিসভা। পয়সাকমলং কমলেন পয়ঃপয়সা কমলেনচ ভাতিসরঃ ॥৩০৯॥

কবি দ্বারায় বৈভব হয় বৈভব দ্বারায় কবি হয়। বৈভব ও কবিদ্বারায় সভা শোভিতা হয়। যে রূপ জলদ্বারা পদ্মের শোভা হয়, পদ্মেরদ্বারায় জলের শোভা হয় এবং পদ্ম ও জল উভয়ের দ্বারায় সরোবরের শোভা হয় ॥ ৩০৯ ॥

বাসঃকাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজে তনোর্মার্জ্জনং। ভক্ষংস্বাদুরসাল দাড়িম্বফলংপেয়ং সুধাভংপয়ঃ। পাঠ্যং সংসদিরাম নাম সততং ধীরস্যকীরস্যমে। হাহাহন্ত তথাপিজন্মবিটপে ক্রোড়ে মনোধাবতি ॥ ৩১০ ॥

স্বর্ণ পিঞ্জরে বাস, নরবরের হস্তকমল দ্বারায় দেহ মার্জ্জিত হয়, সুস্বাদু দাড়িম্বফল ভক্ষণ করে ও সুধা

মদ পেয়দ্রব্য পান করে এবং নৃপসভা মধ্যে নিরন্ত সুমধুর রাম নাম পাঠ করে তথাপি আক্ষেপের বিষয় এই যে, বনজ পক্ষি জন্ত নিয়ত আমার মন ক্রোড়ে ধাবিত হয়॥ ৩১০॥

অসন্তুষ্টাদ্বিজানষ্টাঃ সন্তুষ্টাশ্চ নরাধিপাঃ। সলজ্জাগণিকানষ্টা নির্লজ্জাচকুলাঙ্গনাঃ॥ ৩১১॥

অসন্তুষ্ট দ্বিজ নষ্ট হয়, সন্তুষ্ট রাজা নষ্ট হয়, সলজ্জ বেশ্যা নষ্ট হয়, নির্লজ্জা কুলাঙ্গনা নষ্ট হয়॥ ৩১১॥

বিরহানল সন্তপ্তাভাবিনী কাপিকামিনী নবাঙ্গানি সমুৎসৃজ্য গ্রহণে রাহবেদদৌ॥ ৩১২॥

বিরহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কোন কামিনী গ্রহণ সময়ে নূতন অঙ্গকে উৎসর্গ করিয়া রাহুকে প্রদান করিতেছে॥ ৩১২॥

মলয়াচলসম্ভূতে বাতেয়াতে শনৈঃশনৈঃ। নিনিন্দ বানরান্ কাচিৎ কামিনী যামিনিমুখে॥ ৩১৩॥

মলয়াচলের বায়ু সমাগমে কোন কামিনী ভাবিনী হইয়া বানরকে নিন্দা করিতেছে। অথবা বাশব্দে দুঃখ করিয়া নরকে নিন্দা করিতেছে॥ ৩১৩॥

নভূতপূর্ব্বো নচকেনদৃষ্টো নশ্রূয়তে হেমময়ঃ কুরঙ্গঃ। তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ॥ ৩১৪॥

কোন স্থানে স্বর্ণমৃগ জন্মে না, হেমমৃগের বার্ত্তার

শ্রবণ হয় না। তথাপি যে রঘুনন্দনের স্বর্ণমৃগের প্রতি বাসনা হইয়াছিল, সে কেবল শ্রীবিনষ্ট হইবার নিমিত্ত ॥ ৩১৪ ॥

সদাসন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তিনঃ। যাহিলৈষ কথাস্তেষা মুপদেশাভবন্তিহি ॥ ৩১৫ ॥

সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের সন্নিধানে অভিগমন করিবে, কারণ উপদেশক পণ্ডিতগণের কথা শ্রবণ, মনুষ্যগণের উপদেশ হয় ॥ ৩১৫ ॥

প্রতিকূলতামুপগতেহিবিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা। অবলম্বনায় দিনভর্ত্তু রভূন্নপতি সৎকর সহস্রমপি ॥ ৩১৬ ॥

বিধাতা প্রতিকূল হইলে বহু সাধন বিফল হয়, যে প্রকার সূর্য্যদেবের কিরণ সহস্র হইলেও অবলম্বন না করিলে বিফল হয় ॥ ৩১৬ ॥

অকারণ মুখম্লানিঃ কঠিনত্বং বিশালতা। উন্নতিঃ পরতাপায় নীচস্যচ কুচস্যচ ॥ ৩১৭ ॥

কোন কারণ প্রাপ্ত না হইয়াও খল ব্যক্তিগণের মুখম্লান কঠিন হয়। যে রূপ স্বভাবতঃ পরপীড়া নিমিত্ত নীচ ব্যক্তিগণ ও স্তনদ্বয়ের উন্নতি, মুখম্লান ও কঠিনতা জন্মে ॥ ৩১৭ ॥

ধনেনকিংযোনদদাতি নাশ্নুতে বলেনকিংযশ্চরিপুং নবাধতে।

তেনকিং যোনহিধর্ম্মমাচরেৎ। কিমাত্মনা যো ন জিতে-
ন্দ্রিয়োভবেৎ॥ ৩১৮॥

যে ধনে উপভোগ না হয় সে ধনে কি হয়, যে বলে শত্রু দমন না হয় সে বলে কি হয়, যে জ্ঞানে ধর্ম্ম না জন্মে, সে জ্ঞানে কি হয়, যে আত্মায় জিতেন্দ্রিয় না হয় সে আত্মায় কি হয়॥ ৩১৮॥

পরোপি হিতবান্‌বন্ধু র্বন্ধুরপ্যহিতঃপরঃ। অহিতোদেহজোব্যাধি র্হিত মারণ্যমৌষধং॥ ৩১৯॥

পরও হিতকারক বন্ধু হয়, বন্ধু যে ব্যক্তি সে অহিতকর হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, দেহজ ব্যাধি অহিত করে, অরণ্য ঔষধ হিতকারি হয়॥ ৩১৯॥

অবিরুদ্ধাবিরুদ্ধাঃ স্যু র্বিধাতরি বিরোধিনি। দগ্ধসম্বুক চুর্ণানি দহ্যন্তে সলিলৈরপি॥ ৩২০॥

বিধাতা বিরুদ্ধ হইলে অবিরুদ্ধ যে সেও বিরুদ্ধ হয় যেরূপ দগ্ধ সম্বুক চুর্ণকে সলিলও দাহ করে॥ ৩২০॥

যাবদেব কমলাকৃপান্বিতা তাবদেব ভবনং বধূঃসুখং। পৌরুষান্বিত তনুর্জনাদরো নাস্তিচেৎ প্রথমবর্ণবর্জ্জিতঃ॥ ৩২১॥

যেপর্য্যন্ত কমলাদেবীর কৃপা থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ভবন, বধূ, সুখ, জন সমাজে মান্য, মনুষ্যের আদরণীয় থাকে, সেই কমলার কৃপাহীন হইলে প্রথমবর্ণ বর্জ্জিত হয় অর্থাৎ কমলার, ক হীন হয় মলা থাকে॥ ৩২১॥

কামংক্রোধংভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ। নিত্যংহরৌ বিদধতো যান্তিতন্ময়তাং হিতে॥ ৩২২॥

কামনা ক্রোধ ভয় স্নেহ ঐক্যতা সৌহৃদ্য এই সমুদায় যে নর নিত্য হরিতে বিধান করে সেই নর হরির সারোপ্য মুক্তি প্রাপ্য হয়॥ ৩২২॥

সুশীলোভবধর্ম্মাত্মা মৈত্রপ্রাণহিতেরতঃ। নিম্নংযথা প্রপবগা পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥ ৩২৩॥

হে মৈত্র! তুমি শীলতা সম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বপ্রাণের হিতে রত হও। যে প্রকার নদীসমস্ত, নিম্নাগতি দ্বারা, উত্তম সম্পদ রত্নাকরকে প্রাপ্ত হন॥ ৩২৩॥

সন্তঃকোঽপি নসন্তি যদিচে দুঃখেনজীবন্তিতে। বিদ্বাংসোঽপি নসন্তি সন্তিযদিচেদ্দুঃখেন জীবন্তিতে। রাজানোপি নসন্তি সন্তির্যদিচে তৃষ্ণাকরগ্রাহিণঃ দাতারোপি. নসন্তিসন্তিযদিচেৎ সেবানুকূলাঃকলৌ॥ ৩২৪॥

কলিতে সৎমনুষ্য নাই যদিও সৎ মনুষ্য আছে তাহা দিগকে দুঃখে জীবিত থাকিতে হয় এবং বিদ্বানও কলিতে নাই যে দুই এক জন বিদ্বান আছে তাহারা নিতান্ত অহঙ্কারান্বিত, কলিতে রাজাও নাই যে ভূপতি গণ আছেন তাহাদের কর গ্রহণেতেও ব্যগ্রতা, দাতাও তদ্রূপ অভাব,যে দাতৃগণ আছে তাহারা সেবানুকূলে রত ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া থাকেন॥ ৩২৪॥

সন্ধ্যাবন্দন বেলায়াং তত্তভাগংদ্বিজোত্তমৈঃ। অত্রক্রিয়াপদং গুপ্তংমর্য্যাদা দশবার্ষিকী ॥ ৩২৫ ॥

সন্ধ্যাবন্দন বেলাতে সেই প্রসিদ্ধতভাগে গমন কর, এই শ্লোকের ক্রিযাপদ গোপনে আছে পণ্ডিতগণকে ক্রিয়াপদ প্রকাশ করণে দশবার্ষিক মর্য্যাদা অর্থাৎ সময় দেওয়া হইল ॥ ৩২৫ ॥

ত্রিভার্য্যা ত্রিশালাশ্চ এযোভৃত্যাশ্চবান্ধবাঃ। এবং বেদ বিরুদ্ধাশ্চ নহ্যেতে মঙ্গলপ্রদাঃ ॥ ৩২৬ ॥

তিন ভার্য্যা ত্রিশালা অর্থাৎ তিন গৃহ তিন ভৃত্য তিন মিত্র এই বেদ বিরুদ্ধ তিন কখনও মঙ্গলপ্রদ হয় না ॥ ৩২৬ ॥

প্রাণাত্যয়েসমুৎপন্নে চান্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন সপাপেন পদ্মপত্রনিবাম্ভসা ॥ ৩২৭ ॥

কোন কারণে জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবন' হইলে পর নিষিদ্ধ স্থানেতেও পদ্মপত্রে যেরূপ জলস্পর্শ হয় না তদ্রূপ অন্ন ভক্ষণে পাপভাগী হয় না ॥ ৩২৭ ॥

পিতরোধনলুব্ধোশ্চ রাজা খড়্গাধরস্তথা দেবতাবলিমিচ্ছন্তি কোমে ত্রাতাভবিষ্যতি ॥ ৩২৮ ॥

কোন দরিদ্র ব্যক্তি বলিতেছে, পিতা ধনকে ইচ্ছা করিতেছেন, রাজা কর জন্য খড়্গ হস্তে আছেন, এবং

দেবগণ বলি অর্থাৎ উপহারকে ইচ্ছা করিতেছেন আমার পরিত্রাণকর্ত্তা কে হইবেন ॥ ৩২৮ ॥

ভাগ্যংফলতিসর্ব্বত্র ন বিদ্যা নচপৌরুষং। সমুদ্রমথনাল্লেভে হরির্লক্ষ্মীংহরোগরং ॥ ৩২৯ ॥

পুরুষসম্বন্ধি ভাগ্য, বিদ্যা ও পুরুষত্ব অপেক্ষা না করিয়াও ফল প্রদান করে, ইহার দৃষ্টান্ত ভগবান নারায়ণ সমুদ্র মন্থনে কমলাকে লাভ করিলেন, মহাদেব দেবাদিদেব হইয়াও হলাহল গরলকে লাভ করিলেন ॥ ৩২৯ ॥

অজরজঃ খররজ স্তথাসম্মার্জনীরজঃ। স্ত্রীণাংপাদরজশ্চৈব শক্রাদপিহরেৎশ্রিয়ং ॥ ৩৩০ ॥

অজ অর্থাৎ ছাগ খুররজ, গর্দ্দভ খুররজ আর সংমার্জনী রজ ও স্ত্রীপদরজ এই সমুদায় ধূলি ইন্দ্রের সম্পত্তিকেও নষ্ট করিতে শক্ত হন । ৩৩০ ॥

গুরুপত্নীন্তুযুবতীং নাভিবাদেহপাদয়োঃ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংস মপকর্ষতি ॥ ৩৩১ ॥

যুবতী গুরুপত্নীর পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া অভিবাদন করিবে না। কারণ বলবান ইন্দ্রিয় সমুদায়, বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে ॥ ৩৩১ ॥

লোকপ্রতীতি বিষয়ে প্রমদাবিরুদ্ধং অর্থোপলব্ধয় বিশৌনিরতং

হিচেতঃ। ভ্রষ্টাবধূরিব করেণপতিংস্পৃশন্তী গোপ্যাঙ্গমর্পয়তি জারজনায় গুপ্তা॥ ৩৩২॥

কোন কৃষ্ণভক্ত আক্ষেপপূর্ব্বক বলিতেছে। হায় আমি কেবল লোকের প্রতীতি জন্যই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া থাকি, কিন্তু অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে নিয়তই চিত্ত প্রমত্ত। যেমন শয়নস্থিতা ভ্রষ্টাঙ্গনাগণ করস্পর্শদ্বারা পতিকে প্রতীতি জন্মাইয়া গুপ্তাঙ্গ উপপতির প্রতি অর্পণপূর্ব্বক তাহারই মনোরথ সিদ্ধি করে॥ ৩৩২॥

আশয়া যেজনাদাসা স্তেদাসাজগতামপি। আশাদাসী কৃতা-যেন তস্য দাসায়তে জগৎ॥ ৩৩৩॥

আশাকর্ত্তৃক যাহারা দাস হয় তাহাদিগকে জগতেরই দাস হইতে হয়, কিন্তু আশাকে যিনি দাসী করিতে সক্ষম হন, জগৎসংসারই তাহার দাস॥ ৩৩৩॥

মাভীমস্পৃশ পাদাভ্যাং একাদশ চমূপতিং। পঞ্চানামপিযো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃত মানুষঃ॥ ৩৩৪॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিয়াছেন। হে ভীম! যে ব্যক্তি পাঁচজন মাত্রকেই ভরণপোষণ করে তাহাকেও প্রাকৃত মনুষ্য বলা যায় না, অতএব একাদশ চমূপতি রাজা দুর্য্যোধনকে পদদ্বারা স্পর্শ করিও না॥ ৩৩৪॥

ক্ষীরসারমপহৃত্যশঙ্কয়া স্বীকৃতং যদিপলায়নত্বয়া। মানসে মম নিতান্ত তামসে নন্দনন্দনকথংন লীয়সে ॥ ৩৩৫ ॥

কোন ভক্ত ব্যক্তি বলিয়াছেন। হে কৃষ্ণ! তুমি নবনীত চুরি করিয়াছ বলিয়া যদ্যাপি শঙ্কাপূর্ব্বক পলায়ন করাই অবধারিত করিয়া থাক, তবে নিতান্ত অন্ধকারাবৃত হইয়াছে, যে আমার মন তাহার মধ্যে কেন লুক্কায়িত হও না ॥ ৩৩৫ ॥

অবলাযত্রপ্রবলা শিশুরবনীশো নিরক্ষরোমন্ত্রী। তত্রধনাশা কাবা জীবনমপি সংশয়ং মন্যে ॥ ৩৩৬ ॥

যে স্থানে স্ত্রীপ্রবলা এবং যে স্থানে শিশু রাজা, আর যেস্থানে মূর্খ মন্ত্রী, সেস্থানে ধনের আশা দূরে থাকুক জীবনই সংশয় জ্ঞান করিতে হয় ॥ ৩৩৬ ॥

মিত্রংস্বচ্ছতয়া রিপুংনয়বলৈর্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং কার্য্যেন দ্বিজ-মাদরেণ যুবতীং প্রেম্নাগুণৈর্ব্বান্ধবান্। অত্যুগ্রং স্তুতিভিগুরুন্ প্রণতিভির্ম্মূর্খং কথাভির্ব্বুধং বিদ্যাভীরসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্বশং ॥ ৩৩৭ ॥

শীলতা থাকিলে তদ্দারা সকলকেই বশীভূত করিতে সক্ষম হয়। যথা—মিত্র ব্যক্তির প্রতি নির্ম্মলতা প্রকাশ করিবেক, তাহাহইলে তদ্দারা অবশ্যই তাহাকে বশীভূত হইতে হয়। তদ্রূপ রিপুগণকে বলপ্রকাশ দ্বারা, লুব্ধ ব্যক্তিকে ধনদ্বারা, জগদীশ্বরকে

সৎকার্য্যদ্বারা, ব্রাহ্মণকে আদরদ্বারা, স্ত্রীকে প্রেমদ্বারা বান্ধবদিগকে গুণদ্বারা, অতিরাগান্ধ ব্যক্তিকে স্তুতিবাদ দ্বারা, গুরুগণকে নম্রতাদ্বারা, মূর্খব্যক্তিকে বাক্য-বিন্যাসদ্বারা, পণ্ডিতগণকে বিদ্যাদ্বারা এবং রসিক ব্যক্তিকে রসদ্বারা বশীভূত করিবেক॥ ৩৩৭॥

অস্তংগচ্ছসি গচ্ছগচ্ছসুমতে স্বস্ত্যস্তু নিত্যংপথি বক্তব্যং কিয়-দস্তি নাথ জগদানন্দৈক সিন্ধোরবে। নাহংকৌরবিণী চকোর নিবহস্তৎ প্রীতিরিন্দূদয়ে পদ্মিন্যানগতির্বিনাদিনপতিং স্মর্তব্য মেতৎ পুনঃ॥ ৩৩৮॥

পদ্মিনী সূর্য্যের প্রতি বলিতেছে। হে সুমতে। জগ-তের আনন্দ বিষয়ে সিন্ধুস্বরূপ এক মাত্র রবি তুমি অস্ত যাচ্ছ যাও পথে তোমার মঙ্গল হউক, কিন্তু আ-মার একটি নিবেদন, দেখ, চন্দ্রোদয়ে যাহাদিগের প্রীতি জন্মে আমি সেই কৌরবিণী নহি এবং চকোর সমূহও নহি, অতএব নিজ প্রণয়িনী পদ্মিনীর যে এক মাত্র দিনপতি ভিন্ন গতি নাই এইটি যেন তোমার স্মরণ থাকে॥ ৩৩৮॥

সেবেন্দৈব বিষমান্ পুরুষক্রমেণ দাসস্তবৈবজগতি প্রতিপাদ-য়ামি। হে কৃষ্ণবর্ণয়িত মস্তক দূতগোষ্ঠীং যষ্টীংত্বরন্তি নশঠা মহাদাশয়্যাকিং॥ ৩৩৯॥

কোন কৃষ্ণভক্ত বলিতেছেন। হে কৃষ্ণ! আমি যদিচ পুরুষানুক্রমে সদাকালই বিষয়ের সেবা করিয়া থাকি কিন্তু মহারাজকৃতান্তের কিঙ্করগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য তোমার দাস বলিয়াই জগতে প্রকাশ করি। শঠ লোকেরা মহৎ ব্যক্তির নাম প্রকাশ করিয়া কি ঘাট অবতরণ করেন না ॥ ৩৩৯ ॥

বেলাবনালী যদিনীরদানা মাকাঙ্ক্ষতে নীরনিষেচনানি। গম্ভীরতাবা বহুনীরতাবা তরঙ্গিতা বা জলধের্ব্বৃথৈব ॥ ৩৪০ ॥

সমুদ্রতীরস্থ বনসমূহকে যদ্যপি মেঘের জলের আকাঙ্ক্ষা করিতে হয়, তাহাহইলে সমুদ্রের বহুনীরতাও বৃথা, গম্ভীরতাও বৃথা এবং তরঙ্গিতাও বৃথা ॥৩৪০

করৈরেবাত্যুগ্রৈঃ প্রতপতিরঘূনাং কুলপতিঃ কৃপালেষং মাতা নকুরুতেযতঃ কণ্টকময়ী। পতিঃপ্রাণাধীশঃ ক্ষণমপি বিরামং নকুরুতে বিধেবামেবামঃ সুহৃদপি নকামঃ প্রভবতি ॥৩৪১॥

বনগমনোন্মুখী সীতা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিতেছেন। রঘুবংশের কুলপতি সূর্য্যদেব অতি উগ্রকরদ্বারা সন্তপ্তা করিতেছেন এবং মাতা বসুমতীর কৃপালেষ মাত্রও নাই, এই জন্য তিনি কণ্টকময়ী হইয়াছেন, পদ নিক্ষেপ করিতে শক্তা হইতেছি না, আর প্রাণের অধীশ্বর পতি রামচন্দ্র ইনিও ক্ষণকাল বিরাম করিতেছেন না, অতএব বিধাতা যখন

বাম হয় তখন সুহৃৎ ব্যক্তিও বাম হয় কোন কার্য্যেই আইসে না ॥ ৩৪১ ॥

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোস্তিচেদ্দেহিনাং জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদিসুহৃৎদ্রব্যৌষধিঃ কিংফলং। কিং সর্পৈর্যদিদুর্জ্জনঃ কিমুধনৈর্ব্বিজ্ঞান বিদ্যাযদি ব্রীড়াচেৎ কিমুভূষণৈঃ সুকবিতা যদ্যস্তিরাজ্যেনকিং ॥ ৩৪২ ॥

যদ্যপি ক্ষমা গুণ থাকে তবে কবচের কি প্রয়োজন, যদি ক্রোধ থাকে তবে শত্রুর কি প্রয়োজন, যদ্যপি জ্ঞাতি থাকে তবে অগ্নির কি প্রয়োজন, যদ্যপি সৌহৃদ্যভাব থাকে তবে দ্রব্য এবং ঔষধির প্রয়োজন কি, আর যদ্যপি দুর্জ্জন হয় তবে সর্পের প্রায়োজন কি, আর যদি অনিন্দনীয়া বিদ্যা থাকে তবে ধনের কি প্রয়োজন, আর যাহার লজ্জা আছে তাহার ভূষণের কি প্রয়োজন এবং যে ব্যক্তি সুকবি হন তাঁহার রাজ্যেরই বা প্রয়োজন কি ॥ ৩৪২ ॥

জ্ঞাতিজ্ঞাতি বিরোধেন উভয়োর্ম্মরণং ভবেৎ। শিংসপা মূল পত্রাভ্যাং সর্পয়োর্ম্মরণংযথা ॥ ৩৪৩ ॥

জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বিরোধ উপস্থিত হইলে উভয়কেই কালকবলে পতিত হইতে হয়। যেমন শিংসপা বৃক্ষের মূল এবং পত্রদ্বারা উভয় সর্পের মরণ হইয়াছিল ॥ ৩৪৩ ॥

মৃত্যুঃশরীরগুপ্তারং স্বীকর্ত্তারং বসুন্ধরা। দুশ্চরিত্রেবহসতে স্বামিনং সুতবৎসলং ॥ ৩৪৪ ॥

শরীর মার্জ্জক ব্যক্তিগণকে যমরাজ উপহাস করেন, যে কাহার শরীরকে তুমি মার্জ্জনা কর এবং রাজাগণকে পৃথিবী উপহাস করেন যে, কাহার পৃথিবী লইয়া তুমি গৌরব প্রকাশ কর। যেমন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীগণ সুতবৎসল পতিকে মনে মনে উপহাস করে, যে কাহার সন্তানকে তুমি বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিতেছ ॥ ৩৪৪ ॥

দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলী কুরুতে। ক্ষীণাঞ্চলমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ ॥ ৩৪৫ ॥

পরিমিতের অধিক ধন ব্যয়শীল জনকে ধন আকুল করে, যেরূপ পীনস্তনীও স্থূলজঘনা কুলবতী কামিনীকে অঞ্চলহীন বসন, আকুল করে ॥ ৩৪৫ ॥

মাভুক্তংক্ষীয়তেকর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেবভোক্তব্যং কৃতংকর্ম্মশুভাশুভং ॥ ৩৪৬ ॥

কোটি কল্পেতেও ভোগ ভিন্ন কর্ম্মক্ষয় হয় না। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয় ॥ ৩৪৬ ॥

অসত্যবাণী পরদারসেবা সন্নিগ্রহোদুষ্ট জনানুরাগঃ। পাপেস্বুরক্তি সুকৃতে বিরক্তং স্বভাবঃ কলিবৎ সলক্ষ্ম ॥ ৩৪৭ ॥

সর্ব্বদা মিথ্যা বাক্য ও পরদারে আসক্তি সতেরনিগ্রহ

অসতের সহিত অনুরত, শুভ কার্য্যে বিরাগ, পাপকর্ম্মে অনুরাগ এই সমুদায় কার্য্য কলিবৎসল রাজার স্বভাব ॥ ৩৪৭ ॥

পঠতাংশঠতামহর্নিশং সুচিরং ভেদমধীত্যবেদং। পটুতানৃত জল্পকল্পনে ক্রিয়তে তস্যনৃপস্য বশ্যতা ॥ ৩৪৮ ॥

দিবারাত্রি শঠতা অধ্যয়ন্ সুহৃদ্ভেদ করণে নিপুণতা মিথ্যা বাক্য সর্ব্বদা কল্পনা ও জল্পনা করা কলিবৎসল রাজা সেই নরের বশতাপন্ন হন ॥ ৩৪৮ ॥

রাজাবিবুদ্ধিঃ কিতবাঃসদস্যাঃ খলঃসমাজঃ পিশুনশ্চমন্ত্রী। পরস্পরং মৎসরিণশ্চ লোকাঃকুতঃসতামত্র শুভপ্রসঙ্গঃ॥৩৪৯॥

রাজা বিরুদ্ধ বুদ্ধি, সদস্যগণ ধূর্ত্ত, সমাজ খল, মন্ত্রী হিংস, সমাজ অর্থাৎ সভা অহঙ্কারান্বিত, এমত রাজ্যে উত্তম ব্যক্তির শুভ প্রসঙ্গ কোথায় ॥ ৩৪৯ ॥

সংপীড়নং পৌরুষমন্যনারী রতির্ব্বিনোদোঽনৃতবাগবীচ। নিত্যক্রিয়াশিষ্টজনাপকারো রীতিঃ প্রজানাং কলিবৎসলস্য ॥ ৩৫০ ॥

পরকে উৎপীড়ন করা, পরস্ত্রী হরণেতে পুরুষত্ব প্রকাশ করা, মিথ্যা বাক্য কথনে আড়ম্বর করা, শিষ্টজনের অপকার নিত্যকর্ম্ম, কলিবৎসল রাজার গুণেতে প্রজাগণের এই রূপ ব্যবহার হয় ॥ ৩৫০ ॥

জেজেগৌতম সুন্দরীং সুরপতিশ্চন্দ্রশ্চ ভার্য্যাংগুরোঃ। ধর্ম্মো-

পিস্বয়মেব পাণ্ডুনৃপতেঃ পত্নী মযাসীত্তথা। গোপানাং বণিতা নিতান্তমভজৎ দেবঃস্বয়ংমাধবো মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনো বিদধিরে দোষং পরস্ত্রীরতৌ॥ ৩৫১॥

দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের সুন্দরীকে অপহরণ করিলেন, এবং চন্দ্র গুরুপত্নীকে হরণ করিলেন, স্বয়ং ধর্ম্ম পরস্ত্রী পাণ্ডুপত্নীতে গমন করিয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ পূর্ণাবতার কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা সহিত নানা প্রকার ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। এই সমুদায় উক্রম উত্তম ব্যক্তির কর্ম্ম দর্শন না করিয়া মূর্খ পণ্ডিতগণমাত্রেই পরস্ত্রী গমনেতে দোষ দেখাইয়াছেন॥ ৩৫১॥

স্বপ্নেপিসত্যং ন কদাচিদূচে নিথ্যার্ণবোঽয়ং গণকাধিরাজঃ। অমৃষ্যবাণী শশশৃঙ্গভঙ্গী মঙ্গীকরোত্যম্বর পুষ্পকল্পা॥ ৩৫২॥

মিথ্যার্ণবনামকগণক, স্বাপ্নিক অবস্থাতেও কথন সত্য বলে না। শশকের শৃঙ্গ, গগণপুষ্প এই সমস্ত অসঙ্গত বাক্য স্বীকার করেন॥ ৩৫২॥

হসন্তীম্বা হসন্তীংবা হসন্তীং বামলোচনাং। হেমন্তে নহি সেবন্তে তেনরা দৈববঞ্চিতাঃ॥ ৩৫৩॥

হেমন্ত সময়ে যে নর হাস্যযুক্ত বামলোচনাকে সেবা না করে, সেই নর দেবগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত এ বিষয়ে সংশয় নাই॥ ৩৫৩॥

কথমস্তসুখং পরস্ত্রিয়াং যদি শক্রাশনমেব নেষ্যতে। ভবিতাতু বিনোদনং কুতঃপরনারী যদি নোপগম্যতে ॥ ৪৫৪ ॥

যদ্যপি শক্রাশন অর্থাৎ সিদ্ধি আদি মাদক দ্রব্য পান করিয়া পরস্ত্রীকে কামনা না করিল, তাহার আমোদ প্রমোদপ্রভৃতি সমুদায় অকারণ অর্থাৎ মিথ্যা ॥ ৩৫৪ ॥

দর্শেপি দর্শয়তি পূর্ণশশাঙ্ক বিম্বং শূন্যেহিলোটয়ন্তি তুঙ্গতুরঙ্গ নাগান্। প্রায়েণ বাচয়তি হাস্যযুতাশ্চবাচঃ শক্রাশনাৎ পরতরং কিমিহাস্তিবস্তু ॥ ৩৫৫ ॥

শক্রাশন পান করিলে, বস্তু শক্তি এই প্রকার, অমাবস্যাতে পূর্ণচন্দ্র দর্শন করা, শূন্যমার্গেতে উচ্চ অশ্ব হস্তীকে গমন করায়, প্রায় হাস্যযুক্ত বাক্য বলে, অপরকে হাস্য করায়, সহজ এই প্রকার হয়,, অতএব ইহার পর অপূর্ব্ব বস্তু পৃথিবীতে কি আছে ॥ ৩৫৫ ॥

হেহে পয়োধে কিমুতবগর্ব্বং শম্বুকরূপং নকরোতিশঙ্খং। করোতিগর্ব্বং মলয়োহতিধন্যা চ্ছাকোটাদিবৃক্ষং তরুচন্দনস্য ॥ ৩৫৬ ॥

হে পয়োধে! তুমি প্রশংসীয় কিসে, যেহেতু তুমি শম্বুককে শঙ্খ করিতে পার না। মলয় পর্ব্বত গর্ব্ব করিতে পারেন্ যেহেতুক শাকোটাদি বৃক্ষকে চন্দন করিতে সমর্থঃ ॥ ৩৫৬ ॥

অন্তঃসারবিহীনস্ত সহায়ঃ কিংকরিষ্যতি। মলয়াবেষ্টিতোবেণু র্বেণুরেব ন চন্দনং ॥ ৩৫৭ ॥

অন্তঃসার বিহীন ব্যক্তির সাহায্য কে করিবে। মলয় পর্ব্বত বেষ্টিত যে বেণু অর্থাৎ বংশ বংশও থাকে চন্দন হয় না ॥ ৩৫৭ ॥

বিদ্বানেবহিজানাতি বিদ্বজ্জনপরিশ্রমং। নহিবন্ধ্যাবিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাং ॥ ৩৫৮ ॥

বিদ্বানজনের পরিশ্রম বিদ্বানজন জানে, মূর্খ জানিতে পারে না। যে প্রকার বন্ধ্যাস্ত্রী গুরুতরা প্রসব বেদনা জানেন না, প্রসূতা স্ত্রীগণ জানে ॥ ৩৫৮ ॥

ক্বচিত্তুষ্টঃ ক্বচিদ্রুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ। অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ ॥ ৩৫৯ ॥

কোন সময়ে সন্তোষ কোন সময়ে অসন্তোষ, ইহার পরিবর্ত্ত কোন্ কোন্ সময়ে, এই হেতু অস্থির চিত্ত ব্যক্তির প্রসন্নতাও ভয়ঙ্কর ॥ ৩৫৯ ॥

কুব্জামপিনহিমুঞ্চতি পরোপদেশদেষ্টাপি। অধুনামথুরানাথঃ কলিযুগ বেদান্তিনাতুলিতঃ ॥ ৩৬০ ॥

পরের উপদেশদাতা হইয়াও কুব্জাকে পরিত্যাগ করেন না। তাহার কারণ সম্প্রতি মথুরানাথ কলি-যুগের জ্ঞানির ন্যায় হইয়াছেন ॥ ৩৬০ ॥

দেশেস্বীয়েভবতি নৃপতিঃপূজিতোনান্যদেশে বিদ্বান্‌পূজ্যঃ সকল সমিতৌ তৎসুতোনৈবতাদৃক্‌। যস্মাত্তাভ্যাং সমধিকতয়া গণ্যতেঽসৌকুলীনস্তস্মাদ্রক্ষ্যং কুলমতিধনং প্রাণপণ্যৈঃকুলীনৈঃ
॥ ৩৬১ ॥

স্বীয় দেশে নৃপতি পূজনীয় হন, অন্য দেশে পূজ্য হন না এবং বিদ্বান ব্যক্তি সমস্ত সভাতে পূজনীয় হন, কিন্তু তাঁহার পুত্র মূর্খ হইলে পুজ্য হন না। যে ব্যক্তি কুলীন, উক্ত দুই জন অপেক্ষা অধিকতর পূজনীয় হন, সেই হেতু কুলীন পুত্র প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া অতিশয় উৎকৃষ্ট, কুলধনকে রক্ষা করিবেন ॥ ৩৬১ ॥

অন্নাদষ্টগুণংপিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণংপয়ঃ। পয়সোঽষ্টগুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণংহবিঃ। হবিষোঽষ্টগুণংতৈলং মর্দ্দনান্নচ ভক্ষণাৎ ॥ ৩৬২ ॥

অন্ন অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক পিষ্টক গুরুতর, পিষ্টক অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক দুগ্ধ গুরুতর, দুগ্ধ অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক মাংস গুরুতর, মাংস অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক গুরুতর ঘৃত, ঘৃত অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক তৈল গুরুতর, কিন্তু মর্দ্দনেতে ভক্ষণ হইতে নয় ॥ ৩৬২ ॥

কুক্কুরংকুলং ধক্ষ্যতিবিপ্রবহ্নি র্যাস্যন্ সুতস্তস্যাতি মাংসমন্নং। ইত্থংনৃপঃপূর্ব্ব মবালুলোচে ততোঽনুযজ্ঞে গমনংসুতস্য ॥৩৬৩॥

ব্রাহ্মণের ক্রোধস্বরূপ বহ্নি কুল ধ্বংস করে, সুত প্রদান করিলে শোকে সন্তপ্ত হইতে হইবে, রাজা দশরথ পূর্ব্বে এই আলোচনা করিয়া বিশ্বামিত্রকে পুত্র প্রদানে অনুমতি করেন ॥ ৩৬৩ ॥

বিপদ্‌ঘণধ্বান্ত সহস্রভানবঃ সন্নিহিতার্থা হিতকামধেনবঃ।
অপারসংসার সমুদ্রসেতবঃ পুনন্তুমাং ব্রাহ্মণপাদরেণবঃ ॥৩৬৪॥

বিপদ্‌রূপ মেঘসমূহের সহস্র সূর্য্যসদৃশ, অভিলসিত প্রদা কামধনু স্বরূপ, অপার সংসার সমুদ্রের সেতু স্বরূপ, যে ব্রাহ্মণগণের পদরজ আমাকে পবিত্র করুন্ ॥ ৩৬৪ ॥

নিশম্য শ্রীগোপীরমণ মুরলীবিভ্রমরবং সমন্তাদুড্ডীনো লিখিত ইবতস্থৌদিবিখগঃ। মৃগোমুক্তাসদ্যঃ কবলমবলেঢ়ি শ্রুতিপথং ন সর্ব্বাঙ্গে শ্রোত্রং বদতি মনুজো নিন্দতিবপুঃ ॥ ৩৬৫ ॥

বিভ্রমজনক যে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি তাহা শ্রবণ করিয়া পক্ষীগণ আকাশমণ্ডলে চিত্রলিখিত পুত্তলিকার ন্যায় স্থিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত এবং মৃগগণ সদ্যগ্রাস পরিত্যাগ করিয়া সুমিষ্টানুভবে শ্রুতিপথ অবলেহন করিত, আর মনুষ্যগণ অতিকতর শ্রবণস্পৃহায় সকল শরীরে কর্ণ নাই বলিয়া শরীরকে নিন্দা করিয়া থাকিত ॥ ৩৬৫ ॥

বাঞ্ছাসজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতিগুরৌনম্রতা,বিদ্যায়াংব্যসনং স্বযোষিতিরতি র্লোকাপবাদেভয়ং। ভক্তিঃশূলিনি শক্তিরাত্ম দমনে সংসর্গমুক্তিঃখলে এতে যেষু বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যোনমঃ ॥ ৩৬৬ ॥

সজ্জন সঙ্গমে যাহার বাঞ্ছা থাকে এবং পরের গুণে যাহার হর্ষ হয়, আর গুরুতে নম্রতা, বিদ্যাতে পরিশ্রম, স্বকীয় স্ত্রীতে রতি, লোকাপবাদের ভয়, ঈশ্বরেতে ভক্তি, আত্মদমনে শক্তি এবং খলের সঙ্গে যাহার সংসর্গ না থাকে, সেই সকল মনুষ্যগণকে নমস্কার করি ॥ ৩৬৬ ॥

অয়িপতঙ্গ লবঙ্গলতালয়ে পিব মধূনি বিধূয় মধুব্রতান্। ইহ বনেচ বনেচরসঙ্কুলে নহি সতামসতাঞ্চ নিরূপণং ॥ ৩৬৭ ॥

হে পতঙ্গ! যেহেতু এই বনে বনচরগণের মধ্যে কে সৎ এবং কে অসৎ তাহার নিরূপণ নাই অতএব তুমি লবঙ্গ লতালয়ে ভ্রমরগণকে দূরীভূত করিয়া মধু পান কর ॥ ৩৬৭ ॥

গোপ্যোনদোষো মথুরাঙ্গনানাং খলস্য কৃষ্ণস্যহিরীতিরেষা। বিপর্য্যয়োযেনকৃতশ্চ পিত্রো স্তস্যোপপত্নী পরিবর্ত্তনে কিং ॥ ৩৬৮ ॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী গোপিনীগণ মথুরাঙ্গনাগণকে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকারিণী বলিয়া নিন্দা করাতে শ্রীমতী বলিতেছেন।

হে গোপীগণ! মথুরাঙ্গনাগণের দোষ নাই, খল যে কৃষ্ণ তাহার ইহাই রীতি, দেখ, যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে পরিবর্ত্তন করিতে শক্ত হয়, তাহার উপ-পত্নীকে পরিবর্ত্তন করার আর আশ্চর্য্য কি ॥ ৩৬৮ ॥

যদিযাস্যতি গোবিন্দো মথুরায়াং ব্রজাৎক্বচিৎ। রাধায়ানয়ন দ্বন্দ্বে রাধানাম বিপর্জ্জয়ঃ ॥ ৩৬৯ ॥

শ্রীমতী বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপি ব্রজ হইতে পরে মথুরাতে যান, তবে আর কাহারও কিছু হইবে না, কেবল রাধার নয়ন যুগলেতে রাধা নামটি বিপর্য্যয় হইবে অর্থাৎ ধারা হইবে ॥ ৩৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য পদারবিন্দ যুগলং নধ্যাত মেকাক্ষরং তন্নামস্মরণং কদাপি ন কৃতং নোসেবিতং সদ্দ্বিজঃ। মদ্বাটী মমমন্দিরং মমজনো মৎপুত্র একান্ততো মদ্‌ভ্রাতা মমকামিনী মমমমেত্যুক্তেপি কালোগতঃ ॥ ৩৭০ ॥

কোন ভক্ত আক্ষেপপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয় একবারাও ধ্যান করিলাম না এবং তাঁহার নামও কখন স্মরণ করিলাম না, আর সৎব্রাহ্মণের সেবাও কখন করিলাম না, কেবল আমার বাটী, আমার ঘর, আমার জন, আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার কামিনী, ইত্যাদি রূপে সতত আমার আমার করিতেই কাল গেল ॥ ৩৭০ ॥

রথস্যৈকংচক্রং চরণরহিতাঃ সপ্ততুরগা নিরালম্বো মার্গশ্চরণ রহিতঃসারথিরপি। তথাপ্যেকোভাস্থ ত্রিভুবনমটত্যেক দিবসে ক্রিয়াসিদ্ধিঃস্বত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে ॥ ৩৭১ ॥

রথের একটীমাত্র চক্র, চরণ রহিত সপ্ত তুরগ, নিরালম্ব পন্থা এবং সারথিটি যে তিনিও চরণরহিত, তথাপি একমাত্র সূর্য্যদেব এক দিবসেতে ত্রিভুবন অটন করেন, অতএব মহদ্ব্যক্তির নিয়মিত ক্রিয়ার কিছুতেই অপলোপ হয় না ॥ ৩৭১ ॥

কিংজন্মনাজাতি পিতৃগুণেন কিম্বা শক্ত্যাহিযাতি নিজয়া পুরুষঃপ্রতিষ্ঠাং কুম্ভোদ্ভবেন মুনিনাম্বুধিরেবপীতঃ কুম্ভোন কূপমপি শোষয়িতুং সমর্থঃ ॥ ৩৭২ ॥

জন্মদ্বারা এবং পিতার গুণদ্বারা কিছুই হয় না পুরুষের নিজ শক্তি দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে, যেমন কুম্ভোদ্ভব মহামুনি অগস্ত্য, নিজশক্তিদ্বারা সমুদ্রও পান করিয়াছিলেন, কিন্তু কুম্ভ একটি কূপকেও শোষণ করিতে সক্ষম হন না ॥ ৩৭২ ॥

ফণিনোবহবঃসন্তি ভেকভক্ষকদক্ষকাঃ। একএবহি শেষোয়ং ধরণী ধারণক্ষমঃ ॥ ৩৭৩ ॥

সর্প অনেকই আছে কিন্তু সকলই ভেক ভক্ষণেতে দক্ষ পৃথিবীর ভার বহন করিতে অনন্ত ভিন্ন কাহারই সাধ্য নাই ॥ ৩৭৩ ॥

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি যচ্চেতসানগণিতং তদিহাভ্যুপৈতি। প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী সোহংব্রজামিবিপিণে জটিলস্তপস্বী ॥ ৩৭৪ ॥

শ্রীরাম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন। যাহা মনে মনে চিন্তা করা হয়, তাহা দূরে যায়, কিন্তু যাহা চিত্তেও গণনা করা যায় না, তাহা আসিয়া উপস্থিত হয়। কোথায় প্রাতঃকালে পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী হব, কোথায় জটিল তপস্বী হইয়া বনে চলিলাম ॥ ৩৭৪ ॥

কস্যেয়ং তরণিপ্রপা পথিকমে কিম্পীয়তেহস্যাংপয়ঃ ধেনুনা যথমাহিষংবধিরহে বারঃকথংমঙ্গলঃ। শুক্রোবাপি শনৈশ্চরোহয়ং ভমহোযত্তেহধরে দৃশ্যতে শ্রীমৎপান্থ নিতান্ত নাগরগুরো যদ্রোচতে তৎপিব ॥ ৩৭৫ ॥

এক কামিনীর জলছত্রে উপস্থিত হইয়া কোন সুরসিক পথিক জিজ্ঞাসা করিতেছে। হে তরণি! এই প্রপা কাহার, কামিনী উত্তর করিল, হে পথিক। ইহা আমার, পুনরায় পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন ইহাতে কি পান করে। কামিনী উত্তর করিল, পয়ঃ অর্থাৎ জল, কিন্তু পয়ঃ শব্দে দুগ্ধকেও উপস্থিত করে এই জন্য পথিক ব্যঙ্গভাবে বলিলেন, ধেনুর না মহিষের কামিনী উহা ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে পারিয়া বলিল। হে বধির! বার অর্থাৎ জল। পথিক পুনরায় ব্যঙ্গো-

ক্তিতে বলিলেন, মঙ্গলবার না শুক্রবার না শনিবার। কামিনী বলিল তাহা নয় অমৃত। পথিক বলিলেন যাহা তোমার অধরে দৃষ্ট হইতেছে। তখন কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, হে পান্থ। নিতান্ত নাগর গুরু তুমি, তোমার যাহা যাহা রুচি হয় তাহাই পান কর ॥ ৩৭৫ ॥

যাচিন্তা ভুবিপুত্রপৌত্র ভরণ ব্যাপারসম্ভাষণে যাচিন্তাধন ধান্যভোগ যশসাং লাভেসদাজায়তে। সাচিন্তা যদিনন্দনন্দন পদদ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং কাচিন্তাযম রাজভীম সদনেদ্বারপ্রয়াণে প্রভুঃ ॥ ৩৭৬ ॥

পৃথিবীতে পুত্রপৌত্রাদির ভরণ সম্ভাষণাদি ব্যাপারেতে যে চিন্তা হইতেছে এবং ধন ধান্য ভোগ যশঃলাভ নিমিত্ত যে চিন্তা সর্ব্বদা হইতেছে, সেই চিন্তা যদি ক্ষণকাল জন্য নন্দনন্দনের পদদ্বয় রূপ পদ্মেতে হয়, তবে অতি ভীষণ যে যমরাজেরদ্বার, সেই স্থলে গমনের আর কি চিন্তা থাকে। অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা থাকে না ॥ ৩৭৬ ॥

গাত্রংসঙ্কুচিতঃ গতির্বিগলিতা ভ্রষ্টাচ দন্তাবলী দৃষ্টির্নশ্যতি বৰ্দ্ধতে বধিরতা বক্ত্রঞ্চ লালায়তে। বাক্যং নাদ্রিয়তেচ বান্ধব জনোভার্য্যা ন শুশ্রূয়তে হাকষ্টং পুরুষস্য জীর্ণবয়সঃ পুত্রোপ্য মিত্রায়তে ॥ ৩৭৭ ॥

জরা অবস্থায় পুরুষের গাত্র সঙ্কুচিত, গতি স্খলিত, দন্ত চলিত হয়, চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না, বধিরতা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হয় এবং মুখ দিয়া সৰ্ব্বদা লাল পড়ে। সে সময়ে বান্ধবজন কথাতে আদর করে না। ভাৰ্য্যা সেবাদি করণে শিথিল হয়। অপরের কথা কি বলিব আপনার সন্তানও শত্রুর তুল্য আচরণ করে। হা ? পুরুষের জরা অবস্থা কি কষ্ট দায়ক ॥ ৩৭৭ ॥

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়িসাবিরক্তা সাপ্যন্য মিচ্ছতি জনং সজনোঽন্যশক্তঃ। অস্মৎকৃতেপরিতুষ্যতি কাচিদন্যা ধিক্তাঞ্চ মদনঞ্চইমাঞ্চমাঞ্চ ॥ ৩৭৮ ॥

আমি যাহাকে নিরন্তর চিন্তা করি সে আমাতে বিরক্তা, সেই নারী অন্য পুরুষকে অভিলাষ করে, তাহার অভিলষিত অন্য পুরুষ আবার অন্য নায়িকার অনুরাগী। আমাদের প্রতিও আবার অন্য কামিনীর অভিলাষ হইতে পারে। অতএব সে নায়িকাকে ধিক্, সে পুরুষকে ধিক্, কন্দর্পকে ধিক্, ইহাকে ধিক্, আমাকে ধিক্ ॥ ৩৭৮ ॥

অজ্ঞঃসুখমারাধ্যঃ সুখতর আরাধ্যতেঽশেষজ্ঞঃ। জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপিনরং ন রঞ্জয়তি ॥ ৩৭৯ ॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞ তাহার আরাধনা করা সহজ এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপাসনা মহাসুখে করা যাইতে পারে। অল্প জ্ঞানে কুপণ্ডিত যে ব্যক্তি তাহার মনো রঞ্জন করিতে ব্রহ্মাও সমর্থ হন না॥ ৩৭৯॥

গঙ্গাদীনাং সকলসরিতাং প্রাপ্যতোয়ং সমুদ্রঃ কিঞ্চিদ্‌গর্ব্বং প্রভবতি নহি প্রায়শোভূরিরত্নঃ। একোভেকঃ পরমমুদিতঃ প্রাপ্য গোষ্পাদনীরং কোমে কোমে রটতি বহুধা শব্দমুচ্চৈঃ সমুচ্চৈঃ॥ ৩৮০॥

বহুতর রত্নের আকর সমুদ্র, গঙ্গাদি সমস্ত সরিতের জলকে প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ গর্ব্ব করেন না, তাহার কারণ এই যে, মহৎ ব্যক্তি বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও গর্ব্বিত হয় না। ইহার ব্যতয় দেখ, যথা— এক ভেক গোষ্পদের জলকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কে আমি কে এই শব্দ সম্যক্ রূপে উচ্চৈঃস্বরে অবিরত প্রয়োগ করে॥ ৩৮০॥

যাস্যতিজলধরসময় স্তবজলসমৃদ্ধি র্লঘীয়সীভবিতা। তটিনী তটক্রুমপাতে তৎপাপং তে স্থাস্যতি॥ ৩৮১॥

সরিত্তীরবাসি কোন বৃক্ষ আক্ষেপে সরিৎকে বলিতেছে, বর্ষা সময় গমন করিবে তোমার জলরূপ প্রচুর ধন থাকিবে না, কিন্তু তট সম্বন্ধি বৃক্ষ আমাকে পতন করিবে, এই পাপ তোমার থাকিবে॥ ৩৮১॥

ন তদ্গৃহং যত্র ন বালকধ্বনি র্ন তদ্গৃহং যত্র নবা কুটুম্বিনী।
দূরস্থিতা নাতিথয়ঃ স্মরন্তিযৎ হিরণ্ময়ম্যেপি ন তদ্গৃহং গৃহং
॥ ৩৮২ ॥

যে গৃহেতে বালকের ধ্বনি নাই, যে গৃহেতে স্ত্রীলোক নাই, দূরস্থিত অতিথিগণ যে গৃহকে স্মরণ না করে, স্বর্ণময় গৃহ হইলেও সে গৃহ নয়, অর্থাৎ অপকৃষ্ট গৃহ ॥ ৩৮২ ॥

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়াহিসহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥ ৩৮৩ ॥

চতুঃশালাবিশিষ্ট গৃহকে পণ্ডিতগণ গৃহ বলে না, গৃহিণীকে গৃহ বলিয়াছেন। যেহেতু গৃহীগণ গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষ প্রয়োজনীয়, ধর্ম্ম অর্থ কামনা, উপভোগ করে ॥ ৩৮৩ ॥

ন দোষোমগধেমদ্যে অন্নযোনৌ কলিঙ্গকে। উড্রে ভ্রাতৃবধূ ভোগে গৌড়ে মৎসস্য ভোজনে ॥ ৩৮৪ ॥

মগধ দেশেতে সুরাপানে, কলিঙ্গ দেশে অন্ন ও যোনিতে, উড্র দেশে ভ্রাতৃবধূ উপভোগে, গৌড় দেশে মৎস্য ভোজনেতে দোষ হয় না ॥ ৩৮৪ ॥

নখানি বিধুশঙ্কয়া বিধুমুখীকরেণাবৃণোৎ। ততঃ কিশলয়ভ্রমাৎ করমথাক্ষিপদ্দ্রুতঃ। ততোবলয় সিঞ্জিতৈ র্ভ্রমরগুঞ্জমাশঙ্কয়া উচ্চৈরিতি কঙ্কণধ্বনিভিয়া পতন্ মূর্চ্ছয়া ॥ ৩৮৫ ॥

কোন বিরহিণী অতিশয় বিরহানলে মুগ্ধা হইয়াছেন, এমত সময়ে বিধুমুখী নখশ্রেণীতে সুধাংশু ভ্রমে হস্তকে উত্তান করতঃ নখশ্রেণীকে আবরণ করাতে অঙ্গুলীতে নূতন পল্লব ভ্রম হেতুক হস্তকে দূরদেশে নিক্ষেপ করিলেন, এমত সময়ে সুতরাং অলঙ্কারের শব্দ হইল, সেই ক্ষিপ্তবলয়র শব্দতে ভ্রমর গুঞ্জিত বিরহ অতিশয় উদ্দীপন হওয়ায় উহু শব্দ করিলেন, উহুরব কুহুরব ভ্রমে মূর্চ্ছা সহচরীর সহআলাপ করতঃ ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ৩৮৫ ॥

পিক বিধুস্তবহন্তি সমংতম স্তমপিচন্দ্রবিরোধি কুহূরবঃ।
ইতিতয়োরনিশং বিরোধিতা। কথমহো সমতা মমতাপনে
॥ ৩৮৬ ॥

বিরহিনীর উক্তি। হে পিক! বিধু তোমার সদৃশ অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তোমার চন্দ্র বিরোধি কুহূরব কুহূ শব্দে অমাবস্যাকে আহ্বান কর, এই রূপ তোমাদের পরস্পরের বিরোধ হউক কিন্তু বিরহিণী আমাকে তাপ প্রদানে উভয়ে সমান হইয়াছে ॥৩৮৬॥

অমীষাংবিশেষাং জননিখিকচাম্ভোজসদৃশাং নিমেষোন্মেষাভ্যাং
সমুভবরিধানং বিতনুতে দিগম্বর্য্যং বর্য্যাং সমুচিতমতঃ শম্ভু-
দয়িতে প্রসূতিঃকাসুতে ভবদতিভবাং [illegible] ॥৩৮৭ ॥

কালীদিগম্বরী হইয়াছেন, ইহার কারণ কোন কবি ব্যক্ত করিতেছেন। হে জননি! তব প্রস্ফোটিত পদ্মের সদৃশ ত্রিনয়নের নিমিষ উন্মেষদ্বারায় বর্ত্তমান বিশ্বের সৃষ্টি প্রলয় উদ্ভব করিতেছ, এই হেতু তোমার দিগম্বরী হইয়া অবস্থিতি শ্রেষ্ঠ হইল, কারণ বিশ্বজননী যে তুমি, বিশ্বকে প্রসব করিতেছ, জগতে কোন প্রসূতি প্রসূত সময়ে উদ্ভব পুত্র সন্নিধানে লজ্জা ভয়ে, আবৃত বসনা হয়॥ ৩৮৭॥

সংগ্রামেঽমরবৈরিণো গিরিজয়াপ্রাপ্তা অপিব্যাহতা, ইন্দ্রত্বাদি পদং ততোমরদলে দাস্যামিকীদৃক্‌পদং। ধ্যাত্বাসৌদশনৈর্বিদশ্যরসনাং চিন্তাকুলাকালিকা, দৃষ্ট্বাসৌ হৃদয়েদধৎপদযুগং মৃত্যুঞ্জলাৎ লজ্জিতা॥ ৩৮৮॥

গিরিজাকর্ত্তৃক যুদ্ধে দৈত্যগণ বিশিষ্টরূপে হত হইয়া ইন্দ্রত্বাদি পদ প্রাপ্ত হইল। গিরীন্দ্রনন্দিনী এইরূপ, ঘটনা দর্শন করিয়া শরণাগত দেবগণকে কীদৃশ পদ প্রদান করি। এই চিন্তাতে দশনদ্বারা রসনা দংশন করিলেন এবং চিন্তাতে কৃষ্ণাঙ্গী হইলেন। মহাদেব দেখিলেন ইন্দ্রত্বাদি পদ, অসুরগণ প্রাপ্ত হইল, দেবগণকে যদি স্বীয় পদ প্রদান করেন, এই ভাবিয়া হৃদয়ে তাঁহাকে শবরূপে ধারণ করিলেন, শবরূপে ধারণেজ

ভাব এই যে,শবস্পর্শ পাদপদ্মকে আর কেহ আকাঙ্ক্ষা করিবে না ॥ ৩৮৮ ॥

শিবাপদমূলে শিবস্তিষ্ঠতীতি নবাচ্যো নবাচ্যো নবাচ্যঃ কদাচিৎ। শিবাযুদ্ধভয়াঃ শিবাপাদলগ্নাঃ শবাযে গতাস্তে পদস্বং শিবস্ত ॥ ৩৮৯ ॥

শিবার পদতলে শিব আছেন, এ কথা বলনা বলনা বলনা। প্রত্যক্ষ দর্শনে বলিবার বাধা কি যদি বল। তাহার উত্তর। শিবার যুদ্ধে মৃত হইয়া দৈত্যগণ কালীপদ স্পর্শফলে শিবপদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত পদমূলে শিব নহে ॥ ৩৮৯ ॥

যত্রাস্তিভোগো নচতত্রমোক্ষো যত্রাস্তিমোক্ষো নচতত্রভোগঃ। শ্যামাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চকরস্থএব ॥৩৯০

যে স্থানে ভোগ অবস্থিত, সেই স্থানে মোক্ষ থাকে না। যে স্থলে মোক্ষ থাকে সে স্থলে ভোগ থাকে না কিন্তু আদ্যাশক্তির শ্যামার অর্চ্চকগণের ভোগ আর মোক্ষ, করস্থিত অর্থাৎ ইহারা উভয় প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ৩৯০ ॥

দেব্যাঃকেশচয়ো নিরীক্ষ্য পতিতান্ দৈত্যান্ মুনীন্ পাদয়োঃ সর্ব্বারাধ্যতয়া তয়োশ্চপরমোৎকৃষ্টং বিদিত্বাপতৎ। সাকালী চরণং গতস্তুশরণং নবন্ধনং সস্তবে নিত্যাবেদয়িতুং স্ববুদ্ধমহিতং উন্মুক্তকেশীবভৌ ॥ ৩৯১ ॥

আদ্যাশক্তি কালী মুক্তকেশী হইয়া সর্ব্বদা থাকেন, ইহার কারণ কোন কবিকে প্রশ্ন করায়। কবি প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন। দেবীর কেশগণ দর্শন করিলেন, পাদকমলে দেবগণ মুনিগণ পতিত রহিয়াছে। এই দেখিয়া পাদপদ্মের উৎকৃষ্ট জ্ঞানে কেশগণ চরণে পতিত হইল। অচৈতন্য কেশগণের অকৃত্রিম ভক্তি দর্শন করিয়া শ্যামাদেবী নিজ ভাব প্রকাশ করণ জন্য কেশ বন্ধন করিলেন না। নিজভাব এই যে, আমার চরণের শরণাপন্ন ব্যক্তির আর ভববন্ধন হইবে না, এ জন্য মুক্তকেশী হইয়া দেবী দীপ্তি প্রদান করিতেছেন ॥ ৩৯১ ॥

ভবজননিশরণ্যেসেবতে যস্ত্বদন্যা জগদবিরতজন্মা জায়তে ক্ষীণকর্ম্মা। ভবপদযুগসেবা জন্মনোদক্ষিণাস্যা দিতি সুরগণমধ্যে দক্ষিণাখ্যাসি কালী ॥ ৩৯২ ॥

হে ভবজননি মাতঃ! তোমা ভিন্ন দেবতার যে জন সেবা করে সেই ব্যক্তিগণের জগতে অবিরত জন্ম হয়, কিন্তু একবার তোমার পাদযুগলের সেবা করিলে জন্মের দক্ষিণা অর্থাৎ আর জন্ম হয় না, এই হেতু দেবগণ মধ্যে তোমার দক্ষিণাকালী নাম হইয়াছে ॥ ৩৯২ ॥

ন্নিনাম্নেস্তবনামগ্রহণ বলদর্পেণদমিতঃ কৃতান্তোনস্যাতা হরিহর বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ ইদানীকেম্মাত্তকপদি শমনাগ্রে বদ্ তদা নিরালম্বোদিম্বোদরজননি যামিশরণং ॥ ৩৯৩ ॥

কোন ভক্ত ভগবতীকে বলিতেছেন ! হে মাতঃ ! তোমার নাম গ্রহণ বলদর্পেতে আমা কর্ত্তৃক কৃতান্ত দমিত হইয়াছে। এবং আমা কর্ত্তৃক হরি, হর, বিরিঞ্চি, প্রভৃতি দেবগণ, চিন্তান্বিত হন না। হে লম্বোদরজননি ! মাতঃ সম্প্রতি আমাকে যদি শমনের আশ্রয়ে ক্ষেপণ কর, তাহা হইলে অবলম্বন শূন্য যে আমি আর কার শরণাপন্ন হইব। ৩৯৩ ॥

অয়ং মম মনোমৃগঃ প্রবলমোহ জালাবৃতঃ কুতর্কগহনভ্রমন্ বৃজিনপঙ্ক মগ্নোভবৎ। ভবাম্বনখচন্দ্রকং শ্রয়তুমীহতেসাম্প্রতং কলঙ্ক ইতিশঙ্কিয়া শরণাগতং মাত্যজ ॥ ৩৯৪ ॥

হে জননি। আমার মনোরূপ মৃগ, কুতর্করূপ অরণ্য ভ্রমণ করতঃ মোহময় জালে আবৃত হইয়া পাপপঙ্কে মগ্নানন্তর তোমার নখচন্দ্রকে আশ্রয়করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাকে গ্রহণ করিলে ত্বদীয় নখচন্দ্রেতে কলঙ্ক হইবে বলিয়া শরণাগতকে, পরিত্যাগ করা উচিত হয় না ॥ ৩৯৪ ॥

ভবাম্ভা প্যনোহহং ভবকতি শিবে আজকমে মগ্নাপতোকেতে

ত্তৃণবদতিবিশ্বং ন গণিতং। ইদানীমন্যেষাং যদিরিপদি যাম্যামি শরণং তবাপীয়ং লজ্জা শরণাগত বালস্য মম ন॥ ৪৯৫ ॥

হে ভগবতি মঙ্গলদায়িনি গিরীন্দ্রনন্দিনি মাতঃ! আমি তোমার দাস এই গর্ব্বেতে সর্ব্বদা অতি বিশাল বিশ্বকে তৃণতুল্য জ্ঞান করি। সম্প্রতি বর্ত্তমান বিপদে যদি আমাকে অন্যের শরণাপন্ন হইতে হয়, সেই লজ্জা তোমার, শরণাগত বালক আমার সে লজ্জা নহে॥ ৩৯৫ ॥

উদঞ্চন্নুঞ্চন্তিঃ প্রচুরকল্লোলনিবহৈ রয়ংপাথোনাথঃসুরভুজগ সম্বাদ ঘটকঃ। ইতঃ পারংযাতাবত সুমুখি যাতা তবকৃতে ধনৈঃ কিং প্রাণৈঃ কিংকপিভিরপি কিং কিঞ্চ ধনুষা॥ ৩৯৬॥

জানকী হরণের পর শ্রীরামচন্দ্র অম্বুনিধির জল কোলাহলে জানকী উদ্ধারণে হতাশ হইয়া আক্ষেপ করিতেছেন। এই পাথোনাথ সমুদ্র, ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রচুর তরঙ্গনিকর দ্বারা দেবলোক ও নাগলোক এই উভয়লোক সম্বাদ আনয়নের মধ্যস্থ হইয়াছেন। হে সুমুখি জানকি! তুমি এই প্রচণ্ড কল্লোলে দুস্পার সমুদ্রের পরপার গামিনী হইয়াছ তবে তুমি নিশ্চয় গিয়াছ। দুঃখের বিষয় এই তোমার নিমিত্ত আমি ধন, প্রাণ, কপিসৈন্য, ও ধনুর্দ্বারা আর কি করিব॥ ৩৯৬॥

হারোনারোপিতঃকণ্ঠে ময়াবিশ্লেষ ভীরুণা। ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগর ভূধরাঃ॥ ৩৯৭ ॥

শ্রীরামচন্দ্র জানকী হরণে দুঃখিত হইয়া বলিতেছেন। তোমার বিশ্লেষ ভয়েতে আমি কণ্ঠদেশে হার আরোপণ করি না সম্প্রতি আমাদের উভয়ের মধ্যে নদী সমুদ্র পর্ব্বত ব্যবধান হইল॥ ৩৯৭ ॥

শঙ্খোঃ শুভ্রগলং বিচিত্র গণনং মিষ্টাম্বিতাম্রসাগরাঃ, শৈলঃ পঙ্কধর স্তভোহয়চয়ঃ সম্পূর্ণচন্দ্রংসদা। ইন্দ্রংবাক মুখং প্রায়োধি মথনং পঞ্চাননঃ পঙ্কজঃ, দৃষ্টংসর্ব্বমিদং মযারঘুপতে সন্তাপহারং বিনা॥ ৩৯৮ ॥

রাবণ বধানন্তর দিগ্বিজয়ী রাবণের ধনাগারে অপূর্ব্ব২ উৎকৃষ্ট রত্নাদি সমূহ প্রদর্শন করিয়া লোভাশক্ত বানরগণ রাবণানুজ বিভীষণকে রাজ্য প্রদানে স্বীকৃত শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন প্রভো! তুমি অযোধ্যানগরে পৈতৃক রাজ্য শাসন কর, আর, এই নানাবিধ রত্নাদি পূর্ণ রাজধানীতে লক্ষ্মণকে অভিষিক্ত করুন। রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রেরও কিঞ্চিৎ ঐ পর্য্যায় সম্মত হইয়া বলিলেন আর পরামর্শ করিয়াছি, কিন্তু বৈদ্য সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করি মিত্রের যেরূপ অভিপ্রায় হইবে সেইরূপ করিব। তৎপরে বানরগণ, শ্রীরাম সুগ্রী-বকে পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রশ্ন করিলেন, প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া

সুগ্রীব বলিলেন, আমি মহাদেবের শরীরের অর্দ্ধ অঙ্গ চিত্রবিচিত্র সমুদ্রের জল নিষ্ট, পর্ব্বতের পক্ষ ও অশ্বের পক্ষ, সর্ব্বদা পূর্ণচন্দ্রের উদয়, ইন্দ্রের দুই চক্ষু, সমুদ্র মন্থন, ব্রহ্মার পঞ্চবদন এই সমস্ত দর্শন করিয়াছি। কখন দত্তাপহারী ব্যক্তি দর্শন করি না। যে রাজা বিভীষণকে প্রদত্ত হইয়াছে আর অন্যকে কি রূপে প্রদান হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র নিরস্ত্র হইলেন ॥ ১১৮ ॥

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ, সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ। দোর্দ্দণ্ডেন সম নচাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুঃস্বয়ং, রামোযেন বিড়ম্বিতোপি বিধিনা চান্যেপরে কা কথা। ১১৯।

সূর্য্যকুলে জন্ম পরিগ্রহ, পৃথিবী নৃপতির অগ্রগণ্য, দশরথের পুত্র, যাঁহার সত্যপরায়ণা সতী সীতা প্রণয়িনী ও অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যে লক্ষ্মণের বাহুদণ্ডের সমান পৃথিবীতে নাই এবং স্বয়ং বিষ্ণুরূপে যিনি অবতীর্ণ, সেই রামচন্দ্রও বিধি কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, অপরের কথা আর কি বলিব ॥ ১১৯ ॥

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।
